সেনসেক্স : ৮৫,৪৩৯.৬২ (-৩২২.৩৯)

নিফটি : ২৬,২৫০.৩০ (-৭৮.২৫)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন মমতা ৫

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
২৪° সর্বোচ্চ	৯° সর্বনিম্ন	২৪° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২৪° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন	২২° সর্বোচ্চ	১০° সর্বনিম্ন

মোদির উচিত ছিল আমাকে খুশি করা ৭

অনুরাগীদের জন্য বিমান ভাড়া! ৪০-এ পা দীপিকার ৮

শিলিগুড়ি ২১ পৌষ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 6 January 2026 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 228

রোদ ঝলমলে পাহাড়ের পথে ছুটছে টয়ট্রেন। সোমবার সূত্রধরের ক্যামেরায়।

শীতের শহরে গরম কাপড় কেনার ধুম

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : প্রবল শীতে কাবু শহর শিলিগুড়ি। হাওয়া অফিস বলছে, শীতের দাপট আরও বাড়বে। বিশেষ করে আগামী কয়েকদিন রাতের তাপমাত্রার পারদ আরও কিছুটা নামবে। আর এই শীতেই পৌষমাস শিলিগুড়ির শীতবস্ত্রের ব্যবসায়ীদের।

গত কয়েকদিন ধরে শহরে গরম জামাকাপড় কেনার হিড়িক পড়েছে। সোমবার রাত পর্যন্ত বিধান মার্কেট থেকে ভুটিয়া মার্কেট, হকার্স কর্নার থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের মেলা- সর্বত্রই ভালো ভিড় দেখা গেল। ফুটপাথের ব্যবসাও জমজমাট। কেউ জ্যাকেট চাপিয়ে, কেউ আবার মাফলার মুড়ি দিয়েও বাজারে কেনাকাটা করছেন। অন্যদিকে রাতে জংশন রেলস্টেশন, জেলা হাসপাতাল সহ বিভিন্ন জায়গায় ভবঘুরেদের হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেই খোলা আকাশের নীচে শুয়ে থাকতে দেখা গিয়েছে। আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা জানালেন, সমতলে কুয়াশার দাপট আরও দু'দিন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে। সঙ্গে রাতের তাপমাত্রা কমবে। সিকিমের পাশাপাশি দার্জিলিংয়ের উঁচু জায়গাগুলিতে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।

রবিবার থেকে শহরের তাপমাত্রা অনেকটাই কমেছে। হালকা কুয়াশা, সঙ্গে কনকনে উত্তুরে হাওয়ায় হাড়কাঁপানো শীত অনুভূত হচ্ছে শিলিগুড়িতে। রবিবার রোদের দেখা না মিললেও সোমবার বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হালকা রোদ উঠেছে। তবে, দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে এদিন সূর্যের দেখা মেলেনি।

এত ঠান্ডার মধ্যেও সোমবার রাত পর্যন্ত শহরের রাস্তাঘাটে মানুষের ভিড় লক্ষ করা গিয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

দমকা হাওয়ায় টলমল ঘাসফুল বাগান

তৃণমূলের ঘর ভাঙছেন ভিক্টর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : তৃণমূল জমানায় চারপাশে নীল-সাদার মধ্যে বহুদিন নিজের লাল দুর্গ রক্ষা করেছিলেন। এখন তাঁর ঘাড়ে উত্তরের মাটিতে আবার 'হাত' ধরার লোক জোটানোর ভার। তিনি আলি ইমরান রমজ। কিন্তু ভিক্টর নামে তাঁকে সারা বাংলা চেনে। দিল্লির রাজনৈতিক মহলেও এই নামে পরিচিতি। কংগ্রেসের এখন তিনি উত্তরবঙ্গে অন্ধের যষ্টি যেন। তৃণমূল ভাঙিয়ে কংগ্রেসকে শক্তিশালী করতে ভিক্টর যেন আদা-জল খেয়ে নেমেছেন উত্তরবঙ্গে।

সম্প্রতি মৌসম নুর তৃণমূল ছেড়ে কংগ্রেসের হাত ধরেছেন। সেদিনই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বুঝিয়েছিলেন, মৌসমের ঘরে ফেরা আসল সিনেমার ট্রেলার মাত্র। তা যে কথার কথা নয়, ভিক্টরের কথায় তা স্পষ্ট। আদতে গোয়ালপোখরের ভূমিপুত্রের ভাষায়, 'দলের স্বার্থে শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে যা করার করছি। এর বেশি বলা সম্ভব নয়। তবে হ্যাঁ, তৃণমূলের দুজন সাংসদ ও ১৪ জন বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা অনেক দূর গড়িয়েছে।'

উত্তরবঙ্গেরই যদি দুই সাংসদ ও ১৪ বিধায়ক তৃণমূল থেকে মুখ ফেরান, কংগ্রেসের এমন আকালের বাজারে সেটা বড় খবর নিশ্চয়ই। এই জনপ্রতিনিধিরা অতীতে কংগ্রেস ছেড়ে ঘাসফুলে নাম লিখিয়েছিলেন। ভিক্টরের এই তৎপরতা কিন্তু শুধু প্রদেশ নেতৃত্বের তত্ত্বাবধানে নয়, কংগ্রেস হাইকমান্ড ভরসা রাখছে তাঁর ওপর। খোদ রাহুল গান্ধির স্নেহচ্ছায়ায় আছেন অতীতের এই ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা।

কথায় কথায় ভিক্টর বলেন, 'রাহুল গান্ধি নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলায় দলকে মজবুত করতে যা করতে হয় করুন। তাতে কে চটে গেল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।' আলাপচারিতায় বোঝা গেল, কংগ্রেসের গেমপ্ল্যান এখন পুরোনো ঘাঁটিগুলির পুনরুদ্ধার। মালদা, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ তাই কংগ্রেসের পাখির চোখ এখন। এই জেলাগুলি বাম আমল তো বটেই, তৃণমূল জমানাতেও দীর্ঘদিন হাত প্রতীককে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

উত্তরবঙ্গের কোচবিহার, জলপাইগুড়ি ও দার্জিলিং জেলাও নজরে আছে কংগ্রেসের। এইসব জেলায় শাসকদলের নেতাদের অনেকের সঙ্গে ইতিমধ্যে বেশ কয়েকবার গোপন বৈঠক করেছেন ভিক্টররা। শাসকদলের নেতারা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে ভোটে কী সমীকরণ তৈরি হয়, তা মাথায় রেখে জল মাপছেন।

- কংগ্রেসের পাখির চোখ এখন মালদা, উত্তর দিনাজপুর ও মুর্শিদাবাদ
- তৃণমূলের ঘর ভাঙাতে ভিক্টরকে দায়িত্ব দিয়েছেন খোদ রাহুল গান্ধি
- তৃণমূলের দুই সাংসদ ও ১৪ বিধায়কের সঙ্গে আলোচনা এগিয়েছে

রাহুল গান্ধি নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলায় দলকে মজবুত করতে যা করতে হয় করুন। তাতে কে চটে গেল, তা নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।

আলি ইমরান রমজ

তৃণমূল প্রকাশ্যে এসব পাত্তা দিতে চাইছে না বটে। তবে মৌসমের দলবদল তৃণমূলে যে কাঁপন ধরিয়েছে, তা স্পষ্ট। তৃণমূলের উত্তর দিনাজপুর জেলা সভাপতি কানাইয়ালাল আগরওয়ালের মন্তব্য, 'এসব ভিক্টরের কল্পনামাত্র। তৃণমূল ছেড়ে কেউ কোথাও যাবেন না।' দলের রাজ্য কমিটির অন্যতম

এরপর দশের পাতায়

ঠকিয়েছে প্রেমিক, হা-হুতাশ বাংলাদেশি তরুণীর

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : সোশ্যাল মিডিয়ার ওয়াল থেকে রাজনীতিবিদদের ভাষণ, সবক্ষেত্রেই দোষারোপ-পালটা দোষারোপ চলছে। দিনকয়েক আগে ওপার বাংলায় ঘটে যাওয়া হিংসাত্মক ঘটনার প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিল শিলিগুড়ি। সেই শহরেই গত এক মাস ধরে হন্যে হয়ে নিজের প্রেমিককে খুঁজে বেড়ালেন এক বাংলাদেশি তরুণী। তাঁর দেখা না পেয়ে শেষপর্যন্ত দ্বারস্থ হলেন থানার। বিয়ের মিথ্যে প্রতিশ্রুতি দিয়ে একাধিকবার সহবাসের অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার গভীর রাতে মোবাইল নম্বর ট্র্যাক করে সেই তরুণকে পাকড়াও করল পুলিশ। ধৃতের নাম রাকেশ রাই। সিকিম রুটে গাড়ি চালানো পেশা। সোমবার রাকেশকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

- সিকিমে বেড়ানোর উদ্দেশ্যে শিলিগুড়িতে এসে পরিচয় হয় ধৃতের সঙ্গে
- বাংলাদেশে ফিরলেও সমাজমাধ্যমে কথাবার্তা এগোয় দুজনের মধ্যে
- প্রেমে জড়িয়ে ফের ভারতে আসেন তরুণী
- সেসময় বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাস করেন তরুণ
- দেশে ফিরতেই তরুণীকে ব্লক, ফিরে এসে খুঁজে না পেয়ে থানায় অভিযোগ

বাংলাদেশের ময়মনসিংহের বাসিন্দা ওই তরুণীর সঙ্গে অভিযুক্তের পরিচয় হয় ২০২৩ সালের শেষদিকে। এদিন বললেন, 'সিকিমে একাই ঘুরব বলে এসেছিলাম ভারতে। প্রথমে শিলিগুড়িতে পৌঁছাই। এখান থেকে রাকেশের গাড়িতে সিকিমে গিয়েছিলাম।' বেড়াতে গিয়ে দীর্ঘসময় একে অপরের সঙ্গে কাটানোর সৌজন্যে কথাবার্তা বাড়ে দুজনের মধ্যে। সম্পর্ক ধীরে ধীরে গভীর হয়। সিকিম থেকে ফিরে বাংলাদেশে চলে যান মেয়েটি। যোগাযোগ অবশ্য নিভে যায়নি। সমাজমাধ্যমে কথা চলতে থাকে। একসময় প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে তাঁদের মধ্যে।

ভালোবাসার টানেই ২০২৪ সালে ট্যুরিস্ট ভিসায় তরুণী এ শহরে আসেন। তাঁর কথায়, 'রাকেশ আমাকে লিম্বুবস্তির ভাড়াবাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমরা ছয় মাস একসঙ্গে থেকেছি। ওঁর সঙ্গে আমার শারীরিক সম্পর্কও হয়। রাকেশ প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, আমাকে বিয়ে করবেন।' তবে, ভিসার মেয়াদ শেষ হওয়ায় তরুণীকে বাড়ি ফিরতে হয়েছিল। অভিযোগ, এরপরই ঘটে ছন্দপতন।

এরপর দশের পাতায়

কথায় কথায়

স্বপ্নের পোলাওয়ে যথেচ্ছ ঘি ঢালতে বাধা নেই

আশিস ঘোষ

'হপনে যদি পোলাও রাঁধেন কত্তা, বেশি কইরা ঘি ঢালেন।' এ হল ঢাকার কুট্টিদের মশকরা। যদি কল্পনায় পোলাও রাঁধেন, তবে বেশি করে ঘি দিতে বাধা কী! ভোট এলে এই বাংলায় নতুন চল এটাই। আগে বাম-গণতান্ত্রিক সরকার নয়তো জাতীয়তাবাদী সরকার গড়ার ডাক দেওয়া হত। সংখ্যার লড়াই ছিল না। সে ছিল একরকম।

এখন তাসের জুয়ার মতো ডাক দেওয়া হয়। কেউ আগেরবারের থেকে একটা হলেও বেশি পাওয়ার ডাক দেয় তো কেউ ২০০-২২০'র কমে যায় না। কেউবা দুই-তৃতীয়াংশ নিয়ে নবান্ন দখলের হিসেব শোনায়। মানে ১৯৬টা। অন্যদিকে, ঘাসফুলের এক কথা, পঞ্চাশ পেরোবে না পদ্মফুল। দলের তরুণ তুর্কি আবার প্রতি কেন্দ্রে কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজারের মার্জিন বেঁধে দিয়েছেন।

নেতা বুঝে ডাকের ওজন বাড়ে। বিজেপিতে চাণক্য বলে পরিচিত অমিত শা আবার এই ডাক দেওয়ায় বেশ নাম বা দুর্নাম কুড়িয়েছেন। কখনও 'আব কি বার চারশো পার' তো কখনও 'দোশো পার।' এবার ভোটের আগে ঝিমিয়ে পড়া 'কারিয়াকর্তা'দের গা গরম করতে এখনই বলে গিয়েছেন, 'দিল পে লিখ লো, ইসবার হামারি সরকার।' সেটুকুই নয়, শ্যামাপ্রসাদের এই রাজ্যে বিজেপি কত পাবে তাও জানিয়ে গিয়েছেন। দুই-তৃতীয়াংশ তো বটেই, দুশোর কম নয়।

এখানেই শেষ নয়, কলকাতা ও আশপাশের ২৮টা সিটের মধ্যে ২২টা জিততে হবে বলে টার্গেট ঠিক করে দিয়ে এযাত্রায় কলকাতা ছেড়েছেন তিনি।

এরপর দশের পাতায়

মিহিরের দেখা নেই, রবির কাঁটা কোন্দল

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে নাটাবাড়ি

ভোটের অঙ্ক

গৌরহরি দাস ও শিবশংকর সূত্রধর

নাটাবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : 'ও কী ও বন্ধু কাজল ভ্রমরা রে, কোনদিন আসিবেন বন্ধু কইয়া যাও-কইয়া যাও রে...।'

বলরামপুরে আব্বাসউদ্দিন আহমেদের ভাঙাচোরা বাড়ির সামনে দাঁড়ালে গানটি মনে পড়বেই পড়বে। যে ভাওয়াইয়া গানে রাজ্য সরকার উন্নয়নের নানা প্রচার চালাচ্ছে, সেই ভাওয়াইয়ার প্রবাদপ্রতিম শিল্পীর গান বাঁধার ঘর এখন ঝোপঝাড়ে ভর্তি। বাড়িটি থেকে কিছুটা দূরে রাস্তার পাশে গোরুর দড়ি বাঁধছিলেন এক বৃদ্ধ। তাঁর গলায় গুনগুন করছিল ভাওয়াইয়া গানের কলি।

শুনে সাইকেলে পাশ দিয়ে যাওয়া এক তরুণ বললেন, 'আব্বাস সাহেবের গান আমরা টিকিয়ে রাখলে কী হবে, সরকার তো ওঁর বাড়ির দিকে ঘুরেও তাকায় না।' ফ্যালফ্যাল করে তরুণের দিকে তাকিয়ে রইলেন বৃদ্ধ। ততক্ষণে তরুণ প্যাডেলে চাপ দিয়ে এগিয়ে গিয়েছেন। বৃদ্ধ আবার গলায় মাফলার জড়িয়ে গোরু চরাতে চরাতে গান ধরলেন। যে গানে আছে মাটির গন্ধ।

ভাওয়াইয়ার পীঠস্থান এই বলরামপুর নাটাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়ে। স্থানীয় বিধায়ক মিহির গোস্বামী। তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে নাম লিখিয়েছিলেন। তাঁর সৌজন্যে গত বিধানসভা ভোটে নাটাবাড়ি বিজেপির দখলে আসে। পাঁচ বছর যেতে না যেতে তাঁকে নিয়ে নানা রসিকতা ছড়িয়ে আছে নাটাবাড়িতে।

বলরামপুরের এক তরুণের কথায়, আব্বাস সাহেব গেয়েছিলেন 'কোনদিন আসিবেন বন্ধু...,' নাটাবাড়ির বিধায়কের ক্ষেত্রে গানে এই প্রশ্নের উত্তর হতে পারে, 'ভোটের আগে।' বিধায়ককে এলাকায় পাওয়া যায় না বলে বিস্তর অভিযোগ। সেটাই এখন বিজেপির কাঁটা। নাটাবাড়ি বাজারে কয়েকজন জানালেন, এই তো কয়েকদিন আগে বিধায়ক এলাকার খেলার মাঠে একটি অনুষ্ঠানে এসে ফিরে যাওয়ার পর কেউ কেউ বললেন, গত পাঁচ বছরে এই প্রথম নাকি তাঁরা বিধায়ককে দেখলেন।

অথচ মিহির গত ভোটে হারিয়েছিলেন তৃণমূলের দীর্ঘদিনের নেতা রবীন্দ্রনাথ ঘোষকে। নাটাবাড়ি যখন লালদুর্গ ছিল, তখন থেকেই রবি নাটাবাড়ির জবরদস্ত নেতা। নাটাবাড়ি থেকে জিতে রবি একবার মন্ত্রীও হয়েছিলেন। আসলে ভাওয়াইয়া সংস্কৃতিতে মুড়ে থাকা নাটাবাড়িতে উন্নয়নের তালিকা যেমন লম্বা,

এরপর দশের পাতায়

কনকনে ঠান্ডায় মেঝেতে ক্লাস

পড়ুয়ার তুলনায় বেঞ্চ নগণ্য, ক্ষোভ চাকুলিয়ায়

আঁধারে পাঠশালা

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ৫ জানুয়ারি : কনকনে ঠান্ডা। ঘরের মধ্যেও ঠিকমতো তিষ্ঠানো দায়। উত্তর দিনাজপুরের চাকুলিয়া সার্কেলে বেশ কয়েকটি প্রাথমিক স্কুলে অবশ্য পরিস্থিতি রীতিমতো দুর্বিষহ। পর্যাপ্ত সংখ্যক বেঞ্চের অভাব। ফলে তীব্র ঠান্ডায়ও পড়ুয়াদের মেঝেতে বসেই ক্লাস করতে হচ্ছে। সর্দিকাশি, জ্বর হলেও কেউ দেখার নেই। এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের মধ্যে প্রচণ্ডভাবে ক্ষোভ বাড়ছে। প্রশাসনের বিরুদ্ধে উদাসীনতার অভিযোগে তাঁরা সরব হয়েছেন।

মেঝেতে বসে খুদেরা। চাকুলিয়ার গোদাশিমুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

চাকুলিয়া সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক নাওসিন বেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'সদ্য এই সার্কেলে যোগদান করেছি। তবে খোঁজ নিয়ে স্কুলের সমস্যাগুলির বিষয়ে দ্রুত ওপরমহলকে জানানো হবে।' উত্তর দিনাজপুর জেলা প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান মহম্মদ নাজিমুদ্দিন সমস্যা মেটানোর আশ্বাস দিয়েছেন। তাঁর কথায়, 'আমি নিজে প্রাথমিক স্কুলে পাটের বস্তা নিয়ে পড়াশোনা করেছি। তাই ঠান্ডার সময় কী পরিস্থিতি হয় তা বুঝি। মাসখানেকের মধ্যে চাকুলিয়া সহ জেলার সমস্ত প্রাথমিক স্কুলে বেঞ্চের ব্যবস্থা করা হবে।' ইতিমধ্যে এ ক্ষেত্রে ৩৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সোমবার চাকুলিয়া সার্কেলের অন্তত আটটি প্রাথমিক স্কুলে গিয়ে সেখানকার বেহাল পরিস্থিতি চাক্ষুষ করা গিয়েছে। তবে শুধু এই আটটি স্কুলই নয়, এই সার্কেলের ১২৩টি প্রাথমিক স্কুল এবং ৬৪টি শিশুশিক্ষাকেন্দ্রের একই হাল বলে অভিযোগ। কিছু স্কুলে বেঞ্চ নেই। কয়েকটিতে পুরোনো বেঞ্চ ভেঙে গেলেও নতুন বেঞ্চ বরাদ্দ করা হয়নি। আর তাতেই পড়ুয়াদের ভোগান্তি প্রচণ্ডভাবে বেড়েছে।

গোদাশিমুল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪০৪ জন পড়ুয়ার জন্য মাত্র ১১টি বেঞ্চ রয়েছে। যারা এই বেঞ্চগুলিতে বসার সুযোগ পায় না, তাদের মাটিতে বসে পড়াশোনা করতে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণির ছাত্রী রুলি হরিজন

এরপর দশের পাতায়

ভার্চুয়াল সুখের ফাঁদে ডিজিটাল অবসাদ

পেশায় গায়িকা দেবলীনা নন্দী বা গৃহবধূ রিনা কর্মকার- সোশ্যাল মিডিয়ার প্রোফাইল ঘাঁটলে বোঝার উপায় নেই তাঁরা কতটা যন্ত্রণায় রয়েছেন। বরং সেখানে শুধুই হাসিমুখ আর আনন্দের ছবি। ভার্চুয়াল দুনিয়ায় নিজেকে সুখী প্রমাণ করার এই অদম্য প্রতিযোগিতাই মানুষকে ঠেলে দিচ্ছে গভীর অবসাদের দিকে।

উত্তরবঙ্গ সংবাদ স্পেশাল

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ফেসবুক, ইনস্টা'র ওয়ালে ঝকঝকে হাসির ছবি। কোথাও বিদেশ ভ্রমণের জৌলুস, কোথাও বা দামি রেস্তোরাঁয় হুল্লোড়। স্ক্রল করলেই মনে হয়, পৃথিবীটা কী ভীষণ সুন্দর আর সুখের। কিন্তু এই রঙিন পর্দার ঠিক ওপাশেই যে গাঢ় অন্ধকার ঘাপটি মেরে, তা ক'জন জানে বা দেখে!

সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব পরিচিত মুখ দেবলীনা নন্দী। পেশায় আদতে গায়িকা। পাইলট স্বামী প্রবাহ নন্দীকে নিয়েও প্রায়শই ভিডিও ছাড়েন ফেসবুক, ইনস্টায়। লাইক, কমেন্টের বন্যা সেখানে। রবিবার মেদিনীপুরে শো করতে গিয়েছিলেন গায়িকা। ফেরার পথে ফেসবুক লাইভে আসেন। সেখানেই জানান তাঁর সাংসারিক টানাপোড়েনের কথা। আশ্চর্যের বিষয়, এতদিন হাসিমুখটার আড়ালে ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পাননি তাঁর যন্ত্রণা। তারপর কী ঘটেছে, সেটা অবশ্য ভার্চুয়াল দুনিয়ার দৌলতে অনেকেই জেনে ফেলেছেন। আত্মহত্যার পথ বেছে নেওয়া দেবলীনা এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছেন ঠিকই। কিন্তু তাঁর মতো অনেকেই যে গুমরে মরছেন, সেই সত্যিটা একটু একটু করে সামনে আসতে শুরু করেছে।

দেবলীনার এই চরম সিদ্ধান্ত আসলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে, সোশ্যাল মিডিয়ার 'ভার্চুয়াল সুখ' আসলে এক মরীচিকা। ভয়ের বিষয় হল, এই সমস্যা আর কেবল গুটিকয়েক মানুষের ব্যক্তিগত সংকটের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। দ্রুত তা ছড়িয়ে পড়ছে। পরিসংখ্যান বলছে, ভারতজুড়ে এখন এক নীরব মহামারি চলছে, যার নাম 'ডিজিটাল অবসাদ'।

- ভারতে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন নিয়মিত বিষণ্ণতা বা অবসাদে ভুগছেন।
- বর্তমান প্রজন্ম এখন এক অদ্ভুত 'ডোপামিন লুপ'-এ আটকে পড়েছে।

আলিপুরদুয়ারের রিনা কর্মকার দেবলীনা সংক্রান্ত একটি পোস্টের কমেন্ট বক্সে যেমন লিখেছেন, 'দেবলীনাদি, তোমার মতো আমিও রোজ সহ্য করে যাচ্ছি। জানি না, কতদিন পারব। আমাকেও হয়তো...'। রিনা যে অবসাদ বা পারিবারিক সমস্যায় বিচলিত, সেটা কিন্তু অন্তত তাঁর প্রোফাইল ঘাঁটলে বোঝা যাচ্ছে না। বরং, স্বামীর সঙ্গে নেচে রিলও বানিয়েছেন সম্প্রতি। বিবাহিত বান্ধবীদের সঙ্গে পাহাড় ট্যুরে গিয়ে হাসিমুখে ছবিও তুলেছেন। শিলিগুড়ির মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, 'ভার্চুয়াল দুনিয়ায় কেউই নিজেকে অখুশি দেখাতে চায় না। সামাজিক এই হাসিমুখ জাহির করতে গিয়ে কিছু মানুষ যে অবসাদে ডুবে যাচ্ছেন, সেকথা অস্বীকার করার নয়।'

কেন্দ্রীয় সরকারের সাম্প্রতিক 'ইকনমিক সার্ভে ২০২৪-'২৫-এ একটি অত্যন্ত উদ্বেগজনক তথ্য উঠে এসেছে। সেখানে বলা হয়েছে, ভারতীয় শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের মানসিক স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতির পেছনে অন্যতম মূল কারণ ইন্টারনেট ও সোশ্যাল মিডিয়ার প্রতি নিয়ন্ত্রণহীন আসক্তি। স্ক্রিন টাইম যত বাড়ছে, ততই কমছে মনোযোগ। বাড়ছে সামাজিক বিচ্ছিন্নতা। দেবলীনার মতো কোটি কোটি তরুণ-তরুণী আজ এই ফাঁদে বন্দি।

ইউনিসেফ-এর আরেকটি রিপোর্ট অনুযায়ী, ভারতে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সি তরুণ-তরুণীদের প্রতি ৭ জনের মধ্যে ১ জন নিয়মিত বিষণ্ণতা বা অবসাদে ভুগছেন। আর এই অবসাদের শিকড় খুঁজতে গেলে দেখা যাচ্ছে, তার এক বড় অংশজুড়ে রয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ার সেই মেকি জৌলুস। উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের মনোরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ উত্তম মজুমদারও সেকথা স্বীকার করে বলছেন, 'নতুন প্রজন্মের অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়াকেই সর্বস্ব ধরে নিচ্ছে। ফলে অবসাদ বাড়ছে। গড়ে ১০ জন রোগীর মধ্যে অন্তত ৩-৪ জনের মানসিক অবসাদের পেছনে দায়ী সোশ্যাল মিডিয়া।'

এরপর দশের পাতায়

শুমারিতে আশার আলো

রসিকবিলে পরিযায়ী ৫৪ প্রজাতির পাখি

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ৫ জানুয়ারি : রসিকবিলে পাখি শুমারিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ল পরিযায়ী পাখির সংখ্যা। এতে খুশি পাখিপ্রেমী থেকে পরিবেশকর্মীরা। অতীতের তুলনায় চলতি বছরে রসিকবিল জলাভূমিতে পরিযায়ী পাখির সংখ্যা ও প্রজাতি দুটিই বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। এবারের শুমারিতে বিরল প্রজাতির চারটি ব্ল্যাক হেডেড আইবিস-এর দেখা মিলেছে। নজরে এসেছে রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, ফ্যালকেটেড ডাক সহ একাধিক উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখি।

রসিকবিলে উড়ছে একঝাঁক পরিযায়ী পাখি। সোমবার।

সোমবার রসিকবিল জলাশয়ে বার্ষিক পাখি শুমারির পর এমনই দাবি করেছে পরিবেশপ্রেমী সংগঠন ন্যাফ। এদিন ন্যাফ ও জেলা বন দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে রসিকবিলে পাখিবীক্ষণ ও গণনা শিবিরের আয়োজন করা হয়। বন দপ্তরের ব্যবস্থাপনায় নৌকায় চেপে দিনভর বিস্তীর্ণ জলাভূমিজুড়ে চলে পাখি শুমারি। শুমারির কাজ নির্বিঘ্নে সম্পন্ন করতে আগেই বনকর্তা ও কর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করে কাজের রূপরেখা ঠিক করা হয়।

বন দপ্তর জানিয়েছে, এদিন সংস্থার মোট দশজন সদস্য বিভিন্ন জলাশয়ে পাখি শুমারির কাজে অংশ নেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার বন বিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায়, এডিএফও বিজনকুমার নাথ প্রমুখ। শুমারির প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, এবছর রসিকবিলে ৫৪টিরও বেশি প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এসেছে। মোট পাখির সংখ্যা সাত হাজারেরও বেশি। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় রয়েছে স্মল প্রাটিনকোল ও গ্রে হেডেড ল্যাপউইং। এছাড়াও দেখা মিলেছে লেসার হুইসলিং ডাক, কমন টিল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড, ভেরুজিনিয়াস পোচার্ড, পারপল হেরন, অসপ্রে, বিভিন্ন প্রজাতির স্যান্ডপাইপার ও স্নাইপ।

ন্যাফের মুখপাত্র অনিমেষ বসু বলেন, 'গত বছর মাত্র একটি ব্ল্যাক হেডেড আইবিস দেখা গেলেও এ বছর রসিকবিলে চারটির দেখা মিলেছে। প্রচুর সংখ্যায় গ্রে হেডেড ল্যাপউইং ও রেড ক্রেস্টেড পোচার্ডও এসেছে। নির্দিষ্ট সময়ে কচুরিপানা পরিষ্কারের ফলেই পাখির সংখ্যা বেড়েছে। ভবিষ্যতে বিলগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়ন করলে পাখির সংখ্যা আরও বাড়বে।' এডিএফও বিজনকুমার নাথ বলেন, 'শীতকালে পরিযায়ী পাখিদের যাতে কোনওরকম অসুবিধা না হয়, সেই কারণে রসিকবিল জলাশয়ে মাছ শিকারে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।' পাশাপাশি মাছ ধরার জাল যাতে কোনও পাখির ক্ষতি না করে, সেইজন্য জলাশয় চত্বরে জাল শুকানোর ওপরও নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।

প্রতিবছরের মতো এবছরও শীত পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখির আগমনে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কলরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা চত্বর। বন দপ্তর জানিয়েছে, গত বছর রসিকবিলে ৫৩ প্রজাতির প্রায় সাড়ে ছয় হাজার পরিযায়ী পাখির সন্ধান মিলেছিল। তার তুলনায় এবছর সংখ্যাগত বৃদ্ধি পরিবেশের পক্ষে ইতিবাচক বার্তা দিচ্ছে বলে মত বিশেষজ্ঞদের।

রোবোটিক্স শেখাতে জন্মভূমিতে কৃতী

পঙ্কজ মহন্ত

বালুরঘাট, ৫ জানুয়ারি : বিখ্যাত হিন্দি ছবি স্বদেশ-এ শাহরুখ খান অভিনীত চরিত্র মোহন ভার্গব নিজের জন্মভূমিতে ফিরে এসেছিলেন কিছু করে দেখানোর তাগিদে। ঠিক তেমনই শিকড়ের টানেই বালুরঘাটে ফিরেছে মুম্বইয়ের ধীরুভাই আম্বানি ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কাব্য মজুমদার। বিশ্ব রোবোটিক্সের মঞ্চে দেশের মুখ উজ্জ্বল করে এবার সে নিজের মাটিতে ফিরেছে ভবিষ্যতের বীজ বুনতে। কাব্য ওয়ার্ল্ড রোবোটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন হওয়া ভারতীয় দলের অন্যতম সদস্য। এখন সে দক্ষিণ দিনাজপুরের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন স্কুলে ঘুরে ঘুরে রোবোটিক্স নিয়ে শিক্ষাদান করছে। আগামী ১৫ দিন ধরে বালুরঘাট শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকার নানা স্কুলে তার কর্মসূচি চলবে।

ইতিমধ্যে চিঙ্গিশপুর উচ্চবিদ্যালয়, পতিরাম উচ্চবিদ্যালয় এবং তিওড় কৃষ্ণাষ্টমী উচ্চবিদ্যালয়ে কর্মশালা হয়ে গিয়েছে। সোমবার একটি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের পাশাপাশি আগামীতে শতাব্দী প্রাচীন বালুরঘাট উচ্চবিদ্যালয়েও রোবোটিক্স নিয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কথা রয়েছে কাব্যর।

রোবোটিক্সের প্রাথমিক ধারণায়, কীভাবে একটি সাধারণ রোবট কাজ করে, কীভাবে যন্ত্রপাতি তৈরি হয় সেসবই শেখানো হচ্ছে। উদ্দেশ্য একটাই, ছোট থেকেই পড়ুয়াদের মধ্যে রোবোটিক্স নিয়ে কৌতূহল ও সৃষ্টিশীল মন তৈরি করে দেওয়া, যাতে তাঁরাও ভবিষ্যতে দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পায়।

কাব্য বলল, 'আমার রোবটিক্সের শিক্ষাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য আমি বালুরঘাটে এসেছি। বিভিন্ন স্কুলে গিয়ে ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে কথা বলছি। রোবোটিক্সের বেসিক জিনিস শিখিয়ে বানানোর সুযোগ দিচ্ছি। সব শিখে পড়ুয়ারা শোকেসও বানাচ্ছে। আমি বিভিন্ন স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপকরণ ও কিট দিয়ে সাহায্য করব ও নিয়মিত যোগাযোগও রাখব। রোবোটিক্সের প্রতি সকলের আগ্রহ তৈরি করাই আসল উদ্দেশ্য।'

> আমার শিক্ষাকে সকলের সঙ্গে ভাগ করে নেওয়ার জন্য বালুরঘাটে এসেছি। বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলছি। রোবোটিক্সের প্রতি আগ্রহ তৈরি করাই উদ্দেশ্য।
>
> -কাব্য মজুমদার

কাব্যের বাবা শুভব্রত মজুমদার একটি ব্যাংকের ম্যানেজিং ডিরেক্টর পদে কর্মরত। মা তানিয়া মজুমদার একসময় সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে কাজ করলেও কাব্যর ভবিষ্যৎ ও আগ্রহকে প্রাধান্য দিতে নিজের কর্মজীবন ছেড়ে বর্তমানে মেয়ের পাশে দাঁড়িয়েছেন। কাব্যর পরিবার জানাচ্ছে, মায়ের হাত ধরেই তাঁর রোবোটিক্স ও সফটওয়্যারের জগতে প্রবেশ।

যদিও জেলার স্কুলগুলিতে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স সম্পর্কে অল্প শিক্ষা দেওয়া শুরু হলেও রোবোটিক্স নিয়ে তেমন কোনও পড়াশোনা চালু হয়নি। ইতিমধ্যেই কাশ্মীরে হাজারেরও বেশি ছাত্রছাত্রীকে সে রোবোটিক্স শিক্ষার আওতায় এনেছে।

তবে মূলত কৃষি, জলবায়ু পরিবর্তন, পরিবেশ সংরক্ষণ, জল ব্যবস্থাপনা, আবহাওয়ার তথ্য সংগ্রহ থেকে শুরু করে ভবিষ্যতে জেলার ভূগর্ভস্থ জলে ফ্লুরোসিসের সমস্যার সমাধানে জেলায় এই প্রযুক্তি কাজে লাগানোর স্বপ্ন দেখছে কাব্য।

শীতে সেবায় শ্যাম স্টিল

নিউজ ব্যুরো

৫ জানুয়ারি : শ্যাম স্টিল কোম্পানি সবসময় বিভিন্ন সামাজিক কার্যকলাপের সঙ্গে যুক্ত থাকে। তাদের বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কার্যাবলীর মধ্যে হ্যাপিনেস ড্রাইভ অন্যতম। ২০০২ সাল থেকে তারা শীতে বাংলার অনাথ, দুঃস্থ এবং প্রতিবন্ধী শিশুদের শীতবস্ত্র, বইখাতা ও পেন, পেন্সিল বিলি করে। দিনভর নাচ, গান, খেলা, ছবি আঁকা ও খাওয়াদাওয়ার আয়োজন করে। শিশুদের পাশাপাশি প্রতিবন্ধী ও বৃদ্ধাশ্রমের বয়স্করাও এই অনুষ্ঠানে যোগ দেন। আগামীদিনেও হাজার মানুষকে আনন্দ দিতে শ্যাম স্টিল হ্যাপিনেস ড্রাইভের আয়োজন করবে।

স্কুলে অর্থদান

ইটাহার, ৫ জানুয়ারি : বানবোল হাইস্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক বিপুলকুমার মৈত্রর দান করা ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা দিয়ে সোমবার স্কুলের প্রতিষ্ঠা দিবসে ২৫০০ লিটার জলের ধারণক্ষমতা সম্পন্ন একটি রিজার্ভার উদ্বোধন করা হয়েছে।

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা অভিভাবক ও Document সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 9332115689. (C/119922)

কর্মখালি

সুবর্ণ সুযোগ - বাড়ি থেকে 2/3 ঘণ্টা কাজে (আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি) উচ্চ আয়ের সুযোগ। 9830364767. (K)

●

শিলিগুড়িতে চিমনি সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮.৩০ থেকে ২টা। Ph : 9832009039. (C/119752)

অ্যাফিডেভিট

আমার আধার কার্ড নং 5736 5085 2407 আমার এবং স্বামীর নাম ভুল থাকায় গত 03-01-26 J.M. 3RD Court, Sadar, Cooch Behar, (In Charge) অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Majima Bibi এবং Mojina Bibi, W/o Abdul Chhamad @ Abdul Samad এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। চড়কেরকুঠি, পো : টাপুরহাট, থানা : কোতোয়ালি, জেলা : কোচবিহার। (C/118976)

●

আমি কমলা বর্মন স্বামী কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন গ্রাম + পোস্ট নগর লালবাজার এই মর্মে শপথ করে বলছি যে পূর্বে আমার নাম আরজিনা খাতুন পিতা আজাদ্দি মিয়া মাতা লাইলী বিবি ছিল বর্তমানে আমি বিবাহ সূত্রে নাম পরিবর্তন করিয়া কমলা বর্মন হয়েছি। নোটারি পাবলিক মাথাভাঙ্গা কোর্ট 05/01/2026 তারিখে অ্যাফিডেভিট দ্বারা ঘোষণা করিতেছি। (C/119924)

স্পোকেন ইংলিশ

অভিনব সহজ পদ্ধতিতে স্বচ্ছন্দে ইংরেজি বলতে শেখার ২ মাসের গাইডেন্স। ফোন : 9733565180, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। (C/119752)

ভাড়া

শিলিগুড়ির আশপাশে 4000 টাকার মধ্যে গ্রাউন্ড ফ্লোরে 400 বর্গফুট গোডাউন ভাড়াতে চাই। (M) 9476295968. (C/119748)

অ্যাফিডেভিট

আমি Abdul Ohab, আমার 3 সন্তানের নাম- Mobarak Hossain, Lutfor Hossain, Nure jasmin, এদের ভোটার কার্ডে পিতার নাম Abdul Wahab এবং 2002 ভোটার লিস্টে Abdul Ohab Miya থাকায়, 31/12/25 তারিখে গঙ্গারামপুর সাব ডিভিশন কোর্ট থেকে নোটারি পাবলিক অ্যাফিডেভিট দ্বারা, 'Abdul Ohab, Abdul Ohab Miya & Abdul Wahab' একই ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। Samsia, Nahit, Dakshin Dinajpur. (C/119920)

আলিপুরদুয়ার জংশনে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১১৯/ডব্লিউ-২এপিডিজে তারিখ: ০১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. ৪৯-এপি-I-২০২৫। কাজের নাম: এসএসই/পি.ওয়ে নিউ আলিপুরদুয়ার এবং আলিপুরদুয়ার জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে ১ বৎসরের এক সময়সীমার জন্যে পি.ওয়ে রক্ষণাবেক্ষণের কাজ। টেন্ডার রাশি: ২,০২,৪৫,৩৭৯.৮৩/- টাকা। বায়না রাশি: ২,৫১,২০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২২-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে: ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা (নিলাম পরিচালনাকারী আধিকারিক) মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর -ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক মালদা ডিভিসনের বিভিন্ন রেলওয়ে স্টেশনে মোবাইল ফুড ভ্যান এবং মেডিক্যেল স্টোর-এর চুক্তিস্বত্ব বণ্টনের উদ্দেশ্যে www.ireps.gov.in -এ ই-নিলাম ক্যাটালগ প্রকাশ করেছেন। অকশন ক্যাটালগ নং. ঃ এমএফভি-স্ট্যাটিক-২৬-১। নিলাম শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৭.০১.২০২৬ তারিখ সকাল ১০টা।

মালদা ডিভিসনে মোবাইল ফুড ভ্যান এবং মেডিক্যেল স্টোর-এর জন্য ই-নিলাম এসইকিউ নং.; লট নং./বিভাগ, স্টেশন নিম্নরূপ ঃ (১) এএ/১, এমএসএস- এমএলডিটি-বিজিপি-এমইডিএসটিএন-৬৫-২৬-১, ভাগলপুর। (২) এবি/১, এমএসএস- এমএলডিটি-এমডিএলই-এসটিজিইএন-৬৩-২৬-১, মন্দার হিল। (৩) এবি/২, এমএসএস- এমএলডিটি-এইচএসডিএ-এসটিজিইএন-৬৪-২৬-১, হাঁসডিহা। (৪) এবি/৩, এমএসএস- এমএলডিটি-বিজিপি-এসটিজিইএন-৬১-২৬-১, ভাগলপুর। (৫) এবি/৪, এমএসএস- এমএলডিটি-বিএইচডব্লু-এসটিজিইএন-৬২-২৬-১, বড়হরওয়া জংশন। সম্ভাব্য দরপ্রস্তাবদাতাদেরকে আরও বিশদ জানতে আইআরইপিএস ই-অকশন মডিউল দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে।

MLD-282/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

SILIGURI MAHAKUMA PARISHAD

Haren Mukherjee Road, Hakim Para
Siliguri-734001
NIeT No.- 33-DE/SMP/2025-26

On behalf of Siliguri Mahakuma Parishad, e-tender is invited by District Engineer, SMP, from bonafide resourceful contractors for different civil works under Siliguri Mahakuma Parishad.

Date & time Schedule for Bids of work

Start date of submission of bid : (as per server clock). Last date of submission of bid : (as per server clock)

All other details will be available from SMP Notice Board. Intending tenderers may visit the website, namely - **http://wbtenders.gov.in** for further details.

Sd/-
DE,SMP

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৯-২৫-২৬ তারিখ: ০১-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: টেন্ডার নং. এপি-ইএল-টিআরডি-২৯-২৫-২৬। কাজের নাম: আলিপুরদুয়ার মণ্ডলে এডিইএন/ইস্ট/আলিপুরদুয়ার জংশনে অধীনের গোসাইগাঁওহাট-ফকিরাগ্রাম মধ্যে ১৯৮/৭-৮ কিলোমিটারে স্থিত মানব নিযুক্ত এলসি গেট নং. এনএন-১২৬ (আপ এবং ডাউন) এর পরিবর্তে এলএইচএস/আরইউবির ব্যবস্থা করার সঙ্গে সম্পর্কিত বৈদ্যুতিক টিআরডি কাজ। টেন্ডার রাশি: ১৮,৩২,৬২০.০৪/- টাকা। বায়না রাশি: ৩৭,৩০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়: ২৭-০১-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা হবে: ১৫.৩০ ঘন্টায় ডিআরএম/ইলেক্ট (টিআরডি)/আলিপুরদুয়ার জংশন কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি, এপি এণ্ড ডিএস, আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

মালিগাঁওএ এইচভিএস নিযুক্তির জন্যে অধিসূচনা

সংখ্যা. এইচ/২০৭/৬ (বি)/Vol. III /২০২৫ তারিখ: ৩১-১২-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে এবং তরফ থেকে মালিগাঁওস্থিত কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয় চিকিৎসা নির্দেশক নিম্নলিখিত প্রত্যেক বিশেষ বৃত্তির জন্যে অনাবেরি ভিজিটিং স্পেশালিষ্ট (এইচভিএস) এর এমপ্যানেলমেন্টের জন্যে আবেদন আমন্ত্রণ করছে।

ক) নেত্ররোগ চিকিৎসা খ) মেডিকেল অনকোলজি গ) নেফ্রোলজি

শর্তাবলি:

১। শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা:

ক) সুপার-স্পেশালিষ্ট- ন্যূনতম অর্হতা হবে পোষ্ট ডক্টরাল, ডিএম/এমসিএইচ অথবা উনার সমতুল্য।

খ) স্পেশালিষ্ট - স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, স্নাতকোত্তর ডিগ্রির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিশেষ বৃত্তির সাথে সম্পর্কিত পেশাদারী কাজে ন্যূনতম ৩ বছরের অভিজ্ঞতা।

২। বয়সের সীমা: প্রথমবার নিযুক্তির সময়ে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বয়স ৩০ বৎসর থেকে ৬৪ বৎসরের ভেতরে। নিযুক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সের সীমা ৬৫ বৎসর।

৩। বর্তমান প্রদেয় সম্মানীর হার:

ঘণ্টা	স্পেশালিষ্ট (টাকা)	সুপার স্পেশালিষ্ট (টাকা)
৬ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ২/৪ ঘণ্টা	৬৭,০০০/- টাকা প্রতি মাস ১,০০,০০০/ টাকা প্রতি মাস	৮২,০০০/- টাকা প্রতি মাস ১,২৩,০০০/ টাকা প্রতি মাস
৪ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ২/৪ ঘণ্টা	৪১,০০০/- টাকা প্রতি মাস ৬১,০০০/ টাকা প্রতি মাস	৫১,০০০/- টাকা প্রতি মাস ৭৭,০০০/ টাকা প্রতি মাস
২ দিন/সপ্তাহের জন্যে প্রতিদিন ২/৪ ঘণ্টা	২০,০০০/- টাকা প্রতি মাস ৩০,০০০/ টাকা প্রতি মাস	২৫,০০০/- টাকা প্রতি মাস ৩৮,০০০/ টাকা প্রতি মাস

৪। কার্যকালের সময়সীমা: প্রতিবার প্রস্তাব কেবলমাত্র এক বৎসরের জন্য প্রদান করা হবে। এক বৎসর পূর্ণ হলে বয়সসীমার উপরে ভিত্তি করে প্রতি বছর সম্প্রসারণ করা যেতে পারে।

৫। বিস্তৃত শর্তাবলি রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং. ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি তারিখ ১৯-০৩-২০১৮ এবং রেলওয়ে বোর্ডের পত্র নং. ২০১৪/এইচ-১/১২/৮/এইচভিএস/পলিসি/ই তারিখ: ২২-১০-২০২৫ অনুসারে চিকিৎসা নির্দেশকের কার্যালয়, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ থেকে সংগ্রহ করতে পারবেন। বিস্তৃত প্রপত্র উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের www.nfr.indianrailways.gov.in ওয়েবসাইটেও উপলব্ধ আছে।

৬। উপযুক্ত প্রাধিকারী থেকে অনুমোদনের পরে নির্বাচিত চিকিৎসকগণের সাথে যথা সময়ে যোগাযোগ করা হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট বিন্যাসে ঠিকানা, যোগাযোগের নম্বর, পাসপোর্ট আকারের ফটোগ্রাফ এবং [এমবিবিএস প্রমাণপত্র, স্নাতকোত্তর ডিগ্রী প্রমাণপত্র, পোষ্ট ডক্টরাল ডিগ্রির প্রমাণপত্র (যেখানে প্রযোজ্য হবে), পঞ্জীয়ন প্রমাণপত্র, অতিরিক্ত শৈক্ষিক অর্হতা এবং অভিজ্ঞতা, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যায়িত প্রতিলিপি, ই-মেইল আইডি এবং ফোন নম্বর] আবেদন পত্রের সঙ্গে সংলগ্ন করে নিম্নলিখিত ঠিকানায় জমা দিতে হবে।

৮। পত্রালাপের ঠিকানা: চিকিৎসা নির্দেশক, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, মালিগাঁও, গুয়াহাটি-৭৮১০১১।

৯। আবেদন গ্রহণের শেষ তারিখ - নোটিস প্রকাশের তারিখ থেকে ৩০ দিনের ভেতরে।

চিকিৎসা নির্দেশক, কেন্দ্রীয় চিকিৎসালয়, মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইন্ডিয়ান ব্যাংক Indian Bank

ইলাহাবাদ ALLAHABAD

পরিশিষ্ট - IV-এ' [রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি দেখুন]
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন বিক্রয় নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক দেওয়া/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির প্রকৃতিগত গঠনমূলক (প্রতীকী) (যেটি প্রযোজ্য) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের, দার্জিলিং শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ০৩.০১.২০২৬ তারিখের হিসেবে 'যেখানে যেমন আছে,' 'যেখানে যা কিছু আছে,' 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টা: ৩৬,৫৫,০০,০০০.০০ (টাকা: ছত্রিশ কোটি পঞ্চান্ন লক্ষ মাত্র) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, দার্জিলিং শাখার কাছে ১. সদানন্দ রাধিকামঙ্গল ট্রাস্ট শ্রী দিলীপ শর্মা এবং শ্রীমতী ববিতা শর্মার প্রতিনিধিত্বে, সম্পত্তির তত্ত্বাবধায়ক, ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩, জীবন কৃষ্ণ দত্ত সরণি, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, ২. শ্রী দিলীপ শর্মা প্রয়াত সুগান চন্দ শর্মার পুত্র, ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩, জীবন কৃষ্ণ দত্ত সরণি, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, ৩. শ্রীমতী ববিতা শর্মা, শ্রী দিলীপ শর্মার স্ত্রী, ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৩, জীবন কৃষ্ণ দত্ত সরণি, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১, জেলা-দার্জিলিং, ৪. মেসার্স সত সত গুরু কৃপা হোটেল (গুপ্তি) প্রাইভেট লিমিটেড, ভোমা দেবী অ্যাপার্টমেন্ট, ৬১৪/১৩২/১৯৩, রামকৃষ্ণ রোড (বাই লেন), নীচতলা, আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি-তে বসবাসরত-এর বকেয়া রয়েছে।

আমরা গত ০১.০৭.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত সম্পত্তির পূর্ববর্তী বিক্রয় নোটিশটি প্রত্যাহার করছি এবং সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনানসিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২-এর অন্তর্গত ন্যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট রুলস) ২০০২-এর রুল ৬(২) এবং ৮(৬)-এর অধীনে নতুন বিক্রয় নোটিশ জারি করছি।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল ঃ

সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	সম্পত্তি ১) ৬০০ ডেসিমেলের দলিল অনুসারে (নিবন্ধীকরণ অনুসারে ৫৯৭ ডেসিমেল) জমিটির সমস্ত অবিভাজ্য অংশ ইজারা দেওয়া হয়েছে মেসার্স সদানন্দ রাধিকামঙ্গল চেরিটেবল ট্রাস্ট, শ্রী দিলীপ শর্মা এবং শ্রীমতী ববিতা শর্মার দ্বারা (৩০ বছরের সময়কাল অনুসারে) এবং ভবন (নাগরিক নির্মাণ এবং অন্যান্য সংস্থান) সঙ্গে অন্যান্য সকল স্থায়ী স্থাবর সম্পত্তি। জমির বিবরণ ঃ এল.আর প্লট নং- ৭১৪, ৮১৮, ৮৫০, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৬৮, ৮৮১, ৮৮৩, ৮১৩, ৮১২ এবং ৮৬০ অনুরূপ ভাবে, আরএস প্লট নং- ৪০৬, ৪১০, ৭৭১, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১২, ৬৯১, ৫৫০, ৫৫১, ৭৬৭, ৪৮৫ এবং ৫২৩তে অবস্থিত। এলআর খতিয়ান নং ৫৭৯ এবং ৫৮০ অনুরূপ ভাবে পূর্ববর্তী এলআর খতিয়ান [illegible]
সম্পত্তির প্রতি দায়বদ্ধতা	ব্যাংকের দ্বারা জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	সম্পত্তি ১) টাঃ ৩৮,৮২,৮৬,১০০.০০ [illegible] সম্পত্তি ২) টাঃ ৬,৫০,৪৭,০০০.০০ [illegible]
ই.এম.ডি অর্থমূল্য	সম্পত্তি ১) টাঃ ৩,৮৮,২৮,৬১০.০০ [illegible] সম্পত্তি ২) টাঃ ৬৫,০৪,৭০০.০০ [illegible]
দর বৃদ্ধির পরিমাণ	সম্পত্তি ১) টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ) সম্পত্তি ২) টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	১৬.০২.২০২৬ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা
সম্পত্তির আইডি নং	১) আইডিআইবি [illegible] ২) আইডিআইবি [illegible]

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য ওয়েবসাইট (https://baanknet.com) -এ পরিদর্শন করুন [illegible]

তারিখ : ০৩.০১.২০২৬
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১. (অমরেন্দ্র কুমার ঝা, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৮৪০০৫১১৯৮০)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩৬৮৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৩০০৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	২৩৮৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	২৩৮৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

আজ টিভিতে

শীতের গরম ধোঁয়া পর্বে ওয়ান পট পাস্তা এবং চিকেন কাঠি কাবাব তৈরি শেখাবেন মৌসুমি কোনার গন। রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ আকাশ আট

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.৩০ ককপিট, দুপুর ১.৩০ পাওয়ার, বিকেল ৪.৩০ হানিমুন, সন্ধে ৭.১৫ মস্তান, রাত ১০.৩০ লাঠি
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.৪৫ সিঁদুরের অধিকার, দুপুর ১.০০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, বিকেল ৪.০০ খিলাড়ি, সন্ধে ৭.১৫ প্রতিবাদ, রাত ১০.৩০ সুদ আসল
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ এই করেছ ভালো
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ মায়ের বন্ধন
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ জীবন তৃষ্ণা
অ্যান্ড পিকচার্স : সকাল ১০.৫৬ টু পয়েন্ট জিরো, দুপুর ২.১৫ স্যান্ডউইচ, বিকেল ৫.০১ স্পাইডার, সন্ধে ৭.৩০ তিরঙ্গা, রাত ১০.১৬ সূরয়া এস থ্রি
কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : সকাল ৮.৫০ হিম্মত, দুপুর ১২.২০ ঘর ঘর কি কহানি, বিকেল ৪.৩০ দাগ দ্য ফায়ার, সন্ধে ৬.৫০ বিশ্বাত্মা, রাত ১০.০০ অমর আকবর অ্যান্থনী
সোনি ম্যাক্স টু : বেলা ১১.৫০ বড়ে ঘর কি বেটি, দুপুর ২.৪৬ হাতকড়ি, বিকেল ৫.১১ দিল হ্যায় বেতাব, সন্ধে ৭.৪৮ নসীব, রাত ১০.৩৬ গর্দিশ
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৫১ বিবি নাম্বার ওয়ান, বিকেল ৩.০৮ অন্দাজ, ৫.৩১ অহো বিক্রমার্কা, সন্ধে ৭.৫৯ কটিরা, রাত ১১.১৯ অ্যান্টনি
জি অ্যাকশন : দুপুর ১.৫২ পিঙুম, বিকেল ৪.৫৭ খিলাড়ি ৪২০, সন্ধে ৭.৩০ রাউডি রক্ষক, রাত ১০.৩৬ মহারক্ষক দেবতা-টু

ককপিট সকাল ১০.৩০ জলসা মুভিজ

লেপার্ড কিংডম রাত ৮.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

খিলাড়ি ৪২০ বিকেল ৪.৫৭ জি অ্যাকশন

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে সংসারের অচলাবস্থা কেটে যাবে। কর্মস্থান পরিবর্তন করতে হতে পারে। **বৃষ :** রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব বাড়বে। প্রেমে সামান্য দোলাচল থাকবে। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। **মিথুন :** খুব কাছের লোক আপনার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে পারিবারিক বিবাদ কেটে যাবে। **কর্কট :** আপনার কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে গুরুজনদের সঙ্গে মতপার্থক্য হতে পারে। পড়াশোনায় সাময়িক বাধা থাকলেও দ্রুত কেটে যাবে। **সিংহ :** বাড়ি সংস্কারে খরচ বহর বাড়বে। গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে আলোচনা করে নিন। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে কাজে দায়িত্ব বাড়বে, সঙ্গে আর্থিক সুবিধাও। আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বড় সাফল্য পাবেন আজ। **তুলা :** আর্থিক আয়ের বাধা কাটবে। আপনার সুমধুর কথার জন্য সমাজে প্রতিপত্তি বাড়বে। ব্যবসায় ভালো ফল পেতে পারেন। **বৃশ্চিক :** প্রশাসনিক কাজে যুক্তদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সাবধানে চলাফেরা করুন। **ধনু :** বহুদিন ধরে আটকে থাকা ব্যাংকঋণ আজ মঞ্জুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। প্রতিবেশীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করুন। **মকর :** কর্মক্ষেত্রে কোনও প্রভাবশালী ব্যক্তির সহায়তায় বড় উন্নতি। বাড়ির কোনও কাজ ফেলে রাখবেন না। প্রেমে সামান্য অশান্তি। **কুম্ভ :** বেসরকারি সংস্থায় উচ্চপদে চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। সর্দি-জ্বরে ভোগান্তি। লটারি প্রাপ্তির সম্ভাবনা। **মীন :** পরিবার নিয়ে ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। জমি, বাড়ি কেনার সুযোগ পেতে পারেন। সন্তানের চাকরি প্রাপ্তিতে পরিবারে আনন্দ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২১ পৌষ, ১৪৩২, ভাঃ ১৬ পৌষ, ৬ জানুয়ারি ২০২৬, ২১ পুহ, সংবৎ ৩ মাঘ বদি, ১৬ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৪, অঃ ৫।২। মঙ্গলবার, তৃতীয়া দিবা ১১।৩৪। অশ্লেষানক্ষত্র অপরাহ্ণ ৪।১২। প্রীতিযোগ রাত্রি ১২।৩৩। বিষ্টিকরণ দিবা ১১।৩৪ গতে ববকরণ রাত্রি ১১।১১ গতে বালবকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, অপরাহ্ণ ৪।১২ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, দিবা ১১।৩৪ গতে নৈর্ঋতে। বারবেলাদি ৭।৪৪ গতে ৯।৪ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।৪৩ গতে ৮।২৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৬ মধ্যে ও ৭।৪৯ গতে ১১।২২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪৪ গতে ৮।৩৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১২।১০ মধ্যে ও ১।৫৭ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৫।৩০ গতে ৬।২৪ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৪৪ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অভিষেকের ‘রাজকীয়’ সভা

গৌড়বঙ্গ ব্যুরো

৫ জানুয়ারি : আগামী ৭ ও ৮ জানুয়ারি গৌড়বঙ্গ সফরে আসছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রথম দিন দুই দিনাজপুরে রোড শো করার পাশাপাশি আরও কয়েকটি কর্মসূচি রয়েছে তাঁর। দ্বিতীয় দিন মালদায় বড় সভা করবেন অভিষেক।

দিন তিনেক আগে যখন আলিপুরদুয়ারে সভা করতে এসেছিলেন, তখন অভিষেকের নজর ছিল চা শ্রমিকদের ওপর। আর এবারের সফরের ‘টার্গেট’ পরিযায়ী শ্রমিক ও সেইসঙ্গে এসআইআর-এর ফলে যাঁদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তাঁরা। ৮ তারিখ পুরাতন মালদার নারায়ণপুর বাইপাসের ধারে জলঙ্গাতে যে জনসভা করবেন, সেখানে ৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে জড়ো করতে চাইছে তৃণমূল। মালদার জনসভায় র‌্যাম্পে তুলে নিয়ে আসা হতে পারে এমন কিছু পরিযায়ী শ্রমিককে, যাঁরা বিজেপিশাসিত বিভিন্ন রাজ্যে গিয়ে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন। দক্ষিণ দিনাজপুরে গিয়ে তিনি দেখা করবেন নির্যাতিত পরিযায়ী শ্রমিকদের সঙ্গে।

পরিযায়ীদের দুর্দশার কথা বলবেন অভিষেক। সেজন্য এলাহি আয়োজন। ব্যাপক খরচ। ৭ তারিখ বাগডোগরায় আসবেন চার্টার্ড বিমানে। সেখান থেকে হেলিকপ্টারে যেতে পারেন বালুরঘাটে। সেখানকার কর্মসূচি সেরে যাবেন ইটাহারে রোড শো করতে। হেলিকপ্টারেও যেতে পারেন। হেলিপ্যাড বানানো হয়েছে। অথবা সড়কপথে। তাতেও খরচ কম নয়। মালদায় সভার জন্য বানানো হচ্ছে প্রায় ৩০ ফুট বাই ৩৫ ফুটের র‌্যাম্প। সেই মঞ্চ বানানোর খরচই তো দুই লক্ষ টাকার বেশি। বাকি জ্বালানি বা অন্যান্য আয়োজনের যা খরচ, তা কি পরিযায়ী শ্রমিকদের কল্যাণের কাজে লাগানো যেত না?

অভিষেকের সভাস্থল পরিদর্শনে তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার।

পুরাতন মালদার যেখানে অভিষেকের সভা হচ্ছে, সেই জলঙ্গায় একাধিক পরিবার রয়েছে, যারা ধূপকাঠি বানিয়ে বিক্রি করে। পুরোটাই অসংগঠিত ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ। তা বানানো, বিপণন ও বিক্রয়ের কোনও পরিকাঠামোই নেই এলাকায়। যে পুরাতন মালদায় অভিষেকের সভা হচ্ছে, সেখানে আমসত্ত্ব বানিয়ে দিন গুজরান করে বহু পরিবার। বাজারে সেই আমসত্ত্বের কদর থাকলেও তা বিপণন বা বিক্রয়ের জন্য কোনও সরকারি উদ্যোগ নেই। এলাকায় যদি পরিকাঠামো গড়ে ওঠে, যদি কর্মসংস্থানের সুযোগ মেলে, তাহলে তো বাইরে কাজ করতে যাওয়ার আর দরকার হয় না। পরিযায়ী শ্রমিকদের সমস্যা নিয়ে জনসভা করারও প্রয়োজন হয় না।

তৃণমূল নেতৃত্ব অবশ্য এসব প্রশ্নের ধারকাছ দিয়ে ঘেঁষতে রাজি নয়। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের মালদা জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ দাস কেবল বললেন, ‘আগামী ৭ জানুয়ারি রাতেই মালদায় চলে আসবেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন রাতে তিনি মালদায় থাকবেন। পরদিন পুরাতন মালদার নারায়ণপুর বাইপাসের ধারে জলঙ্গাতে একটি সভা করবেন। সেখানে উপস্থিত থাকবেন প্রায় ৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিক। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনবেন।’

- ইটাহারের অভিষেকের রোড শো ও পথসভায় ৫০ হাজারের টার্গেট
- মালদায় জনসভায় ৫ হাজার পরিযায়ী শ্রমিককে নিয়ে আসতে চাইছে তৃণমূল
- হেলিপ্যাড তৈরি রাখা হচ্ছে সর্বত্র

এত পরিযায়ী শ্রমিক জোগাড় করাও বড় কাজ। দলের মালদা জেলার মুখপাত্র আশিস কুণ্ডু জানালেন, প্রতিটি ব্লকের সভাপতিদের নিয়ে কমিটি গঠন করা হয়েছে। কে কোথায় দায়িত্বে থাকবেন তা ইতিমধ্যে চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি ব্লক থেকে ৩০০ জন করে পরিযায়ী শ্রমিক নিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে।

এদিকে, উত্তর দিনাজপুরের ইটাহারের বিধায়ক মোশারফ হোসেন জানিয়েছেন, এর আগে নব জাগরণ কর্মসূচিতে ইটাহার থেকে ভালো সাড়া পেয়েছিলেন অভিষেক। সেজন্য ফের সেখানেই রোড শো করছেন তিনি। চৌরাস্তা মোড়ে পথসভাও হবে। ইটাহার বিধানসভার প্রতি বুথ থেকে অন্তত ৩০০ জন কর্মীকে নিয়ে আসার টার্গেট রয়েছে। সব মিলিয়ে প্রায় পঞ্চাশ হাজার কর্মী-সমর্থক আসবে বলে আশাবাদী জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব। সোমবার তৃণমূল যুবর তরফে ইটাহারে বাইক র‌্যালি করা হয়। রায়গঞ্জে প্রস্তুতি সভা হয় উত্তর দিনাজপুর জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে।

দক্ষিণ দিনাজপুরে এসে পতিরামের লক্ষ্মীপুরে পরিযায়ী শ্রমিক অসিত সরকারের বাড়িতে যাবেন অভিষেক। ‘বাংলাদেশি’ তকমা পাওয়া অসিত সাত মাস মহারাষ্ট্রের জেলে ছিলেন। সেখানেই ডেকে নেওয়া হতে পারে এসআইআর আতঙ্কে মৃত কুমারগঞ্জের ওসমান মণ্ডলের পরিবারকে। বালুরঘাট বিমানবন্দরে হেলিকপ্টারে আসবেন ধরে নিয়ে সেখানে তাঁবু খাটানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। অভিষেকের এই সভাকে ঘিরে প্রস্তুতি ও নিরাপত্তার জন্য এদিন দুপুরে প্রথমে বালুরঘাট শহরের একটি সভাগৃহে জেলা প্রশাসনিক কর্তাদের মিটিং হয়। এরপর পুলিশ আধিকারিকরা ও তৃণমূল নেতৃত্ব, বালুরঘাট বিমানবন্দর পরিদর্শন করেন।

নামেই নেত্রী

উন্নয়নমূলক কাজই হোক বা অন্য কিছু, সবকিছুর জন্যে প্রধানকে অন্যের ওপর ভরসা করতে হয়, উঠছে এমন অভিযোগও। প্রধান হয়েও এমন অবস্থার কারণে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। তবে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছেন পঞ্চায়েত প্রধান নিজেই।

প্রধানের দেখা পাওয়াই দায় অফিসে

সৌরভ রায়

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জানুয়ারি : বিধাননগর ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জ্যোতি খালকো-র অফিসে গেলে তাঁকে পাওয়া যায় না বলে দীর্ঘদিনের অভিযোগ। পাশাপাশি, উন্নয়নমূলক কাজই হোক বা অন্য কিছু, সবকিছুর জন্যে তাঁকে অন্যের ওপর ভরসা করতে হয়, উঠছে এমন অভিযোগও। প্রধান হয়েও এমন অবস্থার কারণে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়েছে ক্ষোভ। বাঘমারার বাসিন্দা ভূষণ মুর্মু বললেন, ‘কয়েক মাস আগে গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলাম। কিন্তু, সেখানে গিয়ে প্রধানকে পাইনি। একটি সার্টিফিকেট আনতে দু’বার ঘুরেছি। তবে শেষপর্যন্ত আর কাজটাই হয়নি।’

বিধাননগর বাজারের ঠিক পাশেই অবস্থিত এই গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ এলাকাগুলোর মধ্যে একটি এই বিধাননগর। যেখানে একাধিক বিভিন্ন ধরনের কারখানা রয়েছে। সেইসঙ্গে আনারসের বাগান, চা বাগানও রয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে সাধারণ মানুষকে নিত্যদিনই নানা কাজেই যেতে হয়। তবে সাধারণ মানুষের অভিযোগ, কার্যালয়ে পঞ্চায়েত প্রধান বেপাত্তাই থাকেন। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক বাসিন্দার কথায়, ‘আসলে প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিজে করতে চান না। তাঁর কাছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে গেলে, অন্য কারও কাছে পাঠিয়ে দেন।’

বিজেপির বিধাননগর মণ্ডল সভাপতি সুব্রত চৌধুরীর বক্তব্য, ‘প্রধানকে তো অফিসে পাওয়াই যায় না। কখন আসেন, ঠিক নেই। সাধারণ মানুষ সেখানে কোনও কাজে গেলে উলটে সমস্যায় পড়েন। তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধানকে এলাকার অন্য প্রভাবশালীরা পরিচালনা করেন। এলাকার উন্নয়ন নিয়ে তিনি নিজে

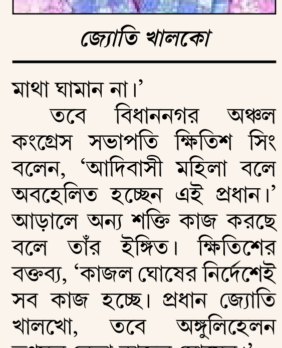
জ্যোতি খালকো

মাথা ঘামান না।’

তবে বিধাননগর অঞ্চল কংগ্রেস সভাপতি ক্ষিতিশ সিং বলেন, ‘আদিবাসী মহিলা বলে অবহেলিত হচ্ছেন এই প্রধান।’ আড়ালে অন্য শক্তি কাজ করছে বলে তাঁর ইঙ্গিত। ক্ষিতিশের বক্তব্য, ‘কাজল ঘোষের নির্দেশেই সব কাজ হচ্ছে। প্রধান জ্যোতি খালখো, তবে অঙ্গুলিহেলন তৃণমূল নেতা কাজল ঘোষের।’

তবে সমস্ত অভিযোগ খণ্ডন করছেন পঞ্চায়েত প্রধান নিজেই। জ্যোতি বলেন, ‘৩ দিন আমি এসআইআর ক্যাম্পে ব্যস্ত ছিলাম। সে জন্য অফিস যেতে পারিনি। নানাভাবে উন্নয়নের কাজ হচ্ছে। মানুষ অভিযোগ করতেই পারেন। তবে বাসিন্দা প্রমাণপত্র এখন অনলাইনেও পাওয়া যায়। সেজন্য আমার কাছেই আসতে হবে এমন কোনও কথা নেই।’

তৃণমূল কংগ্রেসের ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ২ নম্বর ব্লক সভাপতি কাজল ঘোষ বলেন, ‘এখানে যা উন্নয়নের কাজ হচ্ছে, তা অন্য কোথাও হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের বোর্ড তৈরি হয়েছে ৩ বছরের বেশি সময় হয়েছে। তারপর আমি অফিসেই যাইনি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখলেই তা বোঝা যাবে।’

> **কয়েক মাস আগে পঞ্চায়েত অফিসে গিয়েছিলাম। প্রধানকে পাইনি। একটি সার্টিফিকেট আনতে দু’বার ঘুরেছি। তবে শেষপর্যন্ত আর কাজটাই হয়নি।**
>
> -ভূষণ মুর্মু
> গ্রামবাসী

ধান না বেচে ফিরলেন চাষিরা

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জানুয়ারি : সরকারি সহায়কমূল্যে ধান ক্রয়কেন্দ্রে ফসল বিক্রি করতে না পেরে ফিরে গিয়েছেন কৃষকরা। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের লিউসিপাকড়িতে অবস্থিত সম্ভাব মণ্ডপের ধান ক্রয়কেন্দ্রে স্লট বুক করে গিয়েছিলেন কৃষকরা। অভিযোগ, ধানের মান খারাপ বলে তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয়। সংশ্লিষ্ট ক্রয়কেন্দ্রের পার্চেজিং অফিসার টিঙ্কু রাই বলেন, ‘আমরা সরকারি নিয়মের বাইরে ধান নিতে পারি না। ধানের মান অত্যন্ত খারাপ থাকায় নেওয়া সম্ভব হয়নি। কৃষকদের যেন সমস্যা না হয় সেবিষয়টি দেখা হবে।’ মহম্মদ ইস্তাক নামে এক কৃষক বলেন, ‘গাড়িভাড়া দিয়ে ধান এনেছিলাম। এখন ফিরে যেতে হচ্ছে।’ আরেক কৃষক মহম্মদ শেখ ফরিদ জানান, ১২ জন কৃষক স্লট বুক করে এসেছিলেন। ১০ জনের ধান নেওয়া হয়নি। সরকার ধান না নিলে কী করবেন সেই প্রশ্ন করেছেন তাঁরা।

মাদক সহ ধৃত

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে মাদক সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করল খড়িবাড়ি পুলিশ। ধৃতের নাম নীলকণ্ঠ বর্মন। তিনি পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোতের বাসিন্দা। সোমবার সন্ধ্যায় গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি থানার পুলিশ নীলকণ্ঠর বাড়িতে অভিযান চালায়। তল্লাশি চালিয়ে খাটের ভেতর থেকে ১০২ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও ১৩ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয়। গ্রেপ্তার করা হয় নীলকণ্ঠকে। পুলিশ জানিয়েছে, মাদক বিক্রির অভিযোগে আগেও একাধিকবার গ্রেপ্তার করা হয়েছে নীলকণ্ঠকে। ধৃতকে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

মেডিকেলে নিয়োগে প্রতারণার অভিযোগ

চাকরি না পাওয়ায় সব ফাঁসের হুমকি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও চাকরি পাননি, এমন ২০ জন তরুণ-তরুণীর হদিস পাওয়া গিয়েছে। টাকা ফেরত নয়, তাঁরা কাজ চান বলে দাবি জানিয়েছেন। কিন্তু এই মাসের মধ্যে কাজ না দেওয়া হলে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেবেন বলে হুমকি দিয়েছেন। একটা সরকারি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের এই কেলেঙ্কারি নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ বিষয়টি বারবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলেও চিকিৎসকদের একাংশ এই ঘটনার দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন। মেডিকেল সুপার তথা ভারপ্রাপ্ত কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিকের বক্তব্য, ‘এটা রীতিমতো প্রতারণা। যাঁরা টাকা দিয়েছেন প্রত্যেকে থানায় লিখিত অভিযোগ করুন। তারপর আমাদের কাছে দিলে আমরা স্বাস্থ্য ভবনকে জানাব।’

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের সুপারস্পেশালিটি ব্লকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করে সরকারি অর্থ অপচয়ের অভিযোগ অনেক আগেই উঠেছে। হাসপাতালের এই ব্লকে সুপারস্পেশালিটি বিভাগগুলি এখনও চালু হয়নি। মেডিকেলের পুরোনো ভবন থেকে যে কয়েকটি বিভাগ

- মেডিকেলে ঘুষ দিয়ে অস্থায়ী কর্মী নিয়োগের খবরে ব্যাপক হইচই শুরু হয়েছে
- চলতি মাসে কাজ না পেলে টাকা দেওয়া ২০ জন তরুণ-তরুণী সব ফাঁসের হুমকি দিয়েছেন
- বিষয়টি বারবার এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর্তৃপক্ষের, দ্রুত পদক্ষেপের দাবি চিকিৎসকদের একাংশের

সেখানে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেগুলি চালানোর জন্য এত কর্মী প্রয়োজন হয় না বলেই হাসপাতালের চিকিৎসকরা জানিয়েছেন। অথচ লক্ষ লক্ষ টাকা নিয়ে এখানে মাত্রাতিরিক্ত কর্মী নিয়োগ করা হচ্ছে। প্রথমে ১৭ জনকে নেওয়া হয়। চলতি মাসে আরও পাঁচজন কাজে ঢুকেছেন। এঁদের প্রত্যেকের কাছে দুই, আড়াই লক্ষ টাকা করে নিয়ে কাজ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। সূত্রের খবর অনুযায়ী, মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে থেকে শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের এক নেতা তথা জনপ্রতিনিধি সুপারস্পেশালিটি ব্লকের কর্মী নিয়োগকারী এজেন্সির সঙ্গে মিলে এই কারবার চালাচ্ছেন।

সোমবার উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর প্রকাশিত হতেই হইচই পড়ে। এই খবর দেখে বাকিরাও মুখ খুলতে শুরু করেছেন। এদিন মেডিকেলে গিয়ে জানা গিয়েছে, আরও ২০ জন তরুণ-তরুণী টাকা দিয়ে কাজের অপেক্ষায় বসে রয়েছেন। এর মধ্যে মাটিগাড়ার কাওয়াখালি, ঠিকনিকাটা, রানিডাঙ্গা, ছোটপতু সহ আশপাশের কর্মপ্রার্থীই বেশি। সূত্রের খবর অনুযায়ী, এখানকার বর্তমান অস্থায়ী কর্মীদের মারফত গ্রামে গ্রামে খবর পাঠিয়ে ছেলেমেয়েদের কাজ দেওয়ার নাম করে ডেকে এনে টাকা চাওয়া হচ্ছে। এদিন ছোটপতুর এক কর্মপ্রার্থী তরুণ বলেন, ‘নভেম্বর মাসের শেষে আড়াই লক্ষ টাকা দিয়েছি। মেডিকেল গেটের বাইরে টাকা নিয়েছে। বলেছিল ১০-১৫ দিনের মধ্যে কাজ পেয়ে যাব। কিন্তু এখনও কাজ পাচ্ছি না।’ অপর কর্মপ্রার্থীর বক্তব্য, ‘এই মাসটা আমরা অপেক্ষা করব। কাজ না পেলে সবাই একজোট হয়ে সমস্ত কিছু ফাঁস করে দেব।’

নিয়োগকারী সংস্থার দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিক মিঠু সাহা অবশ্য টাকা নিয়ে কাজ দেওয়ার অভিযোগ এদিনও অস্বীকার করেছেন।

মৌসমের ইস্তফা

নিউজ ব্যুরো

৫ জানুয়ারি : মৌসম বেনজির নুর শনিবার কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর সোমবার বিকেলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান সিপি রাধাকৃষ্ণনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সাংসদ পদের ইস্তফাপত্র তুলে দেন। শনিবার হঠাৎই দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দপ্তরে পৌঁছে দলবদলের কথা ঘোষণা করেন তৃণমূল সাংসদ। কংগ্রেসে যোগ দেওয়ার পর মৌসম জানিয়েছিলেন, সোমবার সাংসদ পদ থেকে ইস্তফা দেবেন। সেই কথামতো এদিন সাংসদ পদে ইস্তফা দিলেন তিনি। কংগ্রেসে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে মৌসমের বক্তব্য ছিল, ‘বাংলায় কংগ্রেসকে মজবুত করতেই, পাশাপাশি মামা গনি খান চৌধুরীর ঘরানার রাজনীতির ধারাকে বজায় রাখতেই তৃণমূল ছেড়ে আবার কংগ্রেসে ফিরে এলাম।’

গ্রেপ্তার দুই

বাগডোগরা, ৫ জানুয়ারি : ৩১ ডিসেম্বর রাতে পিকনিকের আসরে মারপিটের ঘটনায় মৃত্যুর অভিযোগে বাগডোগরা থানার পুলিশ দুজনকে গ্রেপ্তার করল। নিকেশ মাহাতো এবং বিট্টু মাহাতোকে সোমবার গ্রেপ্তার করে পুলিশ। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হবে। পুলিশ জানিয়েছে, এফআইআর-এ নাম থাকা আরও দুজনের খোঁজ চলছে। বর্ষবরণের রাতে গোঁসাইপুর পুঁটিমারির শিমুলতলায় একদল তরুণ পিকনিক করছিল। সেখান থেকেই অচৈতন্য অবস্থায় উদ্ধার করা হয় নিখিল লোহারকে। এরপর তাঁকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। শনিবার রাতে মৃত্যু হয় নিখিলের। এরপর ওইদিন রাতেই নিখিলের স্ত্রী ৪ জনের নামে বাগডোগরা থানার অভিযোগ দায়ের করেন।

আন্দোলনে বামেরা

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র তৈরির ইতিহাস তুলে ধরে বাংলায় শিল্প ও কাজের দাবিতে আন্দোলনে নামবে ডিওয়াইএফআই। ১৭ জানুয়ারি ‘শিল্প চাই, কাজ চাই, বাম পথে বাংলা চাই’ এই দাবিতে বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎকেন্দ্রের সামনে থেকে আন্দোলন শুরু হবে। সোমবার অনিল বিশ্বাস ভবনে এনিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করা হয়। বৈঠকে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ধ্রুবজ্যোতি সাহা বলেন, ‘রাজ্যে শিল্প নেই। বাংলায় কাজ না পেয়ে পরিযায়ী শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ছে, নয়তো তরুণ প্রজন্ম বাড়িতে বেকার বসে রয়েছে।’ তিনি জানান, বাম আমলে শিল্পের উন্নতি থেকে চাকরিতে নিয়োগ হয়েছিল। তবে এখন তা আর নেই। ২১ জানুয়ারি দার্জিলিং জেলায় এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। বৈঠকে ছিলেন সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সাগর শর্মা। এছাড়াও ভেনেজুয়েলার ওপর আমেরিকার আক্রমণের বিরুদ্ধে সিপিএমের তরফে প্রতিবাদ মিছিল করা হয়।

মাটিগাড়ার স্কুলে পৌঁছোল পুলিশ

বাগডোগরা, ৫ জানুয়ারি : মৃত ছাত্রীর মায়ের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে সোমবার মাটিগাড়া বালিকা বিদ্যালয়ে পৌঁছোন মাটিগাড়া থানার তদন্তকারী আধিকারিক। এদিন প্রধান শিক্ষক স্কুলে গরহাজির থাকায় দায়িত্বে ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক ইসমত আরা বেগম। তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক এদিন তাঁর এবং স্কুলের অন্য শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন। পাশাপাশি ঘটনার দিনের সিসি ক্যামেরার ফুটেজও সংগ্রহ করেছেন তিনি। ওই পুলিশকর্মী বলেন, ছাত্রীর মায়ের অভিযোগ গুরুত্ব দিয়ে তদন্ত করা হচ্ছে। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখা হবে।

যদিও শিক্ষাকর্মী বিজন সাহার বক্তব্য, ‘ছাত্রীর মা প্রধান শিক্ষকের বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন অভিযোগ করছেন। তবে ওর মৃত্যুতে গোটা স্কুল মর্মাহত। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। আমরা স্কুলের তরফে তদন্তে সব ধরনের সহযোগিতা করতে তৈরি।’ এদিকে এদিন বিজেপির ৫ জনের এক প্রতিনিধিদল স্কুলে যায়। ওই দলে ছিলেন বিজেপির মাটিগাড়া মণ্ডল সভাপতি মিঠুন প্রামাণিক, পাথরঘাটার বিজেপি গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য মিতালি রায়, সদ্য তৃণমূল থেকে বিজেপিতে আসা খগেশ্বর রায় প্রমুখ। মিঠুন অভিযোগ করেন, ‘স্কুলে ছাত্রীর সঙ্গে যে শিক্ষক খারাপ ব্যবহার করছেন তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হবে। পুলিশের কাছে ফুটেজ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি করছি।’

বিজেপির মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন বলেন, ‘খুবই বেদনাদায়ক ঘটনা। আমি ওই ছাত্রীর বাড়ি গিয়ে পরিবারকে সমবেদনা জানিয়েছি। ভবিষ্যতে এই ধরনের ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য সবাইকে আরও সাবধান হতে হবে।’ শনিবার প্রিয়া বর্মন নামে ওই ছাত্রী স্কুল থেকে বাড়ি ফিরে আত্মঘাতী হয় বলে দাবি। এরপর তার মা সুনীতা বর্মন রায় পুলিশের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন। তিনি বলেন, ‘মেয়ে শনিবার নবম শ্রেণিতে ভর্তির জন্য স্কুলে যায়। কিন্তু ওকে ভর্তি নেওয়া হবে না বলে জানানো হয়। মেয়েকে অপমান করে মারধর করেন স্কুলের এক শিক্ষক। এরপর মেয়ে বাড়ি ফিরে ফ্যানের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে।’

টয়ট্রেনের টানে পাহাড়ে জাপানি পর্যটকরা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : কু-ঝিকঝিক শব্দ আর বাষ্পচালিত ইঞ্জিনের ধোঁয়ার টানে জাপানি পর্যটকরা বারবার ফিরে আসছেন পাহাড়ের কোলে। সেই ভালোবাসার টানেই নিয়ম মেনে ফের উত্তরবঙ্গে এসে পৌঁছাল জাপানি পর্যটকদের একটি দল। প্রতি দুই বছর অন্তর তারা টয়ট্রেনের টানে পাহাড়ে ছুটে আসে। সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন থেকে একটি চার্টার্ড ট্রেন ভাড়া করা ছিল তাদের। তবে ট্রেনে চাপেনি তারা। ট্রেনের ইঞ্জিন চালু করা থেকে শুরু করে কয়লা দেওয়া এবং পাহাড়ি ট্র্যাকে কীভাবে ছোটে টয়ট্রেন, তার সবকিছুই ট্রেনের পাশে থাকা গাড়িতে বসে রেকর্ড করেছেন ওই পর্যটকরা। ভারতীয় সংস্কৃতির ওপর তথ্যচিত্র তৈরি করছেন তাঁরা। সেখানে টয়ট্রেন এবং দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের (ডিএইচআর) বড় ভূমিকা রয়েছে।

এদিন গোটা যাত্রাপথে স্টিম ইঞ্জিনের নস্টালজিয়া আর পাহাড়ের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে ফ্রেমবন্দি করাই ছিল জাপানি পর্যটকদের মূল উদ্দেশ্য। ওই পর্যটকদলের সদস্য আকাজি সাকাকিবারার বক্তব্য, ‘তথ্যচিত্র তৈরির জন্য আমরা ট্রেন ভাড়া করেছি। আমরা নিয়মিত পাহাড়ে আসি। টয়ট্রেন চেপে পাহাড় দর্শন অভাবনীয় লাগে।’

দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে সূত্রে জানা গিয়েছে, জাপানের ওই পর্যটকের দলটি প্রতি দুই বছর অন্তর নিয়ম করে দার্জিলিংয়ে আসে শুধুমাত্র টয়ট্রেনের আকর্ষণে। ডিজেল ইঞ্জিনের বদলে কয়লাচালিত স্টিম ইঞ্জিনের প্রতিই তাদের বাড়তি আগ্রহ। এদিন সকালে শিলিগুড়ি

টয়ট্রেনের ছবি ক্যামেরায় বন্দি করছেন বিদেশি পর্যটক। সোমবার।

জংশনের ডিজেল শেডে যখন স্টিম ইঞ্জিনটি কু-ঝিকঝিক হুইসল বাজিয়ে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখন জাপানি পর্যটকদের উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। সেখান থেকেই তাঁরা ভিডিওগ্রাফি শুরু করেন। এনজেপি থেকে সুকনা, রংটং, তিনধারিয়া হয়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়িপথে কার্সিয়াং পৌঁছানো পর্যন্ত পুরো যাত্রাপথটি তাঁরা ক্যামেরাবন্দি করেন।

তবে নিছক বিনোদন বা ভ্রমণ নয়, এই সফরের পেছনে একটি বিশেষ উদ্দেশ্যও রয়েছে। এই জাপানি দলটি একটি তথ্যচিত্র তৈরি করছে। সেই তথ্যচিত্রে ইউনেসকোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ হিসেবে টয়ট্রেনের গুরুত্ব এবং তার যাত্রাপথের অসামান্য দৃশ্যপট তারা বিশ্বের দরবারে তুলে ধরতে চায়। তাদের এই উদ্যোগ ডিএইচআর-এর আন্তর্জাতিক প্রচারে নতুন মাত্রা যোগ করবে বলে মনে করছেন ডিএইচআর কর্তা থেকে শুরু করে পর্যটন ব্যবসায়ীরা।

অন্যদিকে, ‘অতিথি দেবো ভবঃ’- ভারতীয় সংস্কৃতির এই রীতি মেনে রেল কর্তৃপক্ষও জাপানি অতিথিদের স্বাগত জানাতে বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টরের তরফে মঙ্গলবার দুপুরে কার্সিয়াংয়ে পর্যটকের ওই দলটিকে মধ্যাহ্নভোজে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। ডিএইচআর-এর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, ‘বিদেশি পর্যটকদের, বিশেষ করে জাপানিদের এই টয়ট্রেনের প্রতি প্রেম আমাদের গর্বিত করে। তাঁরা মোটা অঙ্কের ভাড়ায় চার্টার্ড রাইড বুক করেন, যা রেলের আয়ের ক্ষেত্রেও একটি বড় উৎস। তাই পর্যটকদের সম্মান জানাতে সামান্য মধ্যাহ্নভোজের আয়োজন করা হয়েছে।’

রেলের তরফে জানানো হয়েছে, জাপানি পর্যটকদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় এবং তাঁদের অভিজ্ঞতা জানতেই এই আয়োজন। নিয়মিত তাঁরা পাহাড়ে আসেন এবং টয়ট্রেন ভাড়া করেন। তাঁরা নিজের দেশে ডিএইচআর নিয়ে প্রচারও করেন। তাই রেলের ওপরমহল থেকেই এই নির্দেশিকা বলে জানা গিয়েছে। রেলের এই আতিথেয়তায় খুশি ওই পর্যটকরাও।

চুরিতে চোপড়ার যোগ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শহর শিলিগুড়িতে চোপড়ার বাইক চুরি চক্রের যোগ পাচ্ছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ। রবিবার রাতে খালপাড়া ফাঁড়ি এলাকায় ফাঁকা বাড়ি থেকে দুটো বাইক চুরির ঘটনায় এমনই সূত্র পেয়েছে পুলিশ। রবিবার রাতেই রজ্জাক ইসলাম নামের এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে চোপড়ার যোগ পেয়েছে পুলিশ। শিলিগুড়ির একাধিক বাইক চুরির পিছনে ওই চক্রের হাত রয়েছে বলে পুলিশ আধিকারিকরা মনে করছেন। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলেন, ‘একটা চক্রের সূত্র পাওয়া যাচ্ছে। তবে পুরো বিষয়টাই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’

পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে দায়ের হওয়া অভিযোগে অভিযোগকারী জানিয়েছেন, ২৫ ডিসেম্বর থেকে তাঁরা বাড়িতে ছিলেন না। রবিবার বাড়িতে ঢুকে দেখেন দুটো বাইক নেই। পুলিশ তদন্তে নেমে দেখে একাধিক দুষ্কৃতী পাঁচিল টপকে ভেতরে ঢুকেছে। এরপর বাইক দুটো নিয়ে গেটের তালা ভেঙে বেরিয়ে গিয়েছে। অন্যদিকে, রবিবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের ব্লক-বি কোয়ার্টারের সামনে পার্কিংয়ের জায়গা থেকে পার্ক করে রাখা একটি গাড়ি চুরির অভিযোগও সামনে এসেছে। গাড়িটি এক নার্সের ছিল।

জোড়া ফলায় জর্জরিত স্কুল শিক্ষা ব্যবস্থা

আন্দোলনে বিজেপি, অবরোধ পড়ুয়াদের

ফাঁসিদেওয়া ও ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : স্কুলে বেশি টাকা ভর্তি ফি নেওয়ার অভিযোগে অবর বিদ্যালয় পরিদর্শকের কাছে স্মারকলিপি জমা দিল বিজেপি। সোমবার ফাঁসিদেওয়া চক্রে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ জমা করে ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল বিজেপি। অভিযোগ, সরকারিভাবে ২৪০ টাকা পঞ্চম থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত ভর্তি ফি নির্ধারণ করা হলেও, প্রায় দ্বিগুণ টাকা নেওয়া হচ্ছে। বিজেপির ফাঁসিদেওয়া মণ্ডল সভাপতি সঞ্জীব দাস, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা ভারতীয় জনতা কিষান মোর্চার সাধারণ সম্পাদক অনিল ঘোষ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। অনিল ঘোষ বলেন, 'কৃষক এবং দিনমজুরের সন্তানরাই সরকারি স্কুলে যায়। সেখানে এভাবে ভর্তির টাকা বাড়িয়ে দেওয়ার কারণে সকলেই সমস্যায় পড়ছেন।'

সোমবার ইসলামপুর হাইস্কুলের পড়ুয়াদের রাজ্য সড়ক অবরোধ।

এদিনই ভর্তির জন্য অতিরিক্ত ফি নেওয়া, দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড় করিয়ে রাখা সহ একাধিক অভিযোগ তুলে রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল ইসলামপুর হাইস্কুলের পড়ুয়ারা। কয়েকদিন আগে একই অভিযোগ তুলে ইসলামপুর শহরের মূল রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল স্কুল পড়ুয়ারা। সোমবার ফের রাজ্য সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল তারা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

প্রায় এক ঘণ্টা অবরোধের জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়ে পড়ে। যদিও পড়ুয়াদের অভিযোগ নিয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি ইসলামপুর হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক মহম্মদ সালাউদ্দিন আহমেদ।

ফি নিয়ে ক্ষোভ, বরাদ্দে কোপ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাজ্য সরকারের কম্পোজিট গ্র্যান্টে টাকা ঠিকঠাক মিলছে না। ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে তাই বাড়তি টাকা না নিলে যে অনেক স্কুল বিপাকে পড়বে, তেমনটা দাবি করছে শিক্ষকদের একটা অংশ। পরিস্থিতি যা তাতে আগামীদিনে স্কুল সাফাই করতে শিক্ষকদের ঝাড়ু নিয়ে নামার উপক্রম হতে পারে বলে আক্ষেপের কথা শোনা গিয়েছে। কোনও স্কুলে এক হাজার, কোথাও আবার ৭০০ কিংবা ৮০০ টাকা ভর্তির ক্ষেত্রে নেওয়া হচ্ছে। সরকারি নিয়ম মেনে পড়ুয়া পিছু ২৪০ টাকা নিয়ে স্কুল চালানো অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে দাবি অনেক শিক্ষকের। স্কুলের খরচ চালানোর জন্য প্রতি বছর পড়ুয়া সংখ্যা অনুযায়ী টাকা দেওয়া হত। কিন্তু রাজ্য সরকার কোনও স্কুলেই বরাদ্দ সময়মতো দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। এতেই বিপাকে পড়ছে স্কুলগুলি।

শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ হাইস্কুলে ছাত্র ভর্তির ক্ষেত্রে ১০০০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। প্রধান শিক্ষক রাজীব ঘোষ বলেন, 'কম্পোজিট গ্র্যান্টে আগে এক লক্ষ টাকা পাওয়া যেত। এখন মাত্র ২৫ হাজার টাকা মেলে। স্কুল চালাতে এরপর হয়তো প্রধান শিক্ষকদের ঝাড়ু ধরতে হবে। স্কুলে ভর্তির টাকার পাশাপাশি সরস্বতীপুজোর চাঁদা, নাইট গার্ড ও সাফাইকর্মীদের বেতন সহ বিভিন্ন খরচ বাবদ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এক হাজার টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হওয়ার আগে তিনবার অভিভাবকদের সঙ্গে বৈঠক করা হয়েছে।'

এনজেপি রেলওয়ে কলোনি হাইস্কুলে ভর্তির ক্ষেত্রে ৭০০ টাকা করে নেওয়া হচ্ছে। ভর্তির ২৫০ টাকা ছাড়া যার মধ্যে স্কুলের রক্ষণাবেক্ষণ বাবদ ২৫০ টাকা, সরস্বতীপুজোর চাঁদা ১০০, টাইয়ের জন্য ৬০ ও পরিচয়পত্রের জন্য ৫০ টাকা নেওয়া হচ্ছে। এই স্কুল গত বছর কম্পোজিট গ্র্যান্ট বাবদ ২৫ হাজার টাকা পেয়েছে। ২০২৪ সালে কম্পোজিট গ্র্যান্ট মিলেছিল ৫০ হাজার টাকা। হিসাব বলছে, বিগত দুই বছরে স্কুলটির ১ লক্ষ ২৫ হাজার টাকা রাজ্যের কাছে পাওনা বকেয়া রয়েছে। এবছর স্কুলটি কোনও টাকাই পায়নি। প্রধান শিক্ষক সিদ্ধার্থশংকর বৈদ্য বলেন, 'অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে এই টাকা নেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে। স্কুলে গার্ড নেই, সুইপার নেই, গ্রুপ-ডি স্টাফ নেই। তিনটি পরীক্ষা প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র বাইরে থেকে কিনতে হয়। রেলের জমিতে স্কুল থাকায় লিজের জন্য দশ হাজার টাকা দিতে হয়। অথচ কম্পোজিট গ্র্যান্ট পুরোটা পাচ্ছি না।'

একই অবস্থা ঘোষপুকুরের আমবাড়ি হাইস্কুলের। বছরে ৭২ হাজার টাকা কম্পোজিট গ্র্যান্ট পাওয়ার কথা। সেখানে স্কুলটি গত বছর এক কিস্তিতে মাত্র ১৮ হাজার টাকা পেয়েছিল। এবছর এখনও পর্যন্ত ১৮ হাজার টাকা পেয়েছে। প্রধান শিক্ষক অস্তিক মণ্ডল বলেন, 'বিদ্যুতের বিল প্রায় ৭০ টাকা টাকা আসে। ওই টাকাটা সরকার দিলে কিছুটা রেহাই হত। গ্রুপ ডি স্টাফ নেই। সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা বেতন দিয়ে একজনকে রাখা হয়েছে। বাড়তি টাকা অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে নেওয়া হচ্ছে। না হলে স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে।'

তবে বাড়তি টাকা নেওয়ায় সোমবার শিলিগুড়ি শিক্ষা জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকের অফিসের বাইরে এসএফআই প্রতিবাদে শামিল হয়। বাড়তি টাকা নেওয়া বন্ধ না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। শিক্ষা দপ্তরের তরফে অবশ্য বাড়তি টাকা না নেওয়ার জন্য নোটিশ করে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ির বিদ্যালয় পরিদর্শক বালিকা গোলের কথায়, 'স্কুলগুলিকে রাজ্য সরকারের নির্দেশমতো ভর্তির টাকা বলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সরকারি নির্দেশিকার বাইরে কিছু করা যাবে না।'

বাড়তি ফি নেওয়ার প্রতিবাদে মিছিল এসএফআইয়ের। সোমবার।

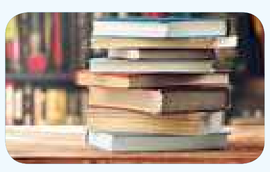

- বিদ্যুতের বিল, প্রশ্নপত্র তৈরির টাকা দিচ্ছে না রাজ্য
- কোথাও কোথাও গার্ড, সুইপার, গ্রুপ ডি স্টাফের বেতনও স্কুলকেই জোগাড় করতে হচ্ছে
- ফলে স্কুল চালাতে অভিভাবকদের সঙ্গে আলোচনা করে বাড়তি ফি নেওয়া হচ্ছে বলে দাবি

বিধান মার্কেটে শীতবস্ত্রের কেনাকাটায় ভিড়। সোমবার। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

শিক্ষক সংগঠনে ডামাডোল

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস নিয়ে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের অন্দরে ক্ষোভ জমতে শুরু করেছে। ডিস্ট্রিক্ট স্পোর্টসের আয়োজন যে খুবই খারাপ হয়েছে এবং জনা কয়েক শিক্ষক নিজেদের উপস্থাপনের জন্য যে বাকিদের একপ্রকার ব্যবহার করেছেন তেমন ক্ষোভের কথা তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠনের হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপে উগরে দেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং (জেলা) সমতলের নেতা হিমাংশু রায় নাম না করে শিক্ষকদের গ্রুপে প্রতিবাদের সুর চড়িয়েছেন। যদিও ওই গ্রুপেই ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টস আয়োজন কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক তথা পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি অবর্ণা দাস দত্ত রয়েছেন।

যদিও হিমাংশু বলেন, 'আমাদের নিজস্ব গ্রুপে কী বলেছি, সেটা আমাদের নিজস্ব বিষয়। তা নিয়ে বাইরে বলব না। তবে ছাত্রীদের চোট লাগার বিষয়টি দুঃখজনক।'

গত শনিবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত ডিস্ট্রিক্ট স্কুল স্পোর্টসে খুঁড়ে রাখা মাটিতে হাইজাম্প দেওয়ার সময় এক ছাত্রীর হাত ভেঙে যায়। অপর একজন ছাত্রী হাতে গুরুতর চোট পায়। স্পোর্টসের অব্যবস্থা নিয়ে শিক্ষকরা ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এদিকে, গোটা বিষয়টি নিয়ে শিক্ষক সমাজের নাম করে রবিবার শিলিগুড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদের চেয়ারম্যান দিলীপ রায়ের পদত্যাগের দাবিতে পোস্টার পড়ে। অবর্ণা বলেন, 'ওই শিক্ষক গ্রুপে তাঁর নিজস্ব বক্তব্য রেখেছেন। সেই বক্তব্যকে আমরা মান্যতা দিই না।'

পরিদর্শন

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : সোমবার খড়িবাড়িতে আসেন বিজেপির রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা। নাগরিক পরিষেবার নানা সমস্যা সাংসদ তহবিলের মাধ্যমে দ্রুত সমাধানের আবেদন করেছিলেন এলাকাবাসী। সেই আবেদনের প্রেক্ষিতে এদিন সরেজমিনে সমস্যাগুলি খতিয়ে দেখতে আসেন সাংসদ।

এদিন প্রথমে তিনি খড়িবাড়ি খলটাবাজারজোত এলাকায় যান। খড়িবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালের পেছনের বাড়িগুলিতে যাওয়ার রাস্তায় দীর্ঘদিন ধরে কোনও পথবাতি নেই। এলাকার বাসিন্দা ঋষভ ছেত্রী নামে এক তরুণ সমস্যার কথা জানিয়েছিলেন সাংসদকে। হর্ষবর্ধন শ্রিংলা বলেন, 'কিছু সমস্যা সমাধানের পরিকল্পনা নিয়েছে স্থানীয় পঞ্চায়েত। বাকি বিষয়গুলিও দ্রুত সমাধানে পদক্ষেপ করা হবে।'

রক্তদান শিবির

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : তৃণমূল যুব কংগ্রেসের টাউন (১-বি) কমিটির উদ্যোগে সোমবার স্টেশন ফিডার রোডে রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। শিবিরে ৫২ জন রক্তদান করেছেন। সংগৃহীত রক্ত একটি বেসরকারি হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে দেওয়া হয়েছে।

গড় রক্ষায় ডাবগ্রামে সভা করবেন শমীক

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : মাঠ না পাওয়া এবং একটি মাঠ পাওয়া গেলেও দলীয় নেতৃত্বের সেটি পছন্দ না হওয়ায় ৬ জানুয়ারি শিলিগুড়িতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সভা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। কবে, কোথায় সেই সভা করা হবে সে বিষয়েও কিছু জানানো হয়নি। এরই মধ্যে দলীয় কর্মীদের মনোবল অটুট রাখতে ১০ জানুয়ারি শিলিগুড়ি লাগোয়া ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য সভা করবেন বলে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে।

সূত্রের খবর, ইস্টার্ন বাইপাস সংলগ্ন ঢাকেশ্বরী কালী মন্দিরের মাঠে সভা করার কথা রয়েছে শমীকের। সেইমতো প্রচার শুরু করে দিয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপি। গত বিধানসভায় জেতা আসন ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি নেতৃত্ব। তাই শিলিগুড়ি মহকুমার পাশাপাশি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রেও বিশেষ নজর রয়েছে বিজেপি নেতৃত্বের। এ নিয়ে শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'রাজ্য সভাপতি আসছেন। ১০ তারিখ জনসভা রয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি এলাকায়।'

ফেব্রুয়ারির শেষের দিকে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই নির্বাচন শুরু হতে পারে। '২৬-এর ভোট বিজেপির কাছে মরণবাঁচন লড়াই বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। এই পরিস্থিতিতে বিরোধী শিবিরকে এক চুল জমি ছাড়তে নারাজ বিজেপি। তাই উত্তরের উর্বর মাটিতে আরও বেশি পদ্ম ফোটাতে মরিয়া দলীয় নেতৃত্ব। যদিও গত লোকসভা নির্বাচনের নিরিখে দেখলে উত্তরে অনেকটাই ভোট কমেছে বিজেপির। তাই বিধানসভা ভোটের আগে সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপাতে চাইছে পদ্ম শিবির।

সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় নেতৃত্বও উত্তরবঙ্গকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নির্দেশ দিয়েছে। সেই কারণেই নতুন বছরের শুরুতেই রাজ্যের বিরোধী দলনেতার শিলিগুড়িতে সভা করার কথা ছিল। কিন্তু শহরে কোথাও বিরোধী দলনেতার সভার জন্য পছন্দের মাঠ না পাওয়ায় আপাতত সেই সভা স্থগিত করে দেওয়া হয়েছে। এরইমধ্যে শিলিগুড়ি সংলগ্ন জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে রাজ্য বিজেপির সভাপতি সভা করতে চলেছেন। দলীয় সূত্রে খবর, পরিবর্তন সংকল্প সভা নাম দিয়ে ওই জনসভায় রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে অস্ত্র শানাবে বিজেপি। মূলত, এসআইআর, দুর্নীতি, নারী নির্যাতনকে হাতিয়ার করেই এই সভা থেকে শমীক বার্তা দেবেন বলে জানা গিয়েছে। ওই সভায় ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়, জলপাইগুড়ির সাংসদ জয়ন্ত রায় সহ জলপাইগুড়ি জেলার বিজেপি নেতৃত্ব উপস্থিত থাকবে। পাশাপাশি শিলিগুড়ি মহকুমা থেকেও বিভিন্ন নেতা এবং বিধায়করা রাজ্য সভাপতির সভায় থাকবেন বলে জানা গিয়েছে।

বিষয়টি নিয়ে জানতে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় এবং জলপাইগুড়ি জেলা বিজেপির সভাপতি বাপি গোস্বামীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁদের বক্তব্য মেলেনি।

- জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি, সেকারণে ডাবগ্রামে সভা করবেন শমীক
- তবে শিলিগুড়িতে মাঠ না মেলায় শুভেন্দুর সভা স্থগিত
- কবে, কোথায় সেই সভা করা হবে সে বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি

প্রকল্প চালুর দাবি

নকশালবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত ২৬টি সংসদেই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালুর দাবি উঠল। সোমবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উত্তর রথখোলা এবং দক্ষিণ রথখোলা এলাকায় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ শুরু হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতের হুদুভিটায় সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প চালু হলেও নকশালবাড়ির অধিকাংশ সংসদ এলাকায় আবর্জনা সংগ্রহের কাজ বন্ধ রয়েছে। শুধু বাজার এলাকায় বাড়ি বাড়ি আবর্জনা সংগ্রহের কাজ হচ্ছে। এ নিয়ে বিভিন্ন সংসদ এলাকায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে।

পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্তী কিরো বলেন, 'আমরা ২৬টি সংসদেই পুরোদমে এই প্রকল্প চালু করতে প্রস্তুতি নিচ্ছি। ধীরে ধীরে সংসদের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ সচেতন না হলে আমাদের পক্ষে পুরো সংসদ এলাকায় কাজ করা সম্ভব হবে না। আবর্জনা বাছাই থেকে শুরু করে সংগ্রহ করা আমাদের কর্মীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ।'

শিলিগুড়ির রিং রোড ছোঁবে ওদলাবাড়িকে

ওদলাবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : শিলিগুড়িকে কেন্দ্র করে যে রিং রোড তৈরির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাতে ওদলাবাড়িকেও অন্তর্ভুক্ত করা হবে বলে দাবি করলেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। তবে সেই রাস্তা কোথা দিয়ে যাবে, সে ব্যাপারে তিনি বিস্তারিত কিছুই বলতে পারেননি। তবে, সেবকে দ্বিতীয় সেতু দিয়ে ওই রাস্তা ঘোরানো হবে বলে তাঁর আশ্বাস। রাজুর বক্তব্য, এর ফলে ওদলাবাড়ির জনগণ আগামীদিনে নিজেদের শহরবাসী বলে ভাবতে শুরু করবেন। শহরের পরিকাঠামোগত সুযোগসুবিধা বিশেষ করে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তনের সুবিধা পাবেন ওদলাবাড়িবাসী।

সোমবার ওদলাবাড়িতে বিজেপির পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা ও সভা করেন রাজু। তিনি বলেন,

দাবি রাজুর

'সেবকে তিস্তার ওপর দ্বিতীয় সড়কসেতু নির্মাণের ঘোষণাকে নতুন বছরের শুরুতে নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে ডুয়ার্সের বাসিন্দাদের প্রতি উপহার। দীর্ঘ টালবাহানার পর এই সেতু নির্মাণের টেন্ডারে ডুয়ার্সজুড়ে আলোড়ন পড়ে গিয়েছে। কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত আসন্ন নির্বাচনে বিজেপিকে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূলের থেকে কয়েক কদম এগিয়ে রাখল।'

নতুন পাশ হওয়া আইনে আগামীদিনে চা বাগানের শ্রমিকরা ৩৫০ টাকা মজুরি পাবেন বলেও এদিন দাবি করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ। তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি করে ৩০০ টাকা করার পালটা হিসেবেই রাজুর এই মন্তব্য কি না, তা নিয়ে ইতিমধ্যেই আলোচনা শুরু হয়েছে ডুয়ার্সের চা মহলে। সাংসদের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির শুধুমাত্র জিয়নকাঠি নয় চা বাগান, আমাদের আত্মাও চা বাগান। তাই চা বাগানের শ্রমিকদের স্বার্থে কেন্দ্রীয় সরকার ন্যূনতম মজুরি নিয়ে এই আইন পাশ করেছে। অবিলম্বে তা কার্যকর করা হবে।'

সোমবার বিকেলে দক্ষিণ ওদলাবাড়িতে পরিবর্তন সভা অনুষ্ঠিত হয়। তার আগে রাধাকৃষ্ণ মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে তিন সাংসদ রাজু বিস্ট, জয়ন্ত রায় এবং মনোজ টিগ্গার নেতৃত্বে মিছিল করা হয়।

চুরিতে ধৃত

খড়িবাড়ি, ৫ জানুয়ারি : বাতাসির একটি পোলট্রি ফার্মে চুরির ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম মহাদেব বিশ্বাস। তিনি বাতাসির আলোকঝাড়ি এলাকার বাসিন্দা। সোমবার ধৃতকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

জামাতুল্লাজোত এলাকায় একটি পোলট্রি ফার্মে গত কয়েকদিনে একাধিকবার চুরির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। এরপরই পোলট্রি ফার্মের মালিক প্রসেনজিৎ সরকার খড়িবাড়ি থানায় অভিযোগ জানান। তাঁর অভিযোগ, গত রবিবার ও ২৮ ডিসেম্বর রাতে ফার্ম থেকে একটি মোটর, একটি এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডার, একটি মোবাইল ফোন এবং একটি ব্লুটুথ স্পিকার চুরি যায়। প্রসেনজিৎ বলেন, 'অভিযুক্ত সোমবার সকালে চুরির সামগ্রী অপর এক পোলট্রি ফার্মের মালিকের কাছে বিক্রি করতে গেলে তাঁকে হাতেনাতে ধরা হয়। পরে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়।'

স্মারকলিপি

ইসলামপুর, ৫ জানুয়ারি : দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে ইসলামপুরের চোপড়াঝাড় এবং ভোজপুর মৌজার তথ্য পাওয়া যাচ্ছে না। সেই পরিষেবা অবিলম্বে চালুর দাবিতে সোমবার ব্লক ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরে স্মারকলিপি দিল কংগ্রেস নেতৃত্ব। দপ্তরের আধিকারিকের হাতে স্মারকলিপি তুলে দেওয়ার পর ইসলামপুর ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি হারুন রশিদ জানান, দ্রুত এই সমস্যার সমাধান না করা হলে ভবিষ্যতে বৃহত্তর আন্দোলনে নামা হবে।

রিহ্যাব সেন্টার থেকে 'পালিয়ে বাঁচার' চেষ্টা

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রিহ্যাব সেন্টার থেকে চিকিৎসার জন্য শিলিগুড়ির কলেজপাড়ায় নিয়ে আসা এক তরুণের পালানোর চেষ্টার ঘটনায় সোমবার বিকেলে উত্তেজনা ছড়ায়। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই তরুণকে ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। তাতেই জানা যায়, মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের একটি রিহ্যাব সেন্টারের অত্যাচার, সময়মতো খেতে না দেওয়ায় ওই তরুণ সেখান থেকে পালানোর পথ খুঁজছিলেন। এদিন সুযোগ বুঝে তিনি পালানোর চেষ্টা করেন। এরপরেই স্থানীয়রা ওই রিহ্যাব সেন্টারের লোকজনকেও সেখানে আটকে রেখে তরুণের পরিবারকে খবর দেন। এদিনই দুপুরে কলেজপাড়ায় আরও এক তরুণীকে স্থানীয়রা উদ্ধার করেন। ওই তরুণীও শালবাড়ির একটি রিহ্যাব সেন্টারের আবাসিক বলে জানা গিয়েছে। তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। একই দিনে পরপর দুটি ঘটনায় কলেজপাড়াজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। রিহ্যাব সেন্টারগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ তুলসী প্রামাণিক পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

সোমবার বেলা দুটো নাগাদ বাঘা যতীন পার্ক বাই লেনে একটি টোটো থেকে এক তরুণীকে নামিয়ে দেওয়া হয়। এর পরেই ওই তরুণীকে অসংলগ্ন অবস্থায় ঘোরাফেরা করতে দেখে বাসিন্দারা তাঁকে তৃণমূল ওয়ার্ড পার্টি অফিসে বসান। সেখানে ১৭ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মিলি সিনহাও পৌঁছান। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ সেখানে পৌঁছে ওই তরুণীকে নিয়ে যায়। কাউন্সিলারের বক্তব্য, 'আনুমানিক ২৩-২৪ বছর বয়সি ওই তরুণী ঠান্ডায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। ওয়ার্ড অফিস এনে তাঁকে গরম পোশাক দেওয়া হয়। অসংলগ্ন কথাবার্তার ফাঁকেই তরুণী একটি মোবাইল নম্বর দেন। সেই নম্বরে যোগাযোগ করা হয়। জানা যায়, ওই তরুণী আমবাড়ির বাসিন্দা। শালবাড়ির একটি রিহ্যাব সেন্টারে তাঁকে রাখা হয়েছিল। পুলিশ এসে তরুণীকে নিয়ে গিয়েছে।'

এদিন বিকেলে শিলিগুড়ি কলেজের ১ নম্বর গেটে বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাবের কিছু সদস্য দাঁড়িয়েছিলেন। আচমকা 'চোর, চোর' শব্দ শুনে তাঁরা দেখেন এক তরুণ পড়িমড়ি দৌড়াচ্ছেন। কয়েকজন পিছন থেকে তাঁকে ধাওয়া করছেন। ওই সদস্যরা এগিয়ে গিয়ে ওই তরুণকে পাকড়াও করেন। যাঁরা তাঁকে ধাওয়া করছিলেন তাঁদেরও আটকানো হয়। ক্লাব সম্পাদক প্রসূন দাশগুপ্ত বলেন, 'জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় ওই তরুণ ইসলামপুরের বাসিন্দা। তিনি মাটিগাড়ার তুম্বাজোতের একটি হোমে ছিলেন। সেখান থেকে এদিন কলেজপাড়ার নার্সিংহোমে নিয়ে আসা হয়। সুযোগ বুঝে সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন।' খবর পেয়ে ওয়ার্ড কাউন্সিলার মিলি সিনহা সেখানে পৌঁছান। ওই তরুণের বক্তব্য অনুযায়ী, মাদকাসক্ত হওয়ায় তাঁকে মাটিগাড়ার ওই রিহ্যাব সেন্টারে রাখা হয়েছে। কিন্তু সেখানে সঠিকভাবে খাবার, ওষুধ দেওয়া হচ্ছে না। এই অব্যবস্থা থেকে বাঁচার জন্যই এদিন পালিয়ে যাচ্ছিলেন।

পরিবারের লোকজন খবর পেয়ে সন্ধ্যায় শিলিগুড়ি পৌঁছে ওই তরুণকে বাড়ি নিয়ে যান। পরিবারের বক্তব্য, এক মাসেই ৫০-৬০ হাজার টাকা মেটানো হয়েছে। কিন্তু বাড়ির লোকজন দেখা করতে এলে ফিরিয়ে দেওয়া হত। তাই এদিন তাঁরা ছেলেকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়েছেন। ওই রিহ্যাব সেন্টারের ইনচার্জ রওনাক খান অবশ্য সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'নিয়ম মেনেই রিহ্যাব সেন্টারটি চালানো হচ্ছে।'

- রিহ্যাব সেন্টারের অত্যাচার, সময়মতো খেতে না দেওয়ায় এক তরুণ পালানোর পথ খুঁজছিলেন
- পালানোর সময় স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করেন, পরে পরিবার তাঁকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যায়
- রিহ্যাব সেন্টারের আবাসিক এক তরুণীও উদ্ধার

পরম আনন্দে।। ঝাড়খণ্ডের ত্রিকুট পাহাড়ে ছবিটি তুলেছেন বিটু রায়।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

সমস্যার জঙ্গল পেরিয়ে সুদিনের স্বপ্ন ডহরা বনবস্তিতে

বাগডোগরা বনাঞ্চলের শেষপ্রান্তে থাকা ডহরা বনবস্তি বরাবর ইতিবাচক মানসিকতায় বিশ্বাসী। এখানে রাস্তাঘাট বেহাল, পানীয় জলের অভাব। বুনোদের আনাগোনা লেগেই থাকে। এরই মাঝে ইকো ট্যুরিজম স্পটকে সঙ্গী করে বাসিন্দারা সুদিনের স্বপ্ন দেখেন।

বনবাড়ির গল্প

খোকন সাহা

বাগডোগরা, ৫ জানুয়ারি : এখানে আতঙ্ক আছে, সমস্যা আছে। মন খারাপের একশেষ। তবু তাকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রয়াসও আছে।

বাগডোগরা বনাঞ্চলের শেষপ্রান্তে থাকা ডহরা বনবস্তি বরাবর ইতিবাচক মানসিকতায় বিশ্বাসী। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই এই বস্তির জন্ম। গোড়ার দিকে মাত্র কয়েকটি পরিবারের বসবাস হলেও এখন এখানে বসবাসকারী পরিবারের সংখ্যা বেড়ে প্রায় ৬০ হয়েছে। জনসংখ্যা প্রায় ২০০। কার্সিয়াং বন বিভাগের বাগডোগরা রেঞ্জের অধীনে থাকা এই বনবস্তির বাসিন্দারা গোড়ার দিকে বন দপ্তরে চাকরি করেছেন। কিন্তু পরের দিকে সবাইকে বন দপ্তর কাজ দিতে পারেনি। বাসিন্দারা হাল ছাড়েননি। নিজের চেষ্টায় অনেকেই সরকারের অন্য দপ্তরে কাজ জুটিয়েছেন। কাজের সূত্রে অনেকে ভিনরাজ্যে পাড়িও দিয়েছেন। 'ট্রি ল্যান্ড' নামে এখানে একটি ইকো ট্যুরিজম স্পট তৈরি করা হয়েছে। বনবস্তির বাসিন্দা মহিলাদের অনেকেই এখানে রেস্তোরাঁ দিয়ে স্বনির্ভর হওয়ার চেষ্টা করছেন।

ডহরা বনবস্তি যাওয়ার রাস্তা। -সংবাদচিত্র

বাগডোগরা পানিঘাটা মোড় থেকে পানিঘাটা রোড দিয়ে যাওয়ার সময় এই পর্যটনকেন্দ্রটি চোখে পড়বে। আকাশচুম্বী আদিম শাল গাছ, জলাশয়, সেই জলাশয়ের ওপরে কাঠের ছোট্ট পুল, দোলনা, আক্ষরিক অর্থেই দৃষ্টিনন্দন। ইকো ট্যুরিজম স্পটের পাশেই চিরসবুজ গালিচায় মোড়া ত্রিহানা চা বাগান। সেখানে হাতি, চিতাবাঘ, বুনো শুয়োর, ময়ূর সহ বন্যপ্রাণের নিত্য অনাগোনা। পর্যটকদের সেসবে খুব একটা ভয় নেই। পর্যটনকেন্দ্রটিতে তাঁদের ভিড় লেগেই থাকে। সেই সুবাদে এই স্পটের ওপর নির্ভরশীলদের বুকে বল আসে।

বাসিন্দাদের উন্নতিকল্পে এখানে তাঁদেরই তৈরি সংগঠন 'ডহরা নিউ সমাজ' কাজ করে চলেছে। সংগঠনের সভাপতি গণেশ ছেত্রীর সঙ্গে কথোপকথনে এখানকার ইতিহাস অনেকটাই স্পষ্ট হল। গণেশের কথায়, 'বহু আগে বাগডোগরা জঙ্গলের কদমা ব্লকে কয়েকটি পরিবারের বসবাস ছিল। পরিবারের সদস্যরা বনসৃজনের কাজ করতেন। ১৯৫০ সাল নাগাদ সেখানকার কিছু বাসিন্দাকে নিয়ে এসে বন দপ্তর ডহরায় একটি বস্তি গড়ে তোলে।' কী কারণে ডহরা নামকরণ তা গণেশ স্পষ্ট করতে পারেননি। এলাকার বাসিন্দা জিএল রাই বললেন, '১৯৫৬ সালে বাবা এখানে এসেছিলেন। তারপর থেকে এখানেই আমাদের বসবাস।'

এখানে কোনও সমস্যা নেই, তা নয়। তবু আতঙ্ককে জয় করে সুখলালরা ভালো দিনের স্বপ্ন দেখেন। তাঁর কথায়, 'জঙ্গলের মধ্যে বস্তি বসানো হলে সমস্যা তো হবেই। তার মধ্যেও আমরা যতটা ভালো থাকার চেষ্টা করছি। প্রশাসনের কাছে একটাই অনুরোধ, সমস্যাগুলির গুরুত্ব খতিয়ে দেখে যত দ্রুত সম্ভব তা মেটানোর চেষ্টা করা হবে।' আপাতত ইতিবাচক মানসিকতাকে সঙ্গী করেই সুদিনের অপেক্ষায় ডহরা বনবস্তি।

সন্দেহে মার

নদিয়ার চাপড়ায় বাংলাদেশি সন্দেহে নাবালক ও তার মা-কে মারধরের অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে পরিবার। ঘটনার প্রতিবাদ করেন স্থানীয়রা।

আধুনিক পর্ষদ

স্বচ্ছভাবে ও দ্রুত ইন্টারভিউ প্রক্রিয়া শেষ করতে শব্দরোধী আধুনিক ক্যামেরাযুক্ত অত্যাধুনিক কক্ষ গড়ে তুলল প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। মোট ২০ কিউবিকলে ৩ জন বিশেষজ্ঞ থাকবেন।

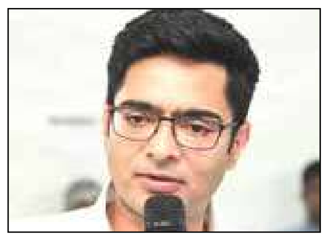

সেবাশ্রয়ে নজর

নন্দীগ্রামে 'সেবাশ্রয়' শুরুর ১০ দিন আগে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে সেখানে পৌঁছোলেন তৃণমূলের দুই প্রতিনিধি। ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের মাটি কামড়ে পড়ে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন অভিষেক।

যোদ্ধাদের সম্মান

১৯৬৫, ১৯৭১ সালের যুদ্ধ ও কার্গিল যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী বীর যোদ্ধাদের সম্মান জানাল দক্ষিণ ২৪ পরগনা এক্স সার্ভিসম্যান কোঅর্ডিনেশন কমিটি। উপস্থিত ছিলেন মহাকাশ বিজ্ঞানী ডাঃ দেবীপ্রসাদ দুয়ারি সহ বিশিষ্টরা।

বোকা বাক্সতে বন্দি...

কলকাতার দেওধর স্ট্রিটে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

মোর্চা নেতার মন্তব্য সামলাতে মরিয়া পদ্ম

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : নাগরিকত্ব পেতে ৬০ হাজার আবেদনে এখনও পর্যন্ত ১ হাজারের কিছু বেশি মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ সিএএ-র শংসাপত্র পেয়েছেন। সোমবার সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী নিজেই এই তথ্য দিয়েছেন। তবে তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক দ্রুত শুনানির মধ্যে দিয়ে শংসাপত্র দেওয়ার কাজ শুরু করেছে। মতুয়াদের নাগরিকত্বের শংসাপত্র নিয়ে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই।

রবিবার এসসি মোর্চার সর্বভারতীয় সভাপতি লালসিং আর্য মতুয়াদের সম্পর্কে বেফাঁস মন্তব্য করে কার্যত সেমসাইড গোল করে বসেছিলেন। মধ্যপ্রদেশের প্রাক্তন এই মন্ত্রী সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন, জাত ও ধর্মের বিষয় নয়, বাংলাদেশ থেকে যাঁরা অবৈধভাবে এদেশে এসেছেন, তাঁরা অনুপ্রবেশকারী। ভোটার তালিকায় তাঁদের নাম থাকা উচিত নয়। সেই সাংবাদিক সম্মেলনে মোর্চার কেন্দ্রীয় সভাপতির পাশেই ছিলেন রাজ্য বিজেপির এসসি মোর্চার সভাপতি সুদীপ দাস। স্বাভাবিকভাবেই সেই ঘটনার পর অস্বস্তিতে পড়ে রাজ্য বিজেপি। এমনিতেই রানাঘাটে সভায় ঘটনাচক্রে প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিত হতে না পারার পর মতুয়াদের নাগরিকত্বের প্রশ্নে এসআইআর-কে ঘিরে যে নতুন করে সংশয় তৈরি হয়েছিল, তা নিয়ে জট পাকাতে শুরু করে। সেই সংশয় কাটাতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-র সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক সম্মেলনে বনগাঁর মতুয়া সাংসদ ও ঠাকুরবাড়ির সদস্য শান্তনু ঠাকুরকে পাশে রেখে বার্তা দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল বিজেপির। কিন্তু সাংবাদিক সম্মেলনে শা-র মুখ থেকেও সরাসরি কোনও আশ্বাস বার্তা মেলেনি। যা নিয়ে হতাশ হয়েছিলেন বিজেপির মতুয়া সাংসদ, বিধায়করা। রাজ্যে ৩ দিনের সফরে শেষ দিনে দলীয় সাংসদ, বিধায়কদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন অমিত শা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সেই বৈঠকেও উপস্থিত ছিলেন না শান্তনু ঠাকুর, তাঁর ভাই গাইঘাটার বিজেপি বিধায়ক সুব্রত ঠাকুর ও হরিণঘাটার বিধায়ক কবিয়াল অসীম সরকারের মতো মতুয়া নেতারা। যা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে বিজেপির অন্দরে। এই আবহে এদিন কার্যত সর্বভারতীয় মোর্চা সভাপতির করা ওই মন্তব্যের 'ড্যামেজ কন্ট্রোল'-এ নেমেছিলেন শুভেন্দু। কিন্তু তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান থেকেই '২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে মতুয়াদের নাগরিকত্বের ব্যাপারে নতুন করে সংশয় আরও বাড়ল বলে মনে করছে বিজেপির একাংশ।

যদিও শুভেন্দু এদিন সিএএ ইস্যুতে মমতার বিরোধিতাকেই আক্রমণের সূচিমুখ করেছেন। সিএএ-র সঙ্গে এনআরসিকে গুলিয়ে দিয়ে মতুয়া ও হিন্দু শরণার্থীদের মনে আতঙ্ক তৈরি করার জন্য মুখ্যমন্ত্রীকেই দায়ী করেছেন তিনি। শুভেন্দু বলেন, 'এবারও ভোটের মুখে সিএএ-র সঙ্গে এনআরসিকে গুলিয়ে দিয়ে ভয় আর বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। শুধু তাই নয়, ঠাকুরবাড়ির অভ্যন্তরে পারিবারিক রাজনীতিতে ইন্ধন দিয়ে মতুয়া সম্প্রদায়কে দুর্বল করার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন তিনি।'

কয়েকদিন আগেই শান্তনুর বাড়িতে হামলা করার অভিযোগে কয়েকজন স্থানীয় তৃণমূলকর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার প্রতিবাদে এদিন ঠাকুরনগরে পালটা পথ অবরোধ করে তৃণমূল। এই ঘটনাকে ভোটের আগে মতুয়াদের মধ্যে আতঙ্ক তৈরির করে বাজার গরম করার চেষ্টা বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি।

আইনি হুমকি বনাম তাচ্ছিল্য

প্রয়োজনে সওয়াল করব : মুখ্যমন্ত্রী

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর, ৫ জানুয়ারি : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর-এর জন্য জটিলতা এবং সাধারণ মানুষের ভোগান্তি নিয়ে এবার সরাসরি সুপ্রিম কোর্টে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সোমবার গঙ্গাসাগরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী। মুড়িগঙ্গার ওপর প্রায় ১৭০০ কোটি টাকা ব্যয়ে সেতুর শিলান্যাস ও সরকারি পরিষেবা প্রদান মঞ্চ থেকে মমতা বলেন, 'মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট খুলছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাব। প্রয়োজনে আমি নিজেই সওয়াল করব।' এদিনও মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে 'ভ্যানিশ কুমার' বলে কটাক্ষ করার পাশাপাশি নির্বাচন কমিশনকে হোয়াটসঅ্যাপ কমিশন বলে তোপ দাগেন মমতা। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতিত্ব নিয়ে অভিযোগ করে মমতা বলেন, 'যেমন করে হোক নাম বাদ দেওয়া একমাত্র কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। কমিশনের এই ভোগান্তির জন্য ইতিমধ্যেই ৭০ জন মারা গিয়েছেন এবং কয়েকজন আত্মহত্যার চেষ্টা করেছেন।' বাংলা দখল করার চক্রান্ত করতেই বিজেপির কথায় নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'বাংলার দিকে ওরা হ্যাংলার মতো তাকিয়ে আছে। যতই চেষ্টা করো বাংলা দখল করতে পারবে না।'

এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'বিজেপি করতে পারে না এমন কোনও কাজ নেই। যে ৫৪ লক্ষ নাম বাদ গিয়েছে, তাঁদের অধিকার ছিল ৭ ও ৮ নম্বর ফর্ম পূরণ করার। কিন্তু তাঁদের সেই সুযোগ না দিয়ে নাগরিকত্ব হরণ করা হয়েছে। এআই দিয়ে নাম বাদ দিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' এরপর তাঁর সংযোজন, 'মানুষের অধিকার ভ্যানিশ হলে আপনারাও ভ্যানিশ হয়ে যাবেন।'

সোমবার গঙ্গাসাগর সেতুর শিলান্যাসে মুখ্যমন্ত্রী। -পিটিআই

> মঙ্গলবার সুপ্রিম কোর্ট খুলছে। আমরা নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে কোর্টে যাব। প্রয়োজনে আমি নিজেই সওয়াল করব।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়**

কেন্দ্র ও বিজেপিকে নিশানা করে মমতা বলেন, 'এখানে রয়েল বেঙ্গল টাইগার আছে। মনে রেখো বন্ধু, এখানে তুমি কামড়াতে এলে এমন কামড় খাবে, মাথা টাইট করে দেবে। কোমরটাকেও টাইট করে দেবে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এসআইআরের আমরা বিরোধিতা করছি না। দু-বছর সময় নিয়ে এই কাজ হোক। যেভাবে তাড়াহুড়ো করে কাজ করতে গিয়ে বহু নাম কাটা হয়েছে, তাতে মানুষের অধিকার হরণ হয়েছে।'

সরকারি অনুষ্ঠান সেরে মুখ্যমন্ত্রী যান ভারত সেবাশ্রম সংঘে। সেখানে তিনি জানতে পারেন, সেখানকার নিমাই মহারাজের নাম তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে। নিমাই মহারাজ তাঁকে বলেন, 'আমি মেলার জন্য নাম তুলতে যেতে পারছি না।' তখন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'ভারত সেবাশ্রম সংঘের সাধুদের নামও কেটে দিচ্ছে? মাস্টার যা নির্দেশ দিচ্ছে, কমিশন তাই পালন করছে। এটা চলতে পারে না।'

কমিশনের পাশে শুভেন্দু

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি ছিঁড়ে ফেলা উচিত কমিশনের। এসআইআর নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে লেখা মুখ্যমন্ত্রীর চিঠির পর সোমবার কমিশনকে পালটা চিঠি দিয়েছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই চিঠির প্রসঙ্গেই মন্তব্য করতে গিয়ে শুভেন্দু বলেন, 'আগের দুটো চিঠির পরিণতি যা হয়েছে, মুখ্যমন্ত্রীর এবারের চিঠিরও পরিণতি তাই হওয়া উচিত।' রবিবার এসআইআর ও শুনানি নিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে কমিশনকে মুখ্যমন্ত্রীর চিঠি দেওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই পালটা চিঠি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। চিঠিতে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, এসআইআর-এর মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং স্পর্শকাতর সাংবিধানিক কাজে সম্পূর্ণ প্রস্তুতিহীন অবস্থায় কাজ শুরু করেছিল কমিশন। পালটা কমিশনের হয়ে সওয়াল করে শুভেন্দু লিখেছেন, 'কমিশন অনেক আগেই পরিকল্পনামাফিক তার কাজ শুরু করেছে। মুখ্যমন্ত্রী ভুলে গিয়েছেন তাঁরই ১ হাজার কর্মচারী বিএলও হিসেবে প্রশিক্ষণ নিতে দফায় দফায় দিল্লি ঘুরে এসেছেন।'

শুনানির নথিতে রাজ্যের ডোমিসাইল সার্টিফিকেট ও বার্থ সার্টিফিকেট নিয়ে অভিযোগ ওঠায় তা নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে লেখা চিঠিতে ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন সেই দাবিকে খণ্ডন করে কমিশনের পাশে দাঁড়িয়েছেন শুভেন্দু। পরে সাংবাদিক সম্মেলনে শুভেন্দু বলেন, 'ওঁর সমস্যা অন্য জায়গায়। দুর্নীতিগ্রস্ত জেলাশাসক সুমিত গুপ্তকে কলকাতা পুরসভার সচিব করে দেদার জন্মের শংসাপত্র ইস্যু করা হয়েছে। কিন্তু কমিশনের যাচাইপর্বে সেগুলি বাতিল হচ্ছে। ৬০-৬২ বছরের কোনও ব্যক্তির যে বার্থ সার্টিফিকেট হয় না, এটাই উনি জানেন না। অন্তত ১০ বছর একাধিকক্রমে কোনও জায়গায় না থাকলে যে ডোমিসাইল সার্টিফিকেট হয় না, সেটা উনি জানেন না। কানে না শুনে চোখ দিয়ে ওঁর আইনটা পড়া উচিত। ওবিসি সার্টিফিকেটের ক্ষেত্রেও একই অবস্থা। হাইকোর্ট ও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে অমান্য করে যেসব শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে কমিশন তা গ্রহণ করবে না। ফলে সেগুলি শুনানিতে বাদ যাচ্ছে। এটাই ওঁর ক্ষোভের কারণ।'

> আগের দুটো চিঠির পরিণতি যা হয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর এবারের চিঠিরও পরিণতি তাই হওয়া উচিত।
>
> **শুভেন্দু অধিকারী**

শুনানি পর্বের শুরুতেই মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন ভোটারদের প্রয়োজনীয় নথি দিয়ে সবরকম সাহায্য করবে সরকার। আর মুখ্যমন্ত্রীর সেই ঘোষণাতেই সংশয় বেড়েছিল বিজেপির।

আদালতে যাচ্ছে বিজেপি

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : উত্তরবঙ্গে নির্বাচনি সভা করতে বিজেপিকে বাধা দিচ্ছে প্রশাসন। শিলিগুড়ির পর চলতি মাসেই ৯, ১২, ১৫ তারিখে তিন দফায় কোচবিহারে সভা করতে চেয়েছিল বিজেপি। বিজেপির দাবি, সেই সভার অনুমতি দিচ্ছে না পুলিশ। এর বিহিত করতে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ির সার্কিট বেঞ্চে মামলা করতে চলেছে বিজেপি।

মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে সভা করার কথা ছিল শুভেন্দু অধিকারীর। কিন্তু সেই সভার অনুমতি মেলেনি। শিলিগুড়ির কর্পোরেশন এলাকায় প্রতিটি ওয়ার্ডে চলেছে ওয়ার্ড উৎসব। উত্তরবঙ্গ বিজেপির বিধায়ক নেতা আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'বাৎসরিক ২ লক্ষ টাকার এই ওয়ার্ড উৎসব আসলে কাউন্সিলারের উদ্যোগে ওয়ার্ডের মানুষজনকে নিয়ে নাচাগানা বাৎসরিক ফিস্ট। তার জেরে শিলিগুড়ির কোর এরিয়ায় উপযুক্ত মাঠ সংকুলান করা

উত্তরে সভা বাতিল

যায়নি। সেই কারণেই শিলিগুড়িতে শুভেন্দুর প্রস্তাবিত সভা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়েছে।' রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন, রাজ্যজুড়ে প্রায় প্রতিটি সভার অনুমতি পেতেই যেখানে বিরোধী দলনেতাকে আদালতে গিয়ে অনুমতি আদায় করতে দেখা গিয়েছে, সেখানে শিলিগুড়িতে প্রশাসনের বাধায় পিছিয়ে যাওয়ার পিছনে দলীয় কারণ থাকতে পারে। শিলিগুড়ি সভা নিয়ে বিজেপি তেমন উচ্চবাচ্য না করলেও কোচবিহার নিয়ে যথেষ্ট সরব। কারণ চলতি মাসেই ৯ জানুয়ারি কোচবিহারে রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও দিলীপ ঘোষের যৌথ সভা হওয়ার কথা ছিল। ১২ জানুয়ারি বালুরঘাটের সাংসদ, প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের সভা করার কথা ছিল কোচবিহারে। ১৫ জানুয়ারি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা সহ একাধিক রাজ্য নেতৃত্বের সভার জন্য প্রশাসনের কাছে অনুমতি চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু তিনটি সভাতেই প্রশাসনের 'না'।

আনন্দর মতে, উত্তরবঙ্গ বিজেপির গড়। সেখানে বিজেপি যাতে ভালো ফল করতে না পারে, তার জন্যই এখন থেকে পরিকল্পিতভাবে পুলিশ প্রশাসনকে দিয়ে বিজেপিকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে।

শুভেচ্ছা মমতা-অভিষেকের

মা হলেন সোনালি বিবি

কলকাতা ও রামপুরহাট, ৫ জানুয়ারি : পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন সোনালি বিবি। বাংলায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে চূড়ান্ত হেনস্তা করা হয়েছিল তাঁকে ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের। সেই পুশব্যাক অবস্থা থেকে ফিরে এসে সোমবার বীরভূমের রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তৃতীয় সন্তানের জন্ম দিলেন তিনি। খবর পেয়ে নবজাতক এবং প্রসূতিকে দেখতে হাসপাতালে আসেন রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম। মঙ্গলবার মা ও ছেলের সঙ্গে হাসপাতালে দেখা করবেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আগেই সোনালি জানিয়েছিলেন, তিনি চান নবজাতকের নাম দিন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সেই অনুরোধে সাড়া দিয়ে গঙ্গাসাগর থেকে মমতা বলেন, 'এটা খুব ভালো খবর। আমি ফুল ও মিষ্টি পাঠাব। ওরা যদি চায় আমি ছেলের নামকরণও করে দেব।'

হাসপাতাল সূত্রে খবর, সোনালি ও তাঁর সদ্যোজাত সন্তান দু'জনেই সুস্থ। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ অস্ত্রোপচার করা হয় সোনালির। এদিন তাঁর সঙ্গে দেখা করে সামিরুল বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। কারণ পরিবার চেয়েছিল পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে ছেলের জন্ম হোক। দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তাঁদের ইচ্ছা পূরণ করা গিয়েছে।'

সন্তান জন্মের খবর পেয়েই সমাজমাধ্যমে সোনালিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে অভিষেক লেখেন, 'সোনালি খাতুন একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন জেনে আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত এবং সত্যিই আনন্দিত। তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রেক্ষাপটে এই আনন্দের মুহূর্তটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ক্ষমতার এক জঘন্য অপব্যবহার করে দিল্লি পুলিশ ও কেন্দ্রীয় সরকার তাঁকে মিথ্যাভাবে বাংলাদেশি হিসেবে চিহ্নিত করে জোরপূর্বক বাংলাদেশে পাঠিয়ে দিয়েছিল। তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া এই দুর্ভোগ ছিল মানব মর্যাদার এক চরম লঙ্ঘন, যা কোনও নাগরিক, বিশেষ করে একজন গর্ভবতী মা কখনোই সহ্য করতে বাধ্য নয়।' একই সঙ্গে অভিষেক জানিয়েছেন, মঙ্গলবার বীরভূম সফরের সময় তিনি ব্যক্তিগতভাবে দেখা করে সোনালি ও নবজাতককে শুভেচ্ছা জানাবেন।

> সোনালি খাতুন একটি সুস্থ পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন জেনে আমি গভীরভাবে আবেগাপ্লুত এবং সত্যিই আনন্দিত। তাঁর ওপর ঘটে যাওয়া অন্যায়ের প্রেক্ষাপটে এই আনন্দের মুহূর্তটি আরও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে।
>
> **অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়**

তৃণমূল সূত্রে খবর, শীতবস্ত্র ও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে হাসপাতালে যেতে পারেন অভিষেক। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় বাংলাদেশে কারাবাস সহ 'নিগ্রহ'-এর শিকার হওয়া সত্ত্বেও সোনালি 'সাহস ও দৃঢ় সংকল্পের পরিচয়' দিয়েছে বলে জানিয়েছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। রবিবার প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর পরিচর্যার জন্য হাসপাতালে বাড়তি নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

দেবকে শুনানিতে তলব

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : এসআইআর শুনানিতে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তলব পড়ল তারকাদেরও। ডাক পেলেন অভিনেতা তথা তৃণমূল সাংসদ দীপক অধিকারী ওরফে দেব। তাঁর পরিবারের আরও তিন সদস্যকে ডাকা হয়েছে। সোমবার ডাকা হয় ক্রিকেটার মহম্মদ সামিকে। যদিও ম্যাচ থাকার কারণে তিনি হাজিরা দিতে পারেননি। তবে হাজিরা দিয়েছেন অভিনেতা দম্পতি কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও লাবণী সরকার। ব্যস্ত তারকা, অভিনেতাদের তলবের বিরুদ্ধে সুর চড়াচ্ছে তৃণমূল।

জানা গিয়েছে, ইতিমধ্যেই দক্ষিণ কলকাতার আবাসনে দেবের পরিবারের কাছে নোটিশ গিয়েছে। বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন কলকাতা পুরসভার ৯৩ ওয়ার্ডের কাউন্সিলার মৌসুমি দাস। কবে তাঁদের শুনানি কেন্দ্রে হাজির হতে হবে, সেই দিনক্ষণ জানা যায়নি। সূত্রের খবর, এনুমারেশন ফর্মের নীচে থাকা অংশে ২০০২ সালের লিঙ্ক সংক্রান্ত তথ্য দেওয়ার কথা অভিনেতার। সেই অংশ পূরণ করা হয়নি। বিষয়টি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'দেবের উচিত ঢাকঢোল পিটিয়ে এসআইআর শুনানিতে হাজির হওয়া। এরপর যাঁরা ডেকেছেন তাঁরা ভিড় সামলাবেন।'

সোমবার যাদবপুরের কার্জননগর স্কুলে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল মহম্মদ সামিকে। বর্তমানে রাজকোটে রয়েছেন তিনি। তাঁর পরিবারের পক্ষ থেকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। আপাতত শুনানিতে হাজিরা দিতে পারছেন না তিনি। বাড়ি ফিরে এসে কমিশনের আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে সমস্যার সমাধান করবেন। কাউন্সিলার মৌসুমী দাস জানান, দেব সাংসদ। তাঁকেও ডাকা হয়েছে। সব ধরনের মানুষকে ডাকা হচ্ছে। এটা হয়রানি ছাড়া কিছুই নয়। মহম্মদ সামি রাজ্যের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করতে ভিন রাজ্যে গিয়েছেন। তাই তাঁর এসআইআর সংক্রান্ত যাবতীয় জটিলতার বিষয়ে সহযোগিতার প্রস্তুতি করে রাখা হয়েছে। এদিকে এসআইআর শুনানি সেরে বেরিয়ে অভিনেত্রী লাবণী সরকার বলেন, দু'টি পেপার ওরা আমাদের সই করিয়ে নিয়েছেন। আগের সইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে দেখে ছেড়ে দিয়েছেন।'

মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল নিয়ে প্রশ্ন

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : প্যানেলের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর চাকরি মানেই কি দুর্নীতি? প্রশ্ন তুলছেন তৃতীয় কাউন্সেলিং ও তার পরবর্তী পর্যায়ে চাকরি পাওয়া প্রার্থীরা। মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে যাঁরা চাকরি পেয়েছিলেন, তাঁদের নিয়োগ অবৈধ বলেই অভিযোগ উঠেছে। কমিশন প্যানেলের বৈধ মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সুপারিশপত্র দিয়ে এঁদের নিয়োগ করেছেন। এবার শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের একাংশ যাঁরা তৃতীয় কাউন্সেলিং বা তার পরবর্তী ধাপে চাকরি পেয়েছেন, তাঁরা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। তাঁদের দাবি, কমিশনের দীর্ঘসূত্রিতা ও সময়মতো কাউন্সেলিং না করানোর দায় তাঁরা কেন নেবেন?

২০১৬ সালের নবম ও দশম শ্রেণির প্যানেলের মেয়াদ শেষ হয়েছিল ১২ মার্চ ২০১৯ সালে। একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণির ক্ষেত্রে ২০১৮ সালের ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত মেয়াদ ছিল। এই তারিখের পরে যাঁদের নিয়োগ হয়েছে, তাঁদের চাকরির বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে আদালত। যদিও চাকরিপ্রার্থীদের একাংশের দাবি, কমিশন সময়মতো কাউন্সেলিং না করানোর ফলে তাঁদের নিয়োগ প্রক্রিয়া, প্যানেলের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে সম্পন্ন হয়েছে। আদালত ইতিমধ্যেই কমিশনকে তাদের বক্তব্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছে। ১৩ জানুয়ারি মামলার শুনানি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ব্রিগেডে 'গো ব্যাক' শুনলেন হুমায়ুন

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : ব্রিগেডে সভার আগে মাঠ পরিদর্শন করতে এলেন ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। সেখানেই 'তৃণমূল কর্মী'দের বিক্ষোভের মুখে পড়ে মাঠ ছাড়তে হল তাঁকে। 'বিজেপির চামচা' আখ্যা দিয়ে হুমায়ুনকে 'দূর হটার' নিদান দিলেন বিক্ষোভকারীরা। পালটা হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, 'কারোর হিম্মত থাকলে আটকে দেখাক। কলকাতা কারও বাবার নাকি? আমারও দাদাগিরি করার জায়গা আছে। যাই হোক না কেন, আমরা সভা করব।'

পরে হুমায়ুন জানান, নিয়ম মেনে ব্রিগেডে সভা করার জন্য তিনি সেনার কর্তাদের সঙ্গে শীঘ্রই দেখা করবেন। ৩১ জানুয়ারি কিংবা ফেব্রুয়ারির প্রথম সপ্তাহে ব্রিগেডে তাঁর নতুন দল জনতা উন্নয়ন পার্টির সমাবেশ করার পরিকল্পনা চলছে। যখন বিধায়ক মাঠে আসেন, তখন কয়েকটি তরুণ সেখানে খেলছিলেন। হুমায়ুনকে দেখেই তাঁরা নিজেদের তৃণমূলকর্মী বলে দাবি করে চিৎকার শুরু করেন। তাঁরা বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রীকে নিয়ে উনি মিথ্যা ও কুৎসা রটাচ্ছেন। তারই প্রতিবাদে আমাদের বিক্ষোভ।' নিজেদের গার্ডেনরিচের বাসিন্দা বলে দাবি করে হুমায়ুনকে 'গো-ব্যাক' স্লোগানও দেন তাঁরা। হুমায়ুনের উত্তর, 'যে কেউ বিক্ষোভ দেখাতে পারে। কে কী বলল, তার জবাব দিতে আমি বাধ্য নই। চাকরি বিক্রি করে দুর্নীতিতে ইতিহাস তৈরি করেছে সরকার। আমরা এই দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে হটাব।' শুভেন্দু অধিকারীকেও কটাক্ষ করেন হুমায়ুন। সাংগঠনিক দুর্বলতার কারণে বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির ২২০টি আসন পাওয়ার স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বলে জানান তিনি। তাঁর কথায়, 'শুভেন্দু ২২০টি আসন

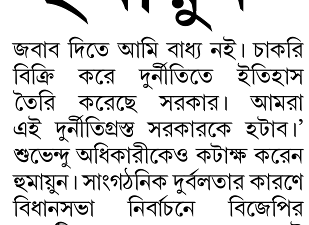

কোথা থেকে পাবে? বিজেপি তো ৩০ হাজার বুথে কর্মীই দিতে পারে না।'

নিরাপত্তারক্ষীদের ঘেরাটোপে হুমায়ুন মাঠ ছাড়লেও প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ সম্পর্কে জানিয়ে দেন, বেঙ্গালুরুর একটি সংস্থাকে মসজিদ নির্মাণের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। বেলডাঙায় ৩০ বিঘা জমি প্রস্তুত। মাটি পরীক্ষার পর ন্যাশনাল হাইওয়ে থেকে ৮০ ফুট ছেড়ে মসজিদ নির্মাণের কাজ শুরু হবে ১৫ ফেব্রুয়ারির আগেই।

বাধা নতুন চাকরিপ্রার্থীদের

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : সপ্তাহের শুরুতেই ফের পথে নামলেন স্কুল সার্ভিস কমিশনের পুনর্নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। বিকাশ ভবনে শান্তিপূর্ণভাবে তাঁদের ডেপুটেশন জমা দেওয়ার কর্মসূচি সোমবার ভেস্তে দিল পুলিশ। করুণাময়ীতে জমায়েত শুরু করতেই ধরপাকড় করা হয় চাকরিপ্রার্থীদের। আটক হন অনেকেই। জোর করে অধিকাংশ আন্দোলনকারীকে প্রিজন ভ্যানে তোলে পুলিশ। অতিরিক্ত ১০ নম্বর বাতিল, শূন্যপদ বৃদ্ধি ও মেয়াদ উত্তীর্ণ প্যানেল থেকে যাঁরা চাকরি পেয়েছেন, তাঁদের নিয়োগ বাতিলের দাবি তোলেন ফ্রেশাররা। যদিও এসএসসির যুক্তি, সব থেকে বেশি নতুন চাকরিপ্রার্থীরাই ইন্টারভিউয়ে সুযোগ পেয়েছেন।

এদিন আন্দোলনকারী শিশির দাস বলেন, 'সকাল থেকে আমাদের ফোন করে হুমকি দিচ্ছে পুলিশ। বাড়িতেও পুলিশ পাঠানো হয়েছে। তারপরও আমরা নিজেদের বঞ্চনার কথা তুলে ধরতে এখানে এসেছি।' আন্দোলনকারীদের দাবি, 'আমরা সরকারের কাছে দাবিপত্র যাতে পেশ করতে না পারি তাই ইচ্ছাকৃতভাবে এই আক্রমণ।' সকল চাকরিপ্রার্থীর ওএমআর প্রকাশের পাশাপাশি নবম-দশমের ইন্টারভিউ প্রক্রিয়ার ভিডিওগ্রাফি করারও দাবি তুলেছেন তাঁরা।

রোশনাইয়ে ভাসছে গঙ্গাসাগর

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

গঙ্গাসাগর, ৫ জানুয়ারি : পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যলগ্নে শাহি স্নানের সময় যত এগিয়ে আসছে, সাগরদ্বীপের পরিবেশ ততই ভক্তি ও আধ্যাত্মিকতায় ভরে উঠছে। 'সব তীর্থ বারবার, গঙ্গাসাগর একবার'— এই চিরন্তন বিশ্বাসকে পাথেয় করে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে হাজার হাজার পুণ্যার্থী ও সাধুসন্তদের ভিড় আছড়ে পড়ছে সাগরের বেলাভূমিতে। ২০২৬ সালের এই মেলাকে কেন্দ্র করে প্রশাসনের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে নজিরবিহীন প্রস্তুতি।

এবারের গঙ্গাসাগর মেলার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ হল অপূর্ব আলোকসজ্জা। মেলাপ্রাঙ্গণ থেকে শুরু করে কপিলমুনির আশ্রম পর্যন্ত গোটা এলাকা দুধসাদা এবং নীল-সাদা আলোর মালায় সাজিয়ে তোলা হয়েছে। সূর্যাস্তের পর যখন সাগরের ঢেউয়ে এই আলোর প্রতিফলন ঘটে, তখন এক মায়াবী ও স্বর্গীয় পরিবেশ তৈরি হয়। মন্দির চত্বর ও মেলাপ্রাঙ্গণের প্রতিটি গলি আধুনিক এলইডি আলোয় ঝলমল করছে। শুধুমাত্র মন্দির নয়, কচুবেড়িয়া ভেসেল ঘাট থেকে শুরু করে তীর্থযাত্রীদের হাঁটার পথ-সবই এখন আলোকোজ্জ্বল।

আলোর মালায় সেজে উঠেছে কপিলমুনির আশ্রম। -সংবাদচিত্র।

মকরসংক্রান্তির রাজযোগ আসতে এখনও দিনকয়েক বাকি থাকলেও মেলাপ্রাঙ্গণে তিলধারণের জায়গা নেই। উত্তর ভারতের হিন্দিভাষী রাজ্যগুলো থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারতের প্রান্তিক গ্রাম-সব জায়গার মানুষই এখন সাগরমুখী। কাতারে কাতারে সাধু-সন্ন্যাসীরা কেউ আসছেন জটাধারী বেশে, কেউ বা নাগা সন্ন্যাসী রূপে। তাঁদের শঙ্খধ্বনি এবং 'জয় গঙ্গে' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে গোটা দ্বীপ। শিয়ালদা ও হাওড়া স্টেশন থেকে বিশেষ ট্রেনের মাধ্যমে মানুষ নামখানা ও কাকদ্বীপ পৌঁছোচ্ছেন, সেখান থেকে ভেসেলে পার হয়ে বাস বা ছোট গাড়িতে করে পৌঁছোচ্ছেন মূল মেলাস্থলে।

ভিড় সামলাতে এবং পুণ্যার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে জেলা প্রশাসন ও রাজ্য সরকার কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। মেলাপ্রাঙ্গণ জুড়ে বসানো হয়েছে শত শত সিসি ক্যামেরা। ড্রোন ক্যামেরার মাধ্যমে আকাশপথে নজরদারি চালানো হচ্ছে। হাজার হাজার পুলিশকর্মী ও সিভিক ভলান্টিয়ারের পাশাপাশি বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন দিনরাত পরিষেবা দিয়ে যাচ্ছে। অস্থায়ী হাসপাতাল এবং অ্যাম্বুল্যান্সের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে। মেলাকে দূষণমুক্ত রাখতে প্লাস্টিক বর্জনের ওপর কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে এবং নিয়মিত সাফাই অভিযান চলছে।

হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের কাছে গঙ্গাসাগর স্নানের গুরুত্ব অপরিসীম। বিশ্বাস করা হয়, কপিলমুনি আশ্রমের সামনে এই পবিত্র মোহনায় স্নান করলে জীবনের সমস্ত পাপ ধুয়ে যায় এবং মোক্ষলাভ সম্ভব হয়।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২২৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ২১ পৌষ ১৪৩২

মরশুমি আশ্বাস

ভোট সামনে না থাকলে কি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনে হত যে চা শ্রমিকের মজুরি এত কম! ২৫০ টাকা দৈনিক মজুরিতে যে সংসার চলে না- এই উপলব্ধি হতে সময় লাগল অনেক। আবার অভিষেকের ঘোষণার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে রাজু বিস্টের মনে হল, আর তো মাত্র ক'টা দিন, জাতীয় শ্রম নীতি কার্যকর হলে চা শ্রমিকের মজুরি ৩৫০ টাকা হয়ে যাবে।

এক কদম এগিয়ে কেন্দ্রীয় শ্রমমন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য জানালেন, শুধু মজুরি বৃদ্ধি নয়, জাতীয় শ্রম আইনে ইএসআই, গ্র্যাচুইটি, শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ইত্যাদি নানা সুবিধা মিলবে চা বাগানে। শ্রম আইনটি কিন্তু সংসদে গৃহীত হয়েছে অনেকদিন। তাহলে এতদিনে উত্তরবঙ্গে এসে মান্ডব্যের আইনটির কথা মনে হওয়ার কারণ কি সামনে ভোট? কীসের ভিত্তিতে দার্জিলিংয়ের সাংসদ দৈনিক মজুরি ৩৫০ হবে বললেন? মজুরি নির্ধারণের মানদণ্ডটি ঠিক কী, তা যেমন অভিষেকের ভাষণে ছিল না, তেমনই নেই বিস্টের কথায়।

তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক হঠাৎ শুধু চা শ্রমিকের সমস্যা শুনতে উত্তরবঙ্গে চলে এলেন। যেন এতদিন সমস্যাগুলি তাঁর দল বা তাঁর দলের সরকারের জানা ছিল না! শ্রমিকদের ডাক দিলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী করে দিন, ৩০ দিনের মধ্যে মজুরি ৩০০ টাকা হয়ে যাবে। মুখ্যমন্ত্রীর পদে তো এখনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই আছেন। গত ১৫ বছর ধরেই আছেন।

প্রশ্ন তোলা কি অস্বাভাবিক হবে যে, তাহলে এতদিনে কেন মজুরি ৩০০ টাকা করে দেওয়া গেল না! প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী থাকাকালীন নির্মলা সীতারামন বেশ কয়েকবার উত্তরবঙ্গে এসে বন্ধ চা বাগান খোলার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। চা বাগানের পরিকাঠামো উন্নয়নে প্যাকেজের কথা শোনা গিয়েছিল। বাস্তবে তার কিছুই হয়নি। এখন চা শ্রমিকের মজুরি ও অন্য সুযোগসুবিধার কথা মান্ডব্য ও বিস্টের মনে পড়ছে কি সামনে ভোট আছে বলেই?

চা শিল্পে শ্রমিকের মজুরি নিয়ে তিন বছর অন্তর অন্তর চুক্তির প্রথাটাই বরং তৃণমূল জমানায় উঠে গিয়েছে। ওই চুক্তি হত মালিক ও শ্রমিকের। সরকারকে আলোচনায় অংশ নিতে হলে চুক্তি হত ত্রিপাক্ষিক। সেই প্রথাটা তুলে দিয়ে এখন মজুরি বৃদ্ধির বিষয়টি হয়ে গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছে নির্ভর। শ্রমিকদের অসন্তোষের আঁচ টের পেলে তিনি একতরফা অ্যাড হক মজুরি বৃদ্ধি ঘোষণা করে দেন।

অথচ ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণের দীর্ঘদিনের দাবিটাকেই ঠান্ডাঘরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। ন্যূনতম মজুরি ঠিক করতে যে বিশেষ কমিটি গড়া হয়েছিল, সেই কমিটির আর কোনও তৎপরতা দেখা যায় না। মুখ্যমন্ত্রী যে মজুরির অ্যাড হক বৃদ্ধি ঘোষণা করেন, তাকে শ্রমিক বা মালিক- কোনও পক্ষের মতামত থাকে না। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যদি উপলব্ধি করেই থাকেন যে, ২৫০ টাকা মজুরিতে সংসার চলে না, তাহলে এই সরকার থাকতে থাকতেই কেন ৩০০ টাকা করে দেওয়া হচ্ছে না?

আবার অভিষেকের ৩০০ ঘোষণার পরদিনই রাজু বিস্টের ৩৫০ টাকা মজুরি ঘোষণা নিছক কাকতালীয় নয়। বরং ভোট বড় বালাই বলে নিলামের ডাকের মতো মজুরি বৃদ্ধির পরিমাণের আশ্বাস নিয়ে প্রতিযোগিতায় নেমে পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। পাহাড় ও লাগোয়া সমতলে উত্তরবঙ্গে চা শ্রমিকদের ভোট যে সত্যিই বালাই। এই ভোট নির্ধারক শক্তি তো বটেই।

এখন তো চা শ্রমিকের স্বার্থে কে বা আগে করিবেক দান, তার লাগি প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে গিয়েছে। মজুরি বাড়ানোর আশ্বাসের এই হইচই চললেও এখন এই শীত মরশুমে যে বেশকিছু চা বাগান বন্ধ হয়ে আছে, তা নিয়ে কোনও মহলের কোনও উচ্চবাচ্য নেই। ফলে মজুরি নিয়ে এই শোরগোল যে শুধুই ভোটের মরশুমি, তা বুঝতে বোধহয় চা শ্রমিকের অসুবিধা হচ্ছে না।

অমৃতধারা

দুর্বল মন চিরকালই সন্দিগ্ধ, - তারা কখনোই নির্ভর করতে পারে না। তাদের নিকট সারাটা জীবন জ্বালাময়। শেষে অশান্তিতে সুখ-দুঃখ ডুবে যায়- কি সুখ, কি দুঃখ বলতে পারে না, বললে হয়তো বলে 'বেশ', তাও অশান্তি, অবসাদে জীবন ক্ষয় হয়ে যায়। দুর্বল হৃদয়ে প্রেমভক্তির স্থান নেই। পরের দুর্দশা দেখে, পরের ব্যথা দেখে, পরের মৃত্যু দেখে নিজের দুর্দশা, ব্যথা বা মৃত্যুর আশঙ্কা করে ভেঙে পড়া, এলিয়ে পড়া বা কেঁদে আকুল হওয়া ওসব দুর্বলতা। যারা শক্তিমান, তারা যাই করুক, তাদের নজর নিরাকরণের দিকে, যাতে ওসব অবস্থায় আর না কেউ বিধ্বস্ত হয়, প্রেমের সহিত তারই উপায় চিন্তা করা- বুদ্ধদেবের যা হয়েছিল। ওই হচ্ছে সবল হৃদয়ের দৃষ্টান্ত।

-শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূলচন্দ্র

প্রশ্নহীন ক্ষমতা ও দম্ভের রাজনীতি

ক্ষমতার দম্ভ শালীনতার সীমা ছাড়ালে গণতন্ত্রও বিপন্ন হয়। আজ প্রশ্ন না করলে কাল আপনার হয়ে কেউ কথা বলবে না।

জয়জিৎ বণিক

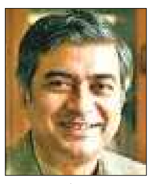

হাতের মুঠোয় যখন সবটুকু ক্ষমতা চলে আসে, তখন মানুষ আর মানুষ থাকে না। গদির গরম নেতাদের বিনয় কেড়ে নেয়, আর সেই খালি জায়গায় বাসা বাঁধে আকাশছোঁয়া দম্ভ। তখন প্রশ্ন শুনলে মনে হয় অপমান, সাধারণ মানুষকে মনে হয় পথের কাঁটা। আর মানুষের জীবন-মৃত্যু? ওটা তো ওদের কাছে নেহাতই একটা পরিসংখ্যান, যা এক তুড়িতে বা একটা অসভ্য গালি দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া যায়।

দম্ভের নাম যখন 'ঘণ্টা'

সম্প্রতি মধ্যপ্রদেশের ইন্দোরে বিষাক্ত জল খেয়ে শিশু সহ বহু মানুষ মারা গেল। এমন মর্মান্তিক ঘটনার সামনে দাঁড়িয়ে যখন একজন দায়িত্বশীল মন্ত্রী প্রতিক্রিয়া দেন 'ঘণ্টা' বলে, তখন শিউরে উঠতে হয়। এটা শুধু ওই মন্ত্রীর ব্যক্তিগত অভদ্রতা নয়, এটা একটা গভীর অসুখের লক্ষণ। এই একটা শব্দ—'ঘণ্টা'—আমাদের বুঝিয়ে দিচ্ছে, ক্ষমতার দম্ভে নেতারা এখন আর কারও তোয়াক্কা করেন না। তদন্তের ভয় নেই, জবাবদিহির ভয় নেই, এমনকি আগামী নির্বাচনে হারার ভয়ও নেই। কারণ, তাঁরা জানেন, প্রশ্ন করার মতো কেউ আর অবশিষ্ট নেই। ক্ষমতা যখন নিজের কাজের কৈফিয়ত দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করে না, তখন গণতন্ত্রের বিপদঘণ্টা বাজতে শুরু করে।

শাসকের পিঠ যখন দেওয়ালে

ইতিহাস সাক্ষী, শাসকের দয়ায় বা মহানুভবতায় আমরা কোনওদিন ন্যায়বিচার পাইনি। বিচার ছিনিয়ে আনতে হয়েছে। আর সেটা সম্ভব হয়েছে একটাই কারণে—চাপ। সেই চাপ ছিল সংবাদমাধ্যমের, সেই চাপ ছিল বিরোধী দলের, সেই চাপ ছিল সাধারণ মানুষের ক্ষোভের। সম্প্রতি আরাবল্লি পাহাড় বাঁচানোর মামলাটার কথা মনে করুন। পরিবেশ বাঁচাতে আদালত যে রায় দিয়েছিল, তা কি এমনি এমনি কার্যকর হয়েছিল? একদম না। সংবাদমাধ্যম যদি দিনের পর দিন চ্যাঁচামেচি না করত, সাধারণ মানুষ যদি ক্ষোভে ফেটে না পড়ত, তাহলে ওই ফাইল কবেই লাল ফিতের ফাঁসিতে ঝুলে যেত। উন্নাও ধর্ষণ কাণ্ডের কথাই ধরুন। ধর্ষক কুলদীপ সিং সেঙ্গার। প্রবল প্রতাপশালী নেতা। তিনি যখন জেলের ভেতর থেকেও কলকাঠি নেড়ে রেহাই পাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, তখন তাঁকে কে আটকেছিল? আদালতের ভেতরের যুক্তিতর্ক? না। তাঁকে আটকেছিল আদালতের বাইরের কোলাহল। দেশজুড়ে মানুষের চিৎকার আর সংবাদমাধ্যমের নাছোড়বান্দা মনোভাব বিচার ব্যবস্থাকে বাধ্য করেছিল নড়েচড়ে বসতে। ক্ষমতা তখনই পিছু হটে, যখন তার পিঠ দেওয়ালে ঠেকে যায়। যখন সে বোঝে, পালানোর আর কোনও রাস্তা নেই।

বিরোধীহীন ভারতের মরণফাঁদ

এবার একটু ভাবুন। কল্পনা করুন এমন একটা ভারতের কথা, যেখানে এই 'চাপ' সৃষ্টি করার মতো কেউ নেই। কল্পনা করুন এমন এক দেশ, যেখানে শাসকের চোখের দিকে তাকিয়ে অস্বস্তিকর প্রশ্ন করার মতো কোনও বিরোধী দল নেই। এমন এক দেশ, যেখানে মিডিয়া বা সংবাদমাধ্যম বিক্রি হয়ে গিয়েছে অথবা ভয়ে চুপ করে আছে। ভাবুন তো, তখন কী হবে? তখন পুলিশ জানবে, প্রশাসন জানবে, শাসকদলকে ছোঁয়ার ক্ষমতা কারও নেই। তারা জানবে, তারা যা খুশি তাই করতে পারে। এই যে 'বিরোধী মুক্ত ভারত'-এর স্বপ্ন দেখানো হচ্ছে, এর আসল মানে কী জানেন? এর মানে হল—এমন এক রাজত্ব, যেখানে গদিতে বসে থাকা লোকটার 'ভালো' হওয়ার কোনও দায় থাকবে না। যখন কেউ প্রশ্ন করার নেই, তখন তারা কেন ন্যায়বিচার করবে? কেন সাবধানে পা ফেলবে? এটাই হল 'বিরোধী মুক্ত ভারত'-এর সবচেয়ে বড় মরণফাঁদ। এটা শুধু রাজনীতির খেলা নয়, এটা আমাদের সমাজের মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার খেলা। যখন কেউ ক্ষমতাকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে না, তখন ক্ষমতা নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। তখন নিষ্ঠুরতা আর ব্যতিক্রম থাকে না, সেটাই নিয়ম হয়ে দাঁড়ায়। তখন মন্ত্রীরা মৃত্যু নিয়ে ইয়ার্কি মারবেন। ক্ষমতাবানরা ক্যামেরার সামনে দাঁড়িয়েই নির্যাতিতাকে হুমকি দেবেন। আর পুলিশ থেকে প্রশাসন—সবাই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে থাকবে। কারণ তারা জানে, তাদের দিকে আঙুল তোলার সাহস বা ক্ষমতা এই দেশে আর কারও নেই।

ভিন্নমতই গণতন্ত্রের রক্ষাকবচ

অনেকেই চায়ের কাপে তুফান তুলে বলেন, 'বিরোধী দল থাকা মানেই তো ঝামেলা, কথায় কথায় ধর্মঘট আর উন্নয়ন আটকে দেওয়া।' তাঁদের বলি, একটু থামুন। আবেগে না ভেসে ঠান্ডা মাথায় ভাবুন। গণতন্ত্র মানে কিন্তু শুধু পাঁচ বছর অন্তর ভোট দিয়ে একটা সরকারকে জিতিয়ে আনা নয়। গণতন্ত্র মানে হল, যে সরকারই ক্ষমতায় আসুক, তাকে সব সময় তটস্থ রাখা। তাকে মনে করিয়ে দেওয়া যে, 'তুমি বাবু দেশের মালিক নও, তুমি আমাদের সেবক।' আর এই মনে করিয়ে দেওয়ার কাজটাই করে বিরোধী পক্ষ। আজ যদি আপনি ভাবেন বিরোধীরা আপনার শত্রু, তবে ভুল ভাবছেন। কাল যখন ক্ষমতা আপনার কথা শুনতে চাইবে না, তখন আপনার হয়ে গলাটা ফাটাবে কে? কাল যখন পুলিশ আপনার এফআইআর নিতে চাইবে না, তখন আপনার হয়ে থানার সামনে ধর্নায় বসবে কে? যখন যারা ক্ষমতায় আছে, তারা ঠিক করবে যে আপনার কোনও প্রশ্নের উত্তর তারা দেবে না—তখন সেই উত্তরটা আদায় করবে কে? 'বিরোধী মুক্ত ভারত' শুনতে খুব শক্তিশালী বা 'স্মার্ট' স্লোগান মনে হতে পারে। কিন্তু মনে রাখবেন, যে দেশে বিরোধী নেই, সে দেশ শক্তিশালী নয়; সে দেশ আসলে বোবা। আর ইতিহাস বলছে, এই বোবা বা নীরব দেশগুলোতে সাধারণ মানুষ কখনোই সুরক্ষিত থাকেনি। বরং এই নীরবতাই স্বৈরাচারের জন্ম দিয়েছে বারবার। একটি সুস্থ গণতন্ত্রে ভিন্নমত থাকা, বিরোধিতা থাকা কোনও 'উপদ্রব' নয়, এটি হল আপনার আমার রক্ষাকবচ। আমরা যদি আজ সেই রক্ষাকবচটা ছুড়ে ফেলি, তবে আমরা আসলে নিজেদেরই বাঘের মুখে ঠেলে দিচ্ছি। মন্ত্রীর ওই 'ঘণ্টা' মন্তব্যটা তাই শুধু একটা গালি নয়, ওটা ভবিষ্যতের একটা ট্রেলার। ওটা আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে—প্রশ্নহীন ক্ষমতা কতটা বেপরোয়া, কতটা অমানবিক হতে পারে। তাই, প্রশ্ন করা থামাবেন না। বিরোধিতা করতে ভয় পাবেন না। কারণ যেদিন দেশে প্রশ্ন ফুরিয়ে যাবে, সেদিন গণতন্ত্রও শেষ হয়ে যাবে। বিরোধীহীন দেশ কোনও স্বপ্নের দেশ হতে পারে না, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন—যেখানে আপনার আর্তনাদ শোনার মতো কেউ থাকবে না।

(লেখক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অধ্যাপক)

আজ যদি ভাবেন বিরোধীরা আপনার শত্রু, তবে ভুল ভাবছেন। কাল যখন ক্ষমতা আপনার কথা শুনবে না, পুলিশ এফআইআর নেবে না, তখন আপনার হয়ে গলা ফাটানোর কেউ থাকবে না। বিরোধীহীন দেশ কোনও স্বপ্নের দেশ নয়, ওটা একটা দুঃস্বপ্ন—যেখানে আপনার আর্তনাদ শোনার মতো কেউ নেই।

আজ

১৯৫৯

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন প্রাক্তন ক্রিকেটার কপিল দেব নিখাঞ্জ।

১৯৬৭

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন গায়ক, সংগীত পরিচালক এআর রহমান।

আলোচিত

বিচার-পূর্ব কারাবাস দীর্ঘ হচ্ছে, শুধু এই যুক্তিতে জামিন মঞ্জুর করা যায় না। জাতীয় নিরাপত্তা ও আইনশৃঙ্খলা নিয়ে উদ্বেগ অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে দিল্লির হিংসা মামলায় উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের বিরুদ্ধে যে প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা জামিন দেওয়ার পক্ষে অসুবিধাজনক।

- সুপ্রিম কোর্ট

ভাইরাল/১

লখনউয়ের শীতলা মাতা মন্দিরের বাইরে জুতো খুলে, বিগ্রহকে ভক্তিভরে প্রণাম করেন তরুণ। এরপর প্রণামি বাক্সের ওপর রাখা জ্বলন্ত প্রদীপ ও সিঁদুরের বাটি নীচে নামিয়ে রেখে আস্ত বাক্সটিকে বগলদাবা করে নিয়ে চলে যান।

ভাইরাল/২

চিনের এক বাসস্ট্যান্ডে পিঠে ব্যাগ নিয়ে গাড়ির জন্য দাঁড়িয়ে ছিল একটি শিশু। গাড়ি আসতে দেরি করায় সেখানেই কুংফুর কলাকৌশল ঝালিয়ে নেয় সে। খুদে 'কুংফু পান্ডা'র সেই ভিডিও ভাইরাল সমাজমাধ্যমে। একরত্তির প্রশংসায় পঞ্চমুখ নেট দুনিয়া।

জনমন

জনমত

বাসে বাসে রেষারেষি বন্ধ হোক

মানবসমাজে যেমন রয়েছে মানুষের সঙ্গে মানুষের রেষারেষি, তেমনই রাস্তায় বা জাতীয় সড়কে চলতে গেলেও দেখা যায় এক বাসের সঙ্গে অপর বাসের বা এক গাড়ির সঙ্গে অন্য গাড়ির রেষারেষি। ইতিপূর্বে কে কার আগে যাত্রী তুলবে এই নিয়ে বেসরকারি এক বাসের সঙ্গে অপর বাসের রেষারেষি চাক্ষুষ করেছি। ২৩ ডিসেম্বর প্রত্যক্ষ করলাম উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের দুই বাসের মধ্যে তীব্র রেষারেষি।

একটা বাস ছিল দিনহাটা থেকে শিলিগুড়িগামী, অপর বাসটা ছিল কোচবিহার থেকে শিলিগুড়িগামী। আমি ছিলাম ওই দিনহাটা থেকে আসা বাসের যাত্রী। মাথাভাঙ্গা কলেজ মোড় থেকে উঠে যাচ্ছিলাম চ্যাংরাবান্ধা বাইপাসের উদ্দেশে। জামালদহ পার হওয়া পরে আমাদের বাসটা কোচবিহার থেকে আসা বাসটাকে ৩-৪ বার ওভারটেক করে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কোচবিহার থেকে আসা বাসের চালক কিছুতেই সাইড দিলেন না। রাস্তার বাঁদিকে যথেষ্ট জায়গা থাকা সত্ত্বেও, চালক ইচ্ছে করেই বাসটাকে ডানদিকে চাপিয়ে একটু ত্যারছা করে রাস্তার উপরে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলেন। একবার তো আমাদের বাসটা সামনের বাসটার পিছনে দড়াম করে ধাক্কা প্রায় লাগিয়েই দিচ্ছিল। ধাক্কাটা লেগে গেলে আমারও জখম হওয়ার প্রবল সম্ভাবনা ছিল। কারণ আমি চালকের বাঁপাশে ইঞ্জিন বনেটের উপরেই বসে ছিলাম।

যাইহোক, ঈশ্বরের কৃপায় এই যাত্রায় একটা বড়সড়ো বিপদের হাত থেকে রক্ষা পেয়ে গেলাম। তবে যাত্রীসাধারণের অমূল্য জীবনের সুরক্ষার কথা মাথায় রেখে, রাস্তাঘাটে চলতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের গাড়ির (বাস বা অন্য ছোট গাড়ি) পারস্পরিক রেষারেষির বিষয়টা বন্ধ হওয়া একান্তভাবেই আবশ্যক। গাড়ির মালিক, চালক, বাস কনডাক্টর, খালাসি সকলেরই এই বিষয়ে সচেতনতা দেখানোর প্রয়োজন রয়েছে।

সঞ্জীবকুমার সাহা, উত্তরপাড়া, মাথাভাঙ্গা।

ভালোবাসার নতুন ঠিকানা 'ফস্টার কেয়ার'

এটি এক মানবিক উদ্যোগ, যেখানে ঔরসজাত সন্তান না হলেও আইনসম্মতভাবে একটি শিশুকে পরিবারের সদস্য করে নেওয়া যায়।

শেখর সাহা

'দ্যাখো দাদা! ও মেয়েটা কেমন সুন্দর করে গান গাইছে!' — রিয়ার কথায় তাকিয়ে দেখি, বর্ধমানের একটি শিশু হোমের মাঠে ছোট্ট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান চলছে। আমি এসেছি এক বন্ধু দম্পতির সঙ্গে। দীর্ঘ কয়েক মাসের আইনি প্রক্রিয়া শেষে আজ তারা এক কন্যাশিশুকে দত্তক নিতে এসেছে। শিশুটিকে কোলে নেওয়ার মুহূর্তে যেন চারপাশের আলো আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। রিয়ার চোখে জল, মুখে হাসি। সে বলল, 'দাদা, পৃথিবীতে এর চেয়ে বড় আনন্দ কি হয়?' আমি বলেছিলাম, 'না, একটা পরিবার পাওয়া মানেই তো পুরো পৃথিবী পাওয়া।'

কিন্তু সেই আনন্দঘন মুহূর্তের মধ্যেই চোখে পড়েছিল আরেকটি ছবি। মাঠের এক কোণে বসে ছিল আরও কয়েকজন— ১০, ১২, ১৫ বছরের কিছু ছেলেমেয়ে। তারা গান গাইছিল না, উচ্ছ্বাসে হাততালিও দিচ্ছিল না। নীরবে তাকিয়ে ছিল শুধু। তাদের চোখে যেন একই প্রশ্ন— 'আমাদের জন্যও কি কেউ আসবে?' সেই প্রশ্নটাই গভীরভাবে নাড়িয়ে দিয়েছিল আমাকে।

পরে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, এ কোনও বিচ্ছিন্ন চিত্র নয়। পশ্চিমবঙ্গ সহ সারাদেশের সরকারি ও বেসরকারি শিশু হোমগুলিতে ৬ থেকে ১৮ বছর বয়সি অসংখ্য শিশু-কিশোর আজও পরিবারহীন। অনেকের কোনও আত্মীয় নেই, আবার কারও পরিবার থাকলেও তারা আর্থিক, সামাজিক বা মানসিক কারণে শিশুটির দায়িত্ব নিতে অক্ষম। ফলে বছরের পর বছর তারা হোমেই বড় হয়, পরিবার কী— তার উষ্ণতা, নিরাপত্তা ও পরিচয়ের স্বাদ না পেয়েই।

শিশু অধিকার বিশেষজ্ঞদের মতে, শিশু হোম কখনোই কোনও শিশুর স্থায়ী বিকল্প হতে পারে না। এটি কেবল অস্থায়ী আশ্রয়। একটি শিশুর মানসিক, সামাজিক ও নৈতিক বিকাশের জন্য পারিবারিক পরিবেশ অপরিহার্য। এই বাস্তবতা থেকেই উঠে এসেছে 'ফস্টার কেয়ার'-এর ধারণা। ফস্টার কেয়ার এমন এক আইনসম্মত ব্যবস্থা, যেখানে কোনও ব্যক্তি বা পরিবার নির্দিষ্ট সময়ের জন্য একটি শিশুর দায়িত্ব নিতে পারেন। এটি স্বল্পমেয়াদি, দীর্ঘমেয়াদি বা জরুরি ভিত্তিতেও হতে পারে। দত্তকের মতো স্থায়ী না হলেও, ফস্টার কেয়ারের মতো সাময়িক ও জরুরি ব্যবস্থায় শিশুটি পায় পরিবারের ভালোবাসা, পরিচর্যা, শিক্ষা ও সামাজিক নিরাপত্তা— যা তার আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা গঠনে সহায়ক।

ফস্টার কেয়ারের মাধ্যমে শিশুটি পরিবারে থেকেই পড়াশোনা, স্বাস্থ্যসেবা ও স্বাভাবিক সামাজিক জীবনের অভিজ্ঞতা লাভ করে। একই সঙ্গে পরিবারও শেখে দায়বদ্ধতা ও মানবিকতার পাঠ। অথচ দুঃখের বিষয়, আজও বহু মানুষ এই ব্যবস্থার কথা জানেন না বা নানা ভুল ধারণার কারণে এগিয়ে আসতে দ্বিধাগ্রস্ত হন।

সমাজে এমন বহু পরিবার আছেন, যাঁরা ইচ্ছুক ও সক্ষম হয়েও এই মানবিক দায়িত্ব নেওয়ার সুযোগ থেকে বঞ্চিত। একটি পরিবার এগিয়ে এলে বদলে যেতে পারে একটি শিশুর জীবনপথ। তাই আমাদের সামাজিক অঙ্গীকার হওয়া উচিত— 'একটি শিশুও যেন পরিবারহীন না থাকে।'

ফস্টার কেয়ার হতে পারে সেই সেতুবন্ধন, যেখানে পরিবারহীন শিশু পায় মমতার আশ্রয়, আর পরিবার পায় নতুন অর্থ ও আনন্দের ঠিকানা। আসুন, এই উদ্যোগ সম্পর্কে জানি, জানাই এবং অন্তত একটি শিশুর ভবিষ্যৎ আলোকিত করার দায়িত্ব নিই। বিস্তারিত জানতে www.cara.wcd.gov.in ওয়েবসাইট বা জেলা শিশুসুরক্ষা দপ্তরের সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।

(লেখক শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৩৭

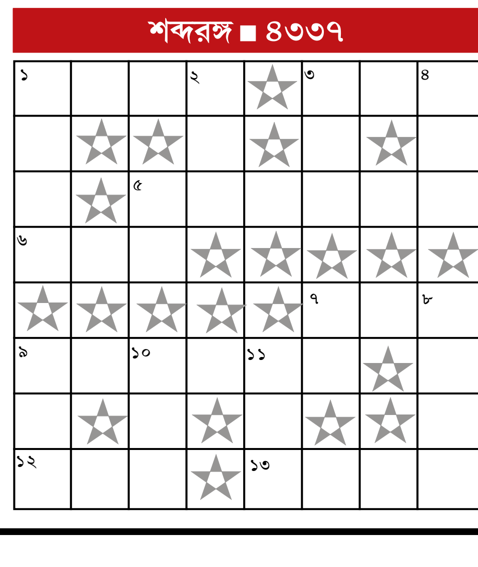

পাশাপাশি : ১। সৌভাগ্য, প্রাচুর্য ৩। সংগীতের রাগিণীবিশেষ ৫। নানারকম বাজে জিনিস, বাজে কথা, অর্থহীন প্রলাপ ৬। শ্রীরাধিকার সখীদের অন্যতম, জ্যোতিষে সাতাশ নক্ষত্রের অন্যতম ৭। পশ্চিমবঙ্গের নিকট প্রতিবেশী একটি রাজ্য ৯। পরস্পর ঈর্ষা, রেষারেষি ১২। বৃষ্টির সঙ্গে পতিত শিলা ১৩। সম্পত্তিশালী, ধনবান।

উপর-নীচ : ১। বনদেবীর আরেক নাম ২। বড় ও গভীর পুকুর, দিঘি ৩। প্রশংসা বা সমর্থন জ্ঞাপক উক্তি ৪। ঢাকের কাঠির আওয়াজ ৫। উনুন, চুলো বা চুল্লির আরেক নাম ৭। চতুর্থাংশ, অতীতে প্রচলিত মুদ্রাবিশেষ ৮। মৃতপ্রায়, মুমূর্ষু ৯। অন্য একটি বা একজন ১০। কালী, চণ্ডীকাদেবীর রূপবিশেষ ১১। চাঁদ, জ্যোৎস্না।

সমাধান ■ ৪৩৩৬

পাশাপাশি : ১। ঐকিক ৪। সুশ্রুত ৫। খাবি ৭। কহ্লার ৮। তরতাজা ৯। খকখক ১১। মারীচ ১৩। জম্বু ১৪। বাচাল ১৫। শিবিকা।

উপর-নীচ : ১। ঐচ্ছিক ২। কসুর ৩। জাতপাত ৬। বিরজা ৯। খরাজ ১০। কটিবাত ১১। মালশি ১২। চণ্ডিকা।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

জামিন অধরাই খালিদের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : শীর্ষ আদালতে ফের ধাক্কা খেলেন দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন ছাত্র উমর খালিদ এবং গবেষক শারজিল ইমাম। ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গার নেপথ্যে থাকা ‘বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের’ মামলায় দীর্ঘ অপেক্ষার পরেও জামিন পেলেন না তাঁরা। সোমবার বিচারপতি অরবিন্দ কুমার এবং বিচারপতি এনভি অঞ্জারিয়ার ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, আপাতত জেলেই থাকতে হচ্ছে এই দুই অভিযুক্তকে। তবে একই মামলায় অভিযুক্ত অন্য পাঁচজন—গুলফিশা ফাতিমা, মিরন হায়দার, শাফা-উর-রহমান, মহম্মদ সেলিম খান এবং শাদাব আহমেদকে কড়া শর্তসাপেক্ষে জামিন দিয়েছে আদালত।

শীর্ষ আদালত পর্যবেক্ষণে জানায়, উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের ভূমিকা অন্য অভিযুক্তদের থেকে ‘গুণগতভাবে ভিন্ন’। বিচারপতিদের মতে, প্রসিকিউশনের পেশ করা তথ্যপ্রমাণ অনুযায়ী এই দু’জন দাঙ্গার ষড়যন্ত্রের ‘কেন্দ্রীয় এবং মূল রূপকার’ ছিলেন। সুপ্রিম কোর্ট স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, ইউএপিএ আইনের ধারা ৪৩ডি(৫) অনুযায়ী, যদি প্রাথমিক তথ্যপ্রমাণে অপরাধের সত্যতা মেলে, তবে জামিন দেওয়া সম্ভব নয়। দীর্ঘ সময় কারাবন্দি থাকাকে ‘ট্রাম্প কার্ড’ হিসাবে ব্যবহার করে জামিন পাওয়া যায় না, বিশেষ করে যখন মামলাটি দেশের নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের সঙ্গে যুক্ত। তবে আদালত জানিয়েছে, আগামী এক বছর পর অথবা গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের বয়ান নেওয়া শেষ হলে তাঁরা পুনরায় জামিনের আবেদন করতে পারবেন।

জামিন খারিজের পর উমর খালিদ তাঁর সঙ্গী বনজ্যোৎস্না লাহিড়ির মাধ্যমে বার্তা দিয়ে জানান, তিনি অন্য পাঁচজনের মুক্তিতে অত্যন্ত খুশি এবং স্বস্তি বোধ করছেন। তবে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে আক্ষেপের সুরে বলেন, ‘জেলই এখন আমার জীবন। আব এহি জিন্দেগি হ্যায়!’

উমর খালিদের বাবা সৈয়দ কাসিম রসুল ইলিয়াস বলেন, ‘আমি হতাশ। আজকে আমার সত্যিই কিছু বলার নেই।’ শারজিলের কাকা আর্শাদ ইমাম আদালতের রায়ে বিস্মিত হলেও তা মেনে নিয়ে বলেন, ‘আমি জানি আমার ভাইপো নির্দোষ। দেরি হলেও একদিন সে বেকসুর খালাস পাবে।’

এদিন রায়ের পরই রাজনৈতিক মহলে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিজেপির মুখপাত্র শেহজাদ পুনাওয়ালা এই রায়কে ‘সত্যমেব জয়তে’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ২০২০ সালের দিল্লি দাঙ্গা ছিল একটি ‘পরিকল্পিত ও স্পনসরড’ হিংসা। তাঁর মতে, ‘টুকড়ে-টুকড়ে গ্যাং’-এর সদস্যদের সমর্থন করার জন্য কংগ্রেসের ক্ষমা চাওয়া উচিত। তবে সামান্য ভিন্ন সুরে বিজেপি নেতা তথা প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অশ্বিনী কুমারের বক্তব্য, আদালত নিশ্চয়ই নথিপত্র যাচাই করেই রায় দিয়েছে। কিন্তু একই সঙ্গে এটাও তো ঠিক যে, উমর খালিদরা দীর্ঘদিন কারাবন্দি। সুপ্রিম কোর্টের নিজস্ব পর্যবেক্ষণেই বলা হয়েছে, দীর্ঘ কারাবাস নিজেই জামিন দেওয়ার ক্ষেত্রে একটি বিবেচ্য বিষয় হওয়া উচিত।

আদালতের রায়

- উমর খালিদ ও শারজিল ইমামের বিরুদ্ধে ইউএপিএ আইনে অপরাধের প্রাথমিক সত্যতা মিলেছে
- দাঙ্গার বৃহত্তর ষড়যন্ত্রের ‘মূল রূপকার’ এবং ‘কেন্দ্রীয় চরিত্র’ হিসাবে তাঁদের গণ্য করে আদালত
- দীর্ঘ কারাবাসই জামিনের একমাত্র মাপকাঠি নয়। জাতীয় নিরাপত্তার খাতিরে দীর্ঘ কারাবাস সবসময় জামিন পাওয়ার ‘ট্রাম্প কার্ড’ হতে পারে না
- দুই প্রধান অভিযুক্তকে মুক্তি দিলে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষীদের প্রভাবিত করার বা তদন্ত প্রক্রিয়া ব্যাহত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে

> জেলই এখন আমার জীবন। আব এহি জিন্দেগি হ্যায়!
>
> **উমর খালিদ**

‘বিভীষণ’রাই ধরিয়ে দিয়েছে মাদুরো-পুত্র

কারাকাস ও ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি : ‘ঘরের লোক’-এর চরম বিশ্বাসঘাতকতায় আমেরিকার হাতে বন্দি হয়েছেন ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে এবার সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিলেন মাদুরো-পুত্র নিকোলাস মাদুরো গুয়েরা। সোমবার এক অডিওবার্তায় তিনি বলেন, ‘ইতিহাস বলবে বিশ্বাসঘাতক কে ছিল, ইতিহাসই তা উন্মোচন করবে। আমরা সেটা দেখতে পাব।’ সমর্থকদের ঐক্যবদ্ধ থাকার ডাক দিয়ে তিনি বলেন, ‘আমরা শান্ত আছি। আপনারা আমাদের রাজপথে জনগণের পাশে মর্যাদার পতাকা হাতে দেখতে পাবেন। ওরা আমাদের দুর্বল করতে চায়, কিন্তু আমরা কোনও দুর্বলতা দেখাব না। যা ঘটেছে তা অত্যন্ত কষ্টের এবং রাগের ব্যাপার। কিন্তু আমি আমার মায়ের নামে প্রতিজ্ঞা করছি, ওরা জিততে পারবে না।’ সোমবার চিনা প্রেসিডেন্ট শি জিনপিং বলেছেন, ‘বিশ্ব আজ অনিশ্চয়তা ও পরিবর্তনের এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রত্যেক জাতির নিজের মতো করে উন্নয়নের পথ বেছে নেওয়ার অধিকার আছে। অন্যদের তাকে সম্মান করতে হবে। একতরফা এবং চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্ত আন্তর্জাতিক স্থিতাবস্থাকে নষ্ট করছে।’

ট্রাম্পের শুল্ক হুমকি

ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি : বন্ধুত্ব একদিকে, আর আর্থ-কূটনৈতিক স্বার্থ অন্যদিকে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সাম্প্রতিক মন্তব্যে এই বাস্তবতাই যেন আরও একবার স্পষ্ট হয়ে উঠল। এবার রাশিয়া থেকে ভারতের তেল আমদানির বিষয়ে তাঁর গলায় শোনা গেল কড়া হুঁশিয়ারি। সাফ জানালেন, ভারত যদি রুশ তেল কেনা জারি রাখে, তবে অদূর ভবিষ্যতে তাদের ওপর আরও চড়া হারে বাণিজ্য শুল্ক চাপাতে পিছপা হবে না ওয়াশিংটন।

রবিবার ফ্লোরিডা থেকে ওয়াশিংটন ফেরার পথে প্রেসিডেন্টের বিমান সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় ট্রাম্প বলেন, ‘মোদি একজন খুব ভালো মানুষ, তিনি দারুণ লোক। তিনি জানতেন, আমি খুশি নই। আর আমাকে খুশি রাখাটা জরুরি ছিল। ওরা আমাদের সঙ্গে ব্যবসা করে, তাই আমরা খুব দ্রুত ওদের ওপর আরও শুল্ক চাপিয়ে দিতে পারি। সেটা ওদের জন্য মোটেও ভালো হবে না।’ ইউক্রেন যুদ্ধ শুরুর পর থেকে ভারত রাশিয়ার কাছ থেকে সস্তায় অশোধিত তেল কেনা শুরু করে। আমেরিকার প্রবল চাপ সত্ত্বেও জ্বালানি নিরাপত্তার স্বার্থে দিল্লি সেই সিদ্ধান্তে অনড় থেকেছে। যদিও পরিসংখ্যান বলছে, জুনের তুলনায় ডিসেম্বরে আমদানির পরিমাণ কমেছে।

মার্কিন সেনেটর লিন্ডসে গ্রাহাম জানিয়েছেন, ট্রাম্প প্রশাসনের চাপ এবং ২৫ শতাংশ অতিরিক্ত শুল্কের ভয়ে ভারত রাশিয়ার থেকে তেল কেনা উল্লেখযোগ্য হারে কমিয়ে দিয়েছে। এমনকি তিনি এমন একটি বিল আনার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন, যেখানে রুশ তেল আমদানিকারক দেশগুলির পণ্যের ওপর ৫০০ শতাংশ পর্যন্ত শুল্ক চাপানোর প্রস্তাব থাকবে। ট্রাম্প ঘনিষ্ঠ সেনেটর গ্রাহামের দাবি, আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত বিনয়মোহন কাটরা তাঁকে ভারতীয় পণ্যে শুল্ক কমানোর জন্য সক্রিয় হওয়ার অনুরোধ করেছেন।

প্রতিক্রিয়া দেয়নি সাউথ ব্লক। তবে কেন্দ্রের কাছে অবস্থান স্পষ্ট করার দাবি জানিয়েছে কংগ্রেস। দলের নেতা জয়রাম রমেশ এক্স পোস্টে লিখেছেন, ‘হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের প্রতি তাঁর কখনও নরম, কখনও গরম নীতি জারি রেখেছেন। ভারত যদি রাশিয়া থেকে তেল কেনা বন্ধ না করে, তবে তিনি আবারও ভারত থেকে মার্কিন আমদানির ওপর চড়া শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। নমস্তে ট্রাম্প, হাউডি মোদি, আলিঙ্গন এবং মার্কিন প্রেসিডেন্টের প্রশংসা সূচক সেই সব পোস্ট খুব একটা কাজে আসেনি।’ সব মিলিয়ে মোদি-ট্রাম্প বন্ধুত্ব যে এক কঠিন পরীক্ষার মুখে দাঁড়িয়ে, তা স্পষ্ট।

> মোদি একজন খুব ভালো মানুষ। তিনি জানতেন, আমি খুশি নই। আর আমাকে খুশি রাখাটা জরুরি ছিল।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

> হোয়াইট হাউসে প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভারতের প্রতি তাঁর কখনও নরম, কখনও গরম নীতি জারি রেখেছেন।
>
> **জয়রাম রমেশ**

ভোটের দফা কম, জোর বেশি বাহিনীতে

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : সোমবার নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিকরা পশ্চিমবঙ্গ সহ ভোটমুখী রাজ্যগুলির মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের সঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন। সূত্রের খবর, এই বৈঠকের ভিত্তিতে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করা হতে পারে।

সূত্রের খবর, বৈঠকে মূলত ভোটগ্রহণ কত দফায় করা হবে এবং সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করতে কত কেন্দ্রীয় পুলিশের প্রয়োজন, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েনের বিষয়টি বৈঠকের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অ্যাজেন্ডা ছিল বলে জানা গিয়েছে। জানা গিয়েছে, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়ালের কাছ থেকে রাজ্যের সামগ্রিক ভোট প্রস্তুতি নিয়ে বিশদ রিপোর্ট নেন। পাশাপাশি রাজ্যে চলমান এসআইআর প্রক্রিয়ার অগ্রগতিও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আগামী বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে ভোটপর্বের সংখ্যা ও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন নিয়ে বড়সড়ো পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলছে নির্বাচন কমিশনের অন্দরে। বৈঠকে মনোজ আগরওয়াল প্রস্তাব দিয়েছেন, আট দফার বদলে ছয় দফায় ভোটগ্রহণ করা হলে পরিস্থিতি আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে।

২০২১-এর বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে আট দফায় ভোট হয়েছিল। সেই অভিজ্ঞতার নিরিখেই এবার ভোটপর্ব কমানোর বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করছে কমিশন। তবে ভোটের ধাপ কমানোর ফলে নিরাপত্তা নিয়ে কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাইছে না কমিশন। সেই কারণে ২০২৪-এর লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় যে ১,০৯৪ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, এবার তার থেকে বেশি কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী চাওয়া হয়েছে বলে সূত্রের দাবি। এই প্রেক্ষিতেই মনোজ আগরওয়াল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের শীর্ষকর্তাদের সঙ্গেও আলাদা করে বৈঠক করবেন বলে জানা গিয়েছে। বিধানসভা ভোটে কালো টাকার লেনদেন রুখতে এদিন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকদের কড়া ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

বাংলাকে ঘিরে বড় সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত

আর্জিতে সাড়া

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : বড় মোড় নিল ইন্ডিয়ান রেলওয়ে কেটারিং অ্যান্ড ট্যুরিজম কর্পোরেশন (আইআরসিটিসি) দুর্নীতি মামলা। বিহারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী লালুপ্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে এই মামলায় চার্জ গঠনের নির্দেশ দেয় নিম্ন আদালত। সেই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করে দিল্লি হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন লালু। তাঁর সেই আর্জির প্রেক্ষিতে সোমবার হাইকোর্ট সিবিআই-এর জবাব চাইল। ১৪ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি।

কাঁপল অসম

গুয়াহাটি, ৫ জানুয়ারি : ভোররাতের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল অসম সহ উত্তর-পূর্ব ভারতের বিস্তৃর্ণ অংশ। সোমবার ভোর ৪টে ১৭ মিনিট নাগাদ কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৫.১। ভারতের ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানিয়েছে, কম্পনের উৎসস্থল মরিগাঁও জেলায় মাটির ৫০ কিলোমিটার গভীরে। ভূমিকম্পের আতঙ্কে ঠান্ডা ও কুয়াশার মধ্যে ঘর ছেড়ে রাস্তায় নেমে আসেন বহু মানুষ। ক্ষয়ক্ষতির খবর মেলেনি।

সাসপেন্ড এসডিএম

ভোপাল, ৫ জানুয়ারি : ইন্দোরে দূষিত পানীয় জলে মৃত্যুর ঘটনায় কংগ্রেসের প্রতিবাদ কর্মসূচি ঘিরে ১ জানুয়ারি একটি প্রশাসনিক আদেশ জারি করেন এসডিএম মালব্য। কিন্তু ওই রুটিন নির্দেশে ঢুকে পড়ে বিজয়বর্গীয়র সেই ‘ঘণ্টা’ মন্তব্যটি। সম্প্রতি সাংবাদিকের প্রশ্নে মেজাজ হারিয়ে মন্ত্রী বলেছিলেন, ‘ঘণ্টা পানি পিনে সে হ্যায়... কুছ ভি বোলতে হ্যায় ইয়ে লোগ।’ মন্ত্রীর এই অপভাষা হুবহু সরকারি নথিতে ঠাঁই পাওয়ায় তা ভাইরাল হয়ে যায়।

বিষয়টি জানাজানি হতেই উজ্জয়িনী ডিভিশনের কমিশনার আশিস সিং এসডিএম মালব্য ও তাঁর দপ্তরের কর্মী অমিত চৌহানকে সাসপেন্ড করেন।

চেন্নাইয়ে ধৃত

চেন্নাই ও ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি : শেষরক্ষা হল না। আমেরিকা থেকে পালিয়ে ভারতে ধরা পড়লেন অর্জুন শর্মা। তামিলনাড়ুর চেন্নাইয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করেছে ইন্টারপোল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মেরিল্যান্ডে তেলুগু বংশোদ্ভূত প্রাক্তন বান্ধবী নিকিতা গোডিশিলাকে নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ রয়েছে তাঁর বিরুদ্ধে। নিজের ফ্ল্যাটেই নিকিতাকে কুপিয়ে খুন করেন প্রেমিক অর্জুন। চালাকি করে নিকিতার নিখোঁজের ডায়েরি করেন পুলিশে। তদন্ত শুরুর আগেই ভারতে পালিয়ে আসেন। পুলিশ তদন্তে নেমে ৩ জানুয়ারি অর্জুনের ফ্ল্যাট থেকে নিকিতার ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার করে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা ও ইন্টারপোল ভারতীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করেতাঁকে গ্রেপ্তার করে। ধৃতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ফেরত পাঠানোর প্রক্রিয়া চলছে।

কবিতার দলত্যাগ

হায়দরাবাদ, ৫ জানুয়ারি : তেলেঙ্গানার রাজনীতিতে বড়সড়ো ভূমিকম্প ঘটিয়ে ফেললেন কে কবিতা। সোমবার নিজের বাবা তথা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী কে চন্দ্রশেখর রাওয়ের (কেসিআর) দল ভারত রাষ্ট্র সমিতি (বিআরএস) ছাড়ার কথা ঘোষণা করলেন তিনি। বিধান পরিষদে এক আবেগঘন ভাষণে কবিতা জানিয়ে দিলেন, বিআরএস-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ, এবার নিজের নতুন রাজনৈতিক দল গড়ে ময়দানে নামবেন তিনি।

দম্পতির মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ৫ জানুয়ারি : আমেরিকায় পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু ভারতীয় দম্পতির। মৃতদের নাম কৃষ্ণ কিশোর (৪৫) এবং আশা (৪০)। তাঁরা অন্ধ্রপ্রদেশের পালাকল্লুর বাসিন্দা। কিশোর পেশায় ছিলেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার। দুর্ঘটনার সময় গাড়িতে থাকা দুই ছেলে-মেয়েকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

ধরমজিকে শুকিয়ে যেতে দেখা খুব কষ্টের

এ কথা হেমা মালিনির। গত নভেম্বরে ধর্মেন্দ্র ইহলোক ত্যাগ করেছেন। তারপর এই প্রথম হেমা সাক্ষাৎকার দিলেন। ধীরে ধীরে তিনি তাঁর স্বাভাবিক কাজকর্মে ফিরছেন। ধরমজির মত্যু, তাঁর দুই পরিবারের আলাদা প্রার্থনা সভার আয়োজন করা নিয়ে মিডিয়া ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এ প্রসঙ্গে হেমা বলেছেন, ‘এই যন্ত্রণার কোনও সান্ত্বনা হয় না। আমি, এষা, অহনা, সানি, সবাই হাসপাতালে ছিলাম। উনি কথা বলছিলেন। ওঁর জন্মদিনের তোড়জোড় হচ্ছিল। ভেবেছিলাম, উনি ফিরে আসবেন, কিন্তু দেখলাম, সব আছে, উনি আর নেই। ওঁকে ওভাবে শুকিয়ে যেতে দেখা খুব কষ্টের। তবে আমি কষ্ট নিজের মধ্যেই রাখি। ধরমজির কথা প্রতি মুহূর্তে মনে হয়, কিন্তু ওঁকে আমদের মনে, স্মৃতিতে বাঁচিয়ে রাখা আমাদের কাজ। আমি আবার স্বাভাবিক কাজ শুরু করছি।’

হেমা আরও বলেন, ‘ধরমজির দুই পরিবার কেন দু-রকম প্রার্থনার ব্যবস্থা করল তা নিয়েও কথা হয়েছে। এটা আমাদের পারিবারিক ব্যাপার। আমি আলাদা করেছি, কারণ আমার বন্ধু, চেনাজানাদের বৃত্তটা আলাদা। দিল্লিতে, মথুরাতে করেছি কারণ আমি রাজনীতিও করি। এসব নিয়ে অন্যদের ভাবার দরকার নেই। ধরমজির লোনাভালার ফার্ম হাউসে একটা মিউজিয়াম হবার কথা আছে। সানি এটার দায়িত্বে আছে, ও নিশ্চয় করে ফেলতে পারবে। সবকিছু ঠিকঠাকভাবেই এগোচ্ছে। ধরমজির দুটো পরিবারের কথা অন্যদের এত ভাবার দরকার নেই, আমরা ঠিক আছি।’

উদ্দাম প্রেম অঙ্কুশ, ঐন্দ্রিলার

৯ জানুয়ারি আসছে বাংলা ছবি নারী চরিত্র বেজায় জটিল। অভিনয়ে অঙ্কুশ ও ঐন্দ্রিলা। আপাদমস্তক এই কমেডিতে অঙ্কুশ এক ইভেন্ট ম্যানেজার। অনেক কাজ সামলাতে হয় তাঁকে কিন্তু মেয়েদের মন বোঝার ক্ষেত্রে তিনি অপটু। যদিও বা বোঝেন, শেষে সব গোলমাল হয়ে যায়। তাই শেষ পর্যন্ত সেই ওগো বধূ সুন্দরীর উত্তমকুমারের শরণাপন্ন হয়ে বলতে হয়, নারী চরিত্র বেজায় জটিল।

ট্রেলারে আবার দেখা গেল, অঙ্কুশ মুখ্যমন্ত্রী নবান্ন ইত্যাদিকেও টেনে এনেছেন। সবার ওপর অঙ্কুশের কমেডি টইমিং তো আছেই। এর সঙ্গে যোগ হয়েছে অঙ্কুশ-ঐন্দ্রিলার রসায়ন। বাস্তবের এই প্রেমিক যুগল পর্দাতেও নিখাদ প্রেমে ডুবেছেন, তেমনই দুজন ডুব দিয়েছেন একে অন্যের ঠোঁটে। ছবির গান শোনো গো দখিন হাওয়াতে ক্যামেরার সামনে দুই লাভ বার্ডস চুম্বনও সেরেছেন। বিদেশে সমুদ্র তীরে তাঁদের প্রেম, শচীন দেব বর্মনের এই গান নতুন করে ভালোলাগা তৈরি করেছে। ছবির জন্য গানটি গেয়েছেন সোমলতা আচার্য ও দুর্নিবার সাহা। সুতরাং বলতেই হয় হাসি, প্রেম, নিয়ে জবরদস্ত প্যাকেজ দিচ্ছে নারী চরিত্র...।

একনজরে সেরা ৫

খোরপোশ নয়

জয় ভানুশালি ও মাহি ভিজের বিচ্ছেদটা হয়েই গেল। সম্পর্ক বাঁচানোর চেষ্টা শেষে ব্যর্থই হয়। গুজব, মাহি বিচ্ছেদের পর খোরপোশ নিয়েছেন জয়ের কাছ থেকে। ঘনিষ্ঠ মহল বলছে, এ কথা ঠিক নয়। সন্তানের ভরনপোষণের জন্য মাহির কোনও আর্থিক দাবি ছিল না। শান্তি ও সম্মান নিয়ে ওঁরা আলোচনার মাধ্যমে আলাদা হয়েছেন।

কষ্টে দেবলীনা

গায়িকা দেবলীনা নন্দী ঘুমের ওষুধ খেয়ে আত্মহত্যা করতে গিয়েছিলেন। এখন তিনি বিপন্মুক্ত। এর আগের দিন রাতে ফেসবুক লাইভে তিনি বলেন, শ্বশুরবাড়ি তাঁকে চাপ দিচ্ছে মা অথবা সংসারের মধ্যে যে কোনও একটিকে বেছে নিতে। তাঁর কেরিয়ারও এর জন্য বিপদে পড়েছে। তাঁর প্রশ্ন, কেন মেয়েরা বাবা-মায়ের দায়িত্ব নিতে পারবে না?

নতুন সলমন

দ্য ফ্যামিলি ম্যান সিরিজের পরিচালক রাজ অ্যান্ড ডি কে-র নতুন ছবিতে সলমন খান অভিনয় করতে পারেন। দুই পরিচালকের কাছ থেকে গল্প শুনে প্রাথমিকভাবে পছন্দ হয়েছে মিয়াঁর, তবে সম্মতি দেননি এখনও। একটু অন্যভাবই তাঁকে দেখা যাবে এই ছবিতে। সব ঠিক থাকলে চলতি বছরের শেষে ছবির শুটিং শুরু হবে।

ধুরন্ধরের পর

ধুরন্ধর ঝড়ের মধ্যেই নায়ক রণবীর সিং প্রস্তুতি শুরু করছেন তাঁর জম্বি-থ্রিলার প্রলয়-এর। ২০২৬-এ ব্যস্ততার জন্য আলিয়া ভাট ছবির নায়িকা হননি, তাঁর জায়গায় এসেছেন পরিচালক প্রিয়দর্শনের মেয়ে কল্যাণী প্রিয়দর্শন। ছবির পরিচালক হনসল মেহেতার ছেলে জয় মেহেতা। ধুরন্ধর পার্ট ২-এর মুক্তির পরই প্রলয় ছবির শুটিং শুরু, কারণ ততদিনে রণবীর লো প্রোফাইল থাকবেন।

নাগিন শ্রদ্ধা

২০২৬-এর মাঝামাঝি শ্রদ্ধা কাপুর নাগিন ছবির শুটিং শুরু করবেন। এখন তিনি ব্যস্ত লক্ষ্মণ উতেকরের ‘এইথা’র শুটিংয়ে। এখানে তিনি বিখ্যাত তামাশা ও লাবণী পারফরমার ভিঠাবাঈ নারায়ণগাঁওকরের ভূমিকায় অভিনয় করবেন। এর জন্য বিশেষভাবে তিনি নাচ শিখেছেন। ছবির শুটিং শেষ হবে মার্চে। তারপর শুরু হবে ফ্যান্টাসি ফিল্ম নাগিন-এর শুটিং।

৪০তম জন্মদিনে অনুরাগীদের জন্য বিমানভাড়া

সোমবার ৪০-এ পা দিলেন দীপিকা পাড়ুকোন। নিউ ইয়র্কে জন্মদিন পালন করলেন, মুম্বাইতেও হল। ভিনরাজ্যের অনুরাগীদের রীতিমতো বিমানভাড়া দিয়ে নিয়ে আসেন তিনি। কেক কাটা হয়। অনুরাগীরা তাঁকে উপহার দেন। তিনিও পালটা উপহার দিয়েছেন। তাঁদের জন্য অভিনেত্রী ডাবের জল, ড্রাই ফ্রুটস, তাঁর প্রসাধনী সংস্থার সানস্ক্রিন, ফেসপ্যাক, শীতের কম্বল উপহার দেন। এছাড়া অনেকরকম খাবার তো ছিলই। মুম্বাইয়ে তিন পরতের কেক কাটেন দীপিকা। পরেছিলেন ওয়াইন-রঙা পোশাক।

ধুরন্ধর ২-এর ধাক্কায় বেসামাল অক্ষয়

অক্ষয়কুমার ও প্রিয়দর্শন ১৪ বছর পর আবার একসঙ্গে ফিরছেন ভূত বাংলা ছবিতে। ৩ এপ্রিল, ২০২৬-এ মুক্তি পাবার কথা ছিল। কিন্তু এখন শোনা যাচ্ছে, তা হচ্ছে না। অক্ষয় জানতে পেরেছেন, ওই সময় ধুরন্ধর ২ আসবে এবং একটা ঝড়ও তুলবে। তার মধ্যে ভূত বাংলা ছবিটিকে নিয়ে এসে তিনি কোনও সংঘাতে যেতে চান না। তাঁর মতে, সিনেমা নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচুক। খ্রিস্টমাসে তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি মুক্তি পাওয়ায় ধুরন্ধরকে ঝামেলায় পড়তে হয়েছিল।

অক্ষয় তাই প্রযোজক একতা কাপুর এবং ধুরন্ধরের টিম এবং পরিচালক আদিত্য ধরের সঙ্গে আলোচনা করে ভূত বাংলার মুক্তি পিছিয়ে দিয়েছেন, যাতে দুটি ছবিই তাদের নিজের নিজের দর্শক পায়।

বক্স অফিসেও তার মূল্যায়ন হয়। জানা গিয়েছে, বিদ্যা বালানের সঙ্গে তিনি জানুয়ারির ১৫-২০ তারিখ পর্যন্ত একটি নতুন কমেডি ছবির শুটিং করবেন।

আসছে নায়ক ২

নায়ক ছবিতে সাংবাদিক শিবাজি রাও হয়ে সাংবাদিকতার নতুন একটা দিক খুলে দিয়েছিলেন অনিল কাপুর। এই বিষয় নিয়েই তৈরি হয় নায়ক: দ্য রিয়েল হিরো। সেই নায়ক ছবির দ্বিতীয় ভাগ নায়ক ২ হতে চলেছে। এবার অনিল এই ছবির সহ প্রযোজকের ভূমিকায়, পরিচালক দীপক মুকুট। দীপকের কথায়, ‘ছবির অভিনেতা- অভিনেত্রীদের নির্বাচন হয়নি। এ বিষয়ে আলোচনা প্রাথমিক স্তরে আছে, এখুনি এ নিয়ে কিছু বলা যাবে না।’

কেরিয়ারে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন অনিল। এই বয়সে শিবাজি হবেন কিনা, ঠিক করেননি। এ বিষয়ে কোনও কথাও বলেননি তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর জন্মদিনে টলি নায়িকাদের শুভেচ্ছা

৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। কর্মব্যস্ত জীবনের মধ্যেও সাহিত্য, সংস্কৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ির যোগ। বাংলা ছবি, ধারাবাহিকের শিল্পীদের সঙ্গেও তাঁর যোগাযোগ অটুট। সিরিয়ালের খোঁজখবরও নেন নিয়মিত, টেলি অ্যাওয়ার্ড তো আছেই। তাঁর জন্মদিনে টেলি অভিনেত্রীরা তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মিঠাই ধারাবাহিকের মিঠাই বা সৌমিতৃষা কুণ্ডুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর সম্পর্ক খুব ঘনিষ্ঠ। তিনি বলেছেন, ‘উনি খুব খুব ভালো থাকুন। উনি আমাদের অনুপ্রেরণা। উনি আমাদের মায়ের মতো। ছোট থেকেই ওঁকে খুব শ্রদ্ধা করি। শিল্পীদের উনি যা সম্মান দিয়েছেন, তা তুলনাহীন। হয়তো আগে কখনও পেতাম না। ভবিষ্যতেও পাব না।’

আরেক অভিনেত্রী তিয়াসা লেপচা বা ছোটপর্দার কৃষ্ণকলি। তিনি বলেছেন, ‘দিদিকে আমার তরফে অনেক শুভেচ্ছা। উনি যেন সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, ওঁর সব ইচ্ছা যেন পূরণ হয়।’

সুযোগ পেলে তিনি মুখ্যমন্ত্রীকে ফুল উপহার দিতে চান কারণ, তাঁর কথায়, ‘আমি চাইব, ওঁর জীবনটা যেন ফুলের মতো সুন্দর হয়।’ অভিনেত্রী দেবলীনা কুমার বলেছেন, ‘দিদি গান খুব ভালোবাসেন। তাই কখনও কিছু দেবার পরিস্থিতি এলে ওঁকে হারমোনিয়ম উপহার দেব। দিদির অদম্য জীবনীশক্তি দেখে আমি অভিভূত। উনি মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার আগেও মানুষ হিসেবে যেমন ছিলেন, আজও তেমনই আছেন। উনি আমাদের মাটির কাছাকছি থাকতে শেখান।

সিনেমায় অবদান, বিশ্বজিৎকে সম্মান

২০২৬ সালের পুনে চলচ্চিত্র উৎসব অভিনেতা পরিচালক বিশ্বজিৎকে সম্মানিত করবে। হিন্দি ও বাংলা দুই ভাষার ছবিতেই তিনি নিজের অনন্য প্রতিভার সাক্ষর রেখেছেন। ৬০-এর দশকে তিনি হিন্দি ছবির অন্যতম জনপ্রিয় নায়ক হিসেবে প্রতিষ্ঠা পান শাম্মি কাপুর, জয় মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে। পুনে চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্বজিতের ভারতীয় সিনেমায় তাঁর বিশেষ অবদানকে স্বীকৃতি জানানো হবে। এই উদ্যোগের আর একটি কারণ, আগামী প্রজন্মের কছে তাঁর কৃতিত্ব তুলে ধরা। ২৪তম এই চলচ্চিত্র উৎসব চলবে ১৫-২২ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত, আয়োজনে পুনে ফিল্ম ফাউন্ডেশন, মহারাষ্ট্রের সাংস্কৃতিক দপ্তর ও দাদাসাহেব ফালকে চিত্রনগরী। উৎসবে মারাঠি সিনেমা টুডে শীর্ষক একটি প্রতিযোগিতামূলক বিভাগে সমসাময়িক সেরা মারাঠি ছবি দেখানো হবে। সারা দেশ থেকে আসা ১০০টি ছবির মধ্যে থেকে ৭টি ছবি প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা হয়েছে। সেরা ছবি পাবে মারাঠি বেস্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড এবং সরকারের তরফে ৫ লক্ষ টাকা পুরস্কার।

বাড়িওয়ালি মানেই কি হিংসুটে? ভাড়াটিয়ারা কি শুধুই বাড়িওয়ালিকে শিক্ষা দিতে চান? ভাড়াবাড়িতে বাড়িওয়ালি ও ভাড়াটিয়ার সম্পর্কে রামধনুর নানা রং ছড়ায়। অম্লমধুর সম্পর্কের সেইসব জটিল রসায়নের উত্তর খুঁজবে নতুন কলম ভাড়াবাড়ির অন্দরমহল।

ভাড়াটেই ভরসা বাড়িওয়ালির

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : একুশ বছর আগের ঘটনা। সপরিবারে মহানন্দাপাড়ার এক বাড়িতে ভাড়া এসেছিলেন ছোট বিপাশা সরকার। বাড়ি ভাড়ার টাকা জোগাড় করতে টিউশন পড়ানোর জন্য ছাত্রছাত্রী খুঁজছিলেন। কিন্তু অচেনা পাড়ায় কোথায় খুঁজবেন তাদের? বাড়িওয়ালি রুমা ভট্টাচার্যই তখন সহায় হলেন বিপাশার। হাত ধরে নিয়ে যান পাড়ার একটি টিচারের কাছে। সম্পর্কের বাঁধনটা শুরু হয় সেখান থেকেই। এরপর আঠেরো বছর ধরে ভাড়া থাকার পর ওই ফ্ল্যাটই বর্তমানে কিনে নিয়েছে ওই পরিবার। একসময় ভাড়াটিয়া হয়ে আসা ওই ছোট মেয়েটি এখন বড় হয়েছেন। তবে সম্পর্ক হয়েছে আরও গাঢ়। বাড়ির মালকিন রুমার কথায়, 'বিপাশাও এখন আমার মেয়ে। পুজোর সময় ও আমাকে ছাড়া ঘুরবেই না।'

বাড়িওয়ালি রুমা ভট্টাচার্যের সঙ্গে ভাড়াটে বিপাশা সরকার।

বছর আটষট্টির রুমা চক্রবর্তী বছর পঁয়ত্রিশ আগে বিয়ের পর এই বাড়িতে এসেছিলেন। এই সময়ে রুমার তিনতলায় থাকা দুটো ফ্ল্যাটে যাওয়া-আসা করেছেন একাধিক ভাড়াটিয়া। দীর্ঘদিন থাকার পর ভাড়াটে চলে যাওয়ায় কখনও এসেছে চোখের কোণে জল। এভাবেই কিছু সম্পর্ক রয়ে গিয়েছে মনে। রুমা বলছিলেন, 'ভাড়াটিয়ার মধ্যে বিপাশার পরিবার একেবারেই স্পেশাল। ওই পরিবার ছাড়াও বিভিন্ন সময় যাওয়া-আসা ভাড়াটিয়ারা প্রত্যেকেই মনে কিছু না কিছু স্মৃতি রেখে গিয়েছেন। তিনতলার দুটো ফ্ল্যাটের একটা তো বিপাশারা পাকাপাকিভাবে নিয়ে নিয়েছে। আর একটি ফ্ল্যাটে কয়েকজন পড়ুয়া ভাড়ায় রয়েছে।'

ভাড়াটিয়া সম্পর্কে রুমার প্রথম অভিজ্ঞতা অবশ্য বিশেষ ভালো ছিল না। রুমা বলছিলেন, 'বিয়ে হওয়ার পর প্রথম যখন এসেছিলাম, বাড়িতে একটি পরিবার ভাড়ায় ছিল। শুনেছিল, ওই পরিবারকে উঠতে বলায় তারা উঠতে চায়নি। এমনকি আদালত পর্যন্ত ঝামেলা চলে গিয়েছিল। শেষমেশ অনেক দাবিদাওয়া মানার পর ওই পরিবার ফ্ল্যাট ছেড়ে যায়।' ভাড়াটিয়া সম্পর্কে প্রথমেই এধরনের অভিজ্ঞতা হওয়ায় রুমারা সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বাড়ি আর কাউকে ভাড়া দেবেন না। যদিও পরবর্তীতে স্বামীর অসুস্থতা আর দুই মেয়ে বড় হতে থাকায় আর্থিক প্রয়োজনেই ফের বাড়ির ওপরের তলার ফ্ল্যাট ভাড়া দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন রুমা।

নতুন সেই ভাড়াটিয়া পরিবার আসার পরেই আশঙ্কার ওই মেঘ কাটতে শুরু করে রুমার মন থেকে। দশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ওই পরিবার থাকার পর অন্য জায়গায় ফ্ল্যাট কিনে চলে গিয়েছে। রুমা বলছিলেন, 'ওই পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কটা এখনও মনে গেঁথে রয়েছে। এমনও হয়েছে, কখনও ওদের ঘরে গিয়ে রান্না করেছি, কখনও ওই পরিবারের কর্ত্রী আমার এখানে এসে রান্না করেছে।' তবে দীর্ঘ ওই অভিজ্ঞতায় খারাপ অভিজ্ঞতাও কম হয়নি এই বাড়ির মালকিনের। বছরছয়েক আগেই একটি পরিবার এসেছিল। রুমা কিছুটা হতাশার সুরে বলছিলেন, 'ওই পরিবারের বেশকিছু ভাড়ার টাকা জমে গিয়েছিল। সেই টাকা চাইতে বাধ্য হয়েছিলাম। তবে এরপরেও ভাড়ার টাকা না দিয়েই ওই পরিবার বাড়ি ছেড়ে দিয়েছিল। তবে এসব কিছুর মধ্যেই কোথায় যেন বর্তমান সময়ে ভাড়াটিয়া ও মালকিনের সঙ্গে ভালোবাসার বাঁধনের সম্পর্কটা আলগা হয়ে যাচ্ছে বলেই মনে করছেন রুমা। বর্তমানে রুমার একটি ফ্ল্যাটে কয়েকজন পড়ুয়া ভাড়ায় রয়েছেন। সেই সূত্র ধরেই বললেন, 'এখন যারা ভাড়া নেয়। তারা নিজেদের মতো থাকে। খুব বেশি কথা বলে না।' যদিও দুই মেয়ের বিয়ে হয়ে যাওয়ায় নিজের রুমে একাই থাকতে হয় রুমাকে। কোনও সমস্যা হলে বিপাশা সহ ওই ভাড়াটিয়ারাই শক্তি বলে জানালেন তিনি। বললেন, 'বিপদ হলে যে ওদেরকেই আগে ডাকি। ওরাই যে আমার সম্বল।'

MONTE CARLO®
FLAT 20% OFF
SUNDAYS OPEN
SWEATERS ★ JACKETS
LADIES COATS ★ SHAWLS
Pooja HINDUSTAN®
Seth Srilal Market, Siliguri
Helpline No. 76991-99999

নিকাশিনালা বেহাল, দুর্ভোগ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের ফল বাজার রোড এলাকায় নিকাশিনালার বেহাল অবস্থার জন্য সাধারণ মানুষকে ভোগান্তি পোহাতে হচ্ছে। নিকাশিনালায় জমে থাকা নোংরা জলে মশা বংশবিস্তার করছে। এর ফলে মশাবাহিত রোগের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। নোংরা জল জমে থাকায় দুর্গন্ধে স্থানীয়দের প্রাণ ওষ্ঠাগত। কিছু নালার কংক্রিটের দেয়াল ভেঙে যাওয়াতে সমস্যা আরও বেড়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, দীর্ঘদিন নিকাশিনালার সংস্কার করা হয় না। নিয়মিত পরিষ্কার না করায় নিকাশিনালায় জমে থাকছে আবর্জনা। এই অব্যবস্থার জেরে জমছে মানুষের ক্ষোভ।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় কাউন্সিলার অলোক ভক্ত বলেন, 'নিকাশিনালাগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা হয়। যদি কোনও সমস্যা থাকে তবে বিষয়টি খতিয়ে দেখে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' তিনি যোগ করেন, 'খুব দ্রুত 'আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান' প্রকল্পের মাধ্যমে এই সমস্যাগুলোর সমাধান করা হবে।' যদিও কাউন্সিলারের আশ্বাসে স্থানীয়দের বিশ্বাস নেই। অভিযোগের সুরে স্থানীয় বাসিন্দা গৌরাঙ্গ সূত্রধর বলেন, 'নিয়মিত পরিষ্কার না হওয়ায় নালায় নোংরা জল ও আবর্জনা জমে থাকছে। ফলে দুর্গন্ধের পাশাপাশি বাড়ছে মশার উপদ্রব। বর্ষার সময় এই সমস্যা বহুগুণ বেড়ে যায়। ওই সময় নোংরা জল বাড়িতে ঢুকে পড়ে। জানি না কবে এই সমস্যার সমাধান হবে। দ্রুত এই সমস্যা সমাধানের দাবি জানাচ্ছি।'

বিজ্ঞানকেন্দ্রে পড়ুয়াদের পাখি চেনানোর কর্মসূচি।

পাখি চেনাতে উদ্যোগ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রোজদিন আমাদের চারপাশে কত পাখি দেখা যায়। এক একটা পাখি দেখতে এক এক রকম। তাদের ডাক আলাদা। কিন্তু আমরা কি সব পাখির নাম জানি? তাছাড়া ইকোসিস্টেমে পাখিদেরও যে গুরুত্ব রয়েছে, সে বিষয়েও আমাদের অনেক কিছু অজানা রয়েছে। তবে পড়ুয়ারা যাতে সেই বিষয়গুলি জানতে পারে সেজন্য সোমবার 'বিশ্ব পাখি দিবসে' উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেই অনুষ্ঠানে পাখিদের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়। উপস্থিত ছিল জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল, নেতাজি গার্লস হাইস্কুল এবং মাটিগাড়া গার্লস হাইস্কুলের পড়ুয়ারা।

পরিবেশ রক্ষার ক্ষেত্রে পাখিদের ভূমিকা কতটা গুরুত্বপূর্ণ? কেন পাখি সংরক্ষণ করতে হবে? এসব বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেন পরিবেশবিদ তথা পাখি বিশেষজ্ঞ বিপ্লব রায়। পরে তিনি বলেন, 'উত্তরবঙ্গ জীববৈচিত্র্যপূর্ণ জায়গা হওয়ায় এখানে বিভিন্ন রকমের পাখি দেখতে পাওয়া যায়। পাখি ভালো না থাকলে আমরাও ভালো থাকব না।'

এদিনের অনুষ্ঠানে কীভাবে আমাদের আশপাশে থাকা পাখিদের চিহ্নিত করা যাবে সে নিয়ে বেশকিছু সহজ পদ্ধতি শেখানো হয়। পাখির গুরুত্ব বোঝানোর পাশাপাশি এদিন বিভিন্ন পাখির সঙ্গেও উপস্থিত পড়ুয়াদের পরিচয় করানো হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত পড়ুয়ারা পাখিদের সম্পর্কে জেনেছে। পাশাপাশি পাখি কেন সংরক্ষণ প্রয়োজন সে ব্যাপারেও বোঝানো হয়েছে।' আলোচনার পাশাপাশি পাখি সম্পর্কিত একটি অডিও ভিজুয়াল কুইজেরও আয়োজন করা হয়। বিজ্ঞানকেন্দ্রে থাকা বুলবুল, দোয়েল, ফিঙে সহ আরও বিভিন্ন রকমের পাখি দেখতে পেয়ে উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে পড়ুয়ারা।

ছাদের গন্ধে রসনাবিলাস

ছাদে আচার, বড়ি কিংবা পাঁপড় শুকানো বাঙালি জীবনে নতুন কোনও বিষয় নয়। যত কাহিনী শোনা যায়, ততই যেন কম। শিলিগুড়ি শহরে এখনও এই প্রথা হারিয়ে যায়নি একেবারেই। আর এই প্রত্যেকটা খাবারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে ছাদের একটা নিজস্ব গন্ধ।

বাড়ির ছাদে **রোদ্দুর**

ছাদের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে বটে, কিন্তু ছাদের উপযোগিতাকে কোনও সীমারেখায় আটকে ফেলা যায় না

কাচের বয়েম ভর্তি নানা রঙের আচার, সাদা কাপড়ে শুকাতে দেওয়া বড়ি কিংবা পাঁপড় ছাদের চেহারাটাই বদলে দেয়

শীতের মিঠে রোদ্দুর গায়ে মেখে ছাদে বসে কমলালেবু কিংবা মরশুমি ফল খাওয়ার আনন্দই আলাদা

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ছাদ। হরেক রকম ছাদ। পুরোনো বাড়ির ছাদ, নতুন ফ্ল্যাটের ছাদ। যত রকম ছাদ, তত বিচিত্র সব গল্প। আকাশে মেঘ গুরগুর করলেই কারও একছুটে ছাদে উঠে ভিজতে ইচ্ছে করে তো আবার মেয়েদের কাছে শীতের রোদ্দুরে চুল শুকাতে ছাদই ভরসা। ছাদের একটা নির্দিষ্ট গণ্ডি রয়েছে বটে, কিন্তু ছাদের উপযোগিতাকে কোনও সীমারেখায় আটকে ফেলা যায় না। সেরকমই ছাদ কিন্তু বাঙালির রসনাবিলাসেরও এক অনন্য সাক্ষী।

হেন কোনও বাঙালি নেই যে নিরামিষ তরকারিতে বড়ি খেতে ভালোবাসেন না। আবার আচারের টক-ঝাল-মিঠে স্বাদে পেট ভরে না ঠিকই, কিন্তু চেখে দেখলেই এক নিমেষে ভালো হয় মন। আর এই বড়ি ও আচারের সঙ্গে মিলেমিশে থাকে ছাদের একটা নিজস্ব গন্ধ। ছাদে আচার, বড়ি কিংবা পাঁপড় শুকানো নতুন কোনও বিষয় নয়। উঠোন হারিয়ে যাওয়ার পর বছরের পর বছর ধরে ছাদই এই ধরনের খাবার তৈরির কেন্দ্রস্থল। শিলিগুড়ি শহরে এখনও এই প্রথা হারিয়ে যায়নি একেবারেই।

এই যেমন ডন বসকো মোড়ের প্রিয়াংকা শর্মা। আচার, বড়ি, পাঁপড় সবই তৈরি করেন নিজের হাতে। আর সেগুলো শুকাতে তাঁকে অনেকটাই সময় কাটাতে হয় ছাদে। গরমে তৈরি করেন আম ও কাঁঠালের আচার, আবার শীতে ফুলকপি ও মুলোর আচার বানাতেও ভোলেন না। সঙ্গে আলুর পাঁপড়, ডালের পাঁপড়, চালের পাঁপড়, বড়ি সবই তৈরি করেন হরদম। সারাবছর সেগুলো ছাদে শুকায়। দিনে দশবার ওঠানামাও করতে হয়, তবে ক্লান্তি নেই প্রিয়াংকার।

প্রিয়াংকার কথায়, 'মায়ের কাছে এসব বানানো শিখেছি। ছাদে সময় কাটাতে ভালোবাসি। শীতের রোদে ছাদে আসন পেতে বাড়ির সকলের হইহই করে সকালের জলখাবার বা দুপুরে ঘি দিয়ে গরম গরম ভাত খেয়েছি কয়েকবছর আগেও। এখন শহরে এত কনস্ট্রাকশনের কাজ চলছে, দূষণ বেড়ে গিয়েছে। তাই আর ছাদে আগের মতো খাওয়াদাওয়া হয় না। কিন্তু ছাদে রোদ পোহাতে পোহাতে কমলালেবু খাওয়ার একটা আলাদা মজা রয়েছে। মিঠে রোদে কমলার স্বাদ কয়েকগুণ বেড়ে যায়।'

জ্যোতিনগরের অর্চনা শ্যাম রায় ২৫ বছর পার করে দিয়েছেন আচার তৈরিতে। আপেল, জলপাই, তেঁতুল, আমলকী, গাজর-- মরশুমি সবজি বা ফল পেলেই বানিয়ে ফেলছেন সুগন্ধি আচার। তিনি বলেন, 'বাড়িতে কেউ এলে ছাদে নিয়ে যাই আচার দেখাতে। কাচের বয়েমে নানা রঙের আচার ছাদের চেহারাটাই বদলে দেয়। আবার সাদা সুতির কাপড়ে ছাদে বড়ি দিলে তা-ও পুরো আমেজটাই বদলে দেয়।'

দেশবন্ধুপাড়ার সীমা চৌধুরী আচার বিক্রি করেন। তাঁর কাছে ছাদ অপরিহার্য। তাঁর কথায়, 'খুব বেশি অর্ডার নিই না। শখেই বানাই। ছাদে আচার থাকলে যে গন্ধ আসে, সেই গন্ধের টানেই ছাদে অনায়াসে সময় কাটিয়ে দিতে পারি।' ছাদ ও আচার-বড়ির গল্প বাঙালির জীবনের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িত। যত কাহিনী শোনা যায়, ততই যেন কম।

আজ শহরে

■ শিলিগুড়ি নাট্যমেলা ২০২৬-এর পঞ্চম দিনে সন্ধে সাড়ে ছ'টায় দীনবন্ধু মঞ্চে মুখোমুখি তৃতীয় সূত্রের প্রযোজনা 'আজকের সাজাহান'। নির্দেশনায় সুমন মুখোপাধ্যায়। অভিনয়ে রয়েছেন, শংকর চক্রবর্তী, ঋদ্ধি সেন, আনন্দরূপা চক্রবর্তী প্রমুখ।

জমজমাট অনুষ্ঠান

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : সোমবার শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের ৮০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের পাশাপাশি, গার্গী চট্টোপাধ্যায়, অভয়া বোস, আশিস প্রামাণিক, মিতা ঘোষ ও স্কুলের পরিচালন সমিতির সদস্য ডাঃ এসপি দে প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা অত্যুহা বাগচী বলেন, 'আজকের অনুষ্ঠানে ছাত্রীদের দ্বারা সমবেত সংগীত, নৃত্য এবং নাটক পরিবেশিত হয়। ছাত্রীদের ম্যাজিক শো দেখানো হয়। পাশাপাশি, ছাত্রীদের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের আয়োজন করা হয়।' ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

ফিরে পেলেন ব্যাগ

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ঘণ্টাদুয়েকের মধ্যেই হারিয়ে যাওয়া ব্যাগ উদ্ধার করে স্কুল শিক্ষকের হাতে তুলে দিল ভক্তিনগর থানার পুলিশ। ওই স্কুল শিক্ষকের কথায়, সোমবার তিনি স্কুল শেষে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পর দেখেন ব্যাগ নেই। এরপর তিনি ভক্তিনগর থানায় মিসিং ডায়েরি করেন। পুলিশ তদন্তে নেমে ডন বসকো মোড় থেকে ব্যাগটি উদ্ধার করে। ব্যাগের মধ্যে দশ হাজার টাকা সহ মোবাইল ছিল। এছাড়া ছিল একাধিক নথি। তাঁর কথায়, 'ভাবিনি ব্যাগটি এত তাড়াতাড়ি ফিরে পাব।'

ঠান্ডায় গরম জিলিপি, সিঙ্গাড়া কিনতে ভিড়। সোমবার বিধান মার্কেটে সঞ্জীব সূত্রধরের তোলা ছবি।

ফের পথে গৌতম, কটাক্ষ শংকরের

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : ভোটের দামামা না বাজলেও শিলিগুড়ি বিধানসভা এলাকায় জনসংযোগ শুরু করে দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। তিনি এটাও বুঝেছেন শিলিগুড়ি বিধানসভায় অবাঙালি ভোট একটা বড় ফ্যাক্টর হয়ে দাঁড়াবে। তাই শহরের অবাঙালি এবং বিজেপির জেতা ওয়ার্ডগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছেন মেয়র। সোমবার সকালেও শিলিগুড়ি পুরনিগমের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডে ঘোরেন গৌতম। এদিনের জনসংযোগ নিয়ে গৌতমের কৌশলী জবাব, 'শহরের প্রথম নাগরিক হিসেবে আমাকে সব ওয়ার্ডের দায়িত্ব নিতে হয়। এই ওয়ার্ডে প্রচুর শ্রমিক দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু কাজ হচ্ছে না। কাউন্সিলারের সঙ্গে আবার কথা বলব।'

এদিকে, গৌতমের জনসংযোগকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি। এভাবে ঘুরলেও নির্বাচনে গৌতম ডাল গলাতে পারবে না বলে দাবি পদ্ম শিবিরের। শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ বলেন, 'কয়েকজন তৃণমূল কাউন্সিলারের যে উন্নয়ন হয়েছে তা দেখে মানুষ মুগ্ধ। তাছাড়া সাধারণ মানুষকে পরিষেবা নয়, তৃণমূলের কাউন্সিলারের বড় অংশ নিজের উন্নয়নে ব্যস্ত। শহরের মানুষ পরিষেবা পেতে নাজেহাল। এই অবস্থায় বিজেপির কাউন্সিলারদের দোষারোপ করা নিজেদের ব্যর্থতাকেই তুলে ধরে।' পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'এখন ঘুরে ঘুরে অভিনয় করে লাভ নেই। মানুষ এতদিনে সব দেখে নিয়েছে।'

> তৃণমূলের কাউন্সিলারের বড় অংশ নিজের উন্নয়নে ব্যস্ত। শহরের মানুষ পরিষেবা পেতে নাজেহাল।
>
> –শংকর ঘোষ *বিধায়ক*

রবিবার হিলকার্ট রোড এলাকায় গিয়েছিলেন তিনি। সোমবার শীতের সকালে যান পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের গঙ্গানগর, জলপাই মোড় সহ বিভিন্ন এলাকায়। সেখানে কেউ বলেন, রাস্তা খারাপ, ঠিক করা হচ্ছে না। কেউ আবার বলেন নিকাশি ব্যবস্থা খারাপ। অনেকেই আবার অভিযোগ করেন, কাউন্সিলারকে এলাকায় দেখা যায় না। সব অভিযোগ শুনে মেয়র বলেন, 'আমি চেষ্টা করেও পারছি না। কাউন্সিলার কথাই শুনছেন না। এত লোক দেওয়া হচ্ছে। আমি বরোকে দিয়ে কাজ করাচ্ছি।' এদিন মেয়রের সঙ্গে ছিলেন ১ নম্বর বরোর চেয়ারপার্সন গার্গী চট্টোপাধ্যায়।

এদিন মেয়রকে এলাকায় দেখে এগিয়ে আসেন মানবেন্দ্র পাসোয়ান নামে এক ব্যক্তি। তাঁর বয়স ৭০ ছুঁইছুঁই। তাঁর বক্তব্য, 'এলাকার নিকাশি ব্যবস্থা খুব খারাপ। ঠিকমতো পরিষ্কার করা হয় না। এদিকে, দীর্ঘদিন ধরে আবেদন করেও বার্ধক্য ভাতা পাচ্ছি না।' শুনেই মেয়র নিজের সহায়কদের বিষয়টি নোট করান এবং দ্রুত পদক্ষেপ করার নির্দেশ দেন।

পুলিশে ভরসা নেই

সিসিটিভি ক্যামেরা বসাচ্ছেন কাউন্সিলার

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : পুলিশের ওপর আর ভরসা রাখতে পারছেন না পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ড কাউন্সিলার তৃণমূলের পিন্টু ঘোষ। এলাকায় মাদকচক্রের মোকাবিলা করতে ওয়ার্ডে তিনি নিজেই সিসিটিভি ক্যামেরা লাগাবেন। পিন্টু বলছেন, 'ব্রাউন সুগার পাচারকারীদের দৌরাত্ম্যে অনেক পরিবার নষ্ট হয়েছে। কিছুদিন পুলিশি ধরপাকড় চললেও ফের ওদের দাপাদাপি বেড়েছে। এই জন্যই কাউন্সিলার তহবিল থেকে সিসিটিভি ক্যামেরা লাগিয়ে ওই ব্রাউন সুগার পাচারকারীদের চিহ্নিত করতে চাইছি। মনিটর স্থানীয় পুলিশ ফাঁড়িতেই লাগানো হবে।'

পুরনিগমের ৭ নম্বর ওয়ার্ডে ব্রাউন সুগারের সমস্যা গত কয়েকবছর ধরেই বড় আকার নিয়েছে। ব্রাউন সুগার পাচারকারীদের এই দৌরাত্ম্য বন্ধে সরাসরি পুলিশের ভূমিকা নিয়ে একাধিকবার সরবও হয়েছেন ওয়ার্ড কাউন্সিলার। পুলিশকে বার্তা দিতেই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করছেন ওয়ার্ডের বাসিন্দারা। পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের কথায়, 'শাসকদলের লোক ও শাসকদলের পুলিশ কোথায় কী করছে, জানা নেই। কিন্তু নেশার এই মায়াজালে সাধারণ মানুষ আক্রান্ত হচ্ছেন। সেব্যাপারে উচিত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া।'

মূর্তি বসল

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : সোমবার বেতগাড়ায় বিরসা মুন্ডার মূর্তির আবরণ উন্মোচন করলেন তৃণমূল নেতা জেপি কানোডিয়া। এদিন মূর্তির আবরণ উন্মোচন ঘিরে বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। দুপুরে তিনশোর বেশি মানুষের জন্য মধ্যাহ্নভোজনের ব্যবস্থা করা হয়। অনুষ্ঠানে জেপি ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, দিলীপ বর্মন সহ অন্যরা।

পদ্মাপারে খুন হিন্দু তরুণ

যশোর, ৫ জানুয়ারি : শেষ তিন সপ্তাহে পাঁচজন। ইউনূসের বাংলাদেশে ফের প্রাণ ঝরল হিন্দু তরুণের। সোমবার সন্ধ্যায় যশোরের মণিরামপুর উপজেলার কপালিয়ায় ভরা বাজারে রানাপ্রতাপ বৈরাগী (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে গুলি করার পর গলা কেটে হত্যা করা হল। জানা গিয়েছে, রানাকে লক্ষ্য করে পরপর পাঁচটি বুলেট ছোড়ে অজ্ঞাতপরিচয় দুষ্কৃতীরা। মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাঁর গলা কাটা হয়। এমন ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনার পরিবেশ তৈরি হয়। পরে পুলিশ পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

পুলিশ জানিয়েছে, রানা যশোরের কেশবপুর উপজেলার আড়ুয়া গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম তুষারকান্তি বৈরাগী। মণিরামপুরের কপালিয়া বাজারে রানার একটি বরফ তৈরির কারখানা রয়েছে। এছাড়া তিনি নড়াইল থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

তৃণমূলের ঘর ভাঙছেন ভিক্টর

প্রথম পাতার পর

সাধারণ সম্পাদক অসীম ঘোষ বলেন, 'ভিক্টর মূর্খের স্বর্গে বাস করছেন। মৌসমকে দিয়ে বিচার করলে হবে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়ন ও সুশাসন ছেড়ে কেউ কোথাও যাবেন না।'

তাঁর দাবি, 'বাংলার কোনও নেতা, সাংসদ ও বিধায়ক তৃণমূল ছেড়ে কোথাও যাবেন না। আগামী বিধানসভা ভোটে গতবারের তুলনায় অনেক বেশি আসন নিয়ে তৃণমূল ক্ষমতায় আসবে।' বাস্তবে ভিক্টর রাহুলের যে নির্দেশের কথা বলেছেন, তাতে আগামী বিধানসভা ভোটে তৃণমূলকে চাপে রাখতে কংগ্রেস কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কৌশল আছে বলে মনে করা হচ্ছে।

যদিও ভিক্টর বলছেন, 'জোট নিয়ে আপাতত শীর্ষ নেতৃত্ব আমাদের কোনও নির্দেশ দেয়নি। সমস্ত আসনেই আমরা শক্তি বাড়ানোর লক্ষ্যে ঝাঁপ দিয়েছি।' মাসদুয়েক আগে দিল্লিতে রাজ্যের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে তৃণমূল ভাঙানোর এই ফরমান খোদ রাহুল জারি করেন। সেই খেলায় শুধু দুই সাংসদ ও ১৪ বিধায়ক নয়, ঘাসফুল শিবিরের জেলা ও ব্লক স্তরের অনেক নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন ভিক্টর।

বিক্ষুব্ধ ও সংখ্যালঘু কার্ড এই খেলার অন্যতম হাতিয়ার। উত্তরের উল্লিখিত জেলাগুলিতে তৃণমূলে অনেক সংখ্যালঘু নেতা ও জনপ্রতিনিধি আছেন। ভিক্টরের নিজের জেলা উত্তর দিনাজপুরের বিধায়কদের দুই-একজন তলে তলে কংগ্রেসের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলছেন। বিধানসভা ভোটে তৃণমূল টিকিট না দিলে তাঁদের জন্য কংগ্রেসের দরজা খোলা বলে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ওই বিধায়কদের বড় অংশই আগে কংগ্রেসে ছিলেন। ভিক্টরের স্ট্র্যাটেজি এখন 'শাসকদলে মূল্য না পেলে কংগ্রেসে আসুন।' 'ব্রেনওয়াশের' কারিগর অতীতের দক্ষ বাম সংগঠক ভিক্টরই।

সর্বভারতীয় সম্মেলনে নির্বাচিত, উত্তরের চা শিল্পে নজরের অঙ্গীকার

সিটু'র নেতৃত্বে শিলিগুড়ির সুদীপ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : 'ব্যক্তিগত উন্নয়ন'-এর নানা অভিযোগে রাজনীতি আজ কলুষিত। শিলিগুড়ির সুদীপ দত্ত অবশ্য বরাবরই নিজের তুলনায় দশের উন্নয়নকে প্রাধান্য দিয়েছেন। সেই লক্ষ্যে নিজের সম্ভাবনাময় কেরিয়ারকে হেলায় বিসর্জনও দেন। মানুষের জন্য তাঁর বরাবরের কাজ অবশ্য বিফলে যায়নি। রবিবার বিশাখাপত্তনমে সিটু-র সর্বভারতীয় সম্মেলনে তাঁকে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। শিলিগুড়ি সহ উত্তরবঙ্গে খুশির হাওয়া ছড়িয়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য গৌতম ঘোষ বললেন, 'এটা আমাদের বিরাট প্রাপ্তি। বহু আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে সুদীপ আজ সর্বভারতীয় স্তরে নিজের জায়গা করে নিয়েছেন।' নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর উত্তরবঙ্গের সক্রিয় চা শিল্পে তাঁর নজর থাকবে বলে সুদীপ জানিয়েছেন।

কলকাতার সেন্ট পলস কলেজে পদার্থবিদ্যায় অনার্স নিয়ে পড়ার সময় থেকেই শিলিগুড়ির দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা সুদীপ সক্রিয়ভাবে এসএফআই করেছেন। পরে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর করে ন্যানো ফিজিক্স নিয়ে গবেষণাও শুরু করেছিলেন। পড়াশোনায় তুখোড়। কিন্তু রাজনীতিতেই মনপ্রাণ সঁপে দিয়েছিলেন। আর তাই মাঝপথে গবেষণার কাজ ছেড়ে দেন। সুদীপের কথায়, 'গবেষণার কাজে আমাকে মাঝেমধ্যেই বিদেশে যেতে হত। পাকাপাকিভাবে বিদেশে চলে গেলে রাজনীতিটা করতে পারতাম না। দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে নতুনভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েই আমি সক্রিয়ভাবে রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।'

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের এই প্রাক্তনী ২০১৩ সাল থেকে ২০২১ সাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের চা বাগান আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন। এছাড়াও ছোট কারখানা, পরিবহণ সহ বিভিন্ন শ্রমিক আন্দোলনেরও নেতৃত্ব দিয়েছেন। এই সুবাদে ২০১৭ সালে সিটু-র দার্জিলিং জেলার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। পরবর্তীতে রাজ্য সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য কমিটির কার্যনির্বাহী সদস্য হন। শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গেই সুদীপ সিপিএমের সক্রিয় সদস্য হিসাবেও কাজ করেছেন। এই সুবাদে তাঁকে ২০১৮ সালে দলের দার্জিলিং জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য করা হয়। দীর্ঘদিন জেলা ও রাজ্যের দায়িত্ব সামলানোর পর ২০২১ সালে তিনি দিল্লিতে চলে যান। সেখানে সিটুর সর্বভারতীয় কেন্দ্রে থেকে দেশজুড়ে শ্রমিক আন্দোলনের কাজকর্মে নজরদারি করছেন। ২০২৩ সালে সিটুর অন্যতম জাতীয় সম্পাদক হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা রয়েছে।

গত বছর শিলিগুড়ির সুদীপকে বিদ্যুৎশিল্পের সর্বভারতীয় ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত করা হয়। এছাড়া তিনি তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), পেট্রোলিয়াম ফেডারেশন ও শক্তিশিল্পের ফেডারেশনেও সক্রিয়ভাবে কাজ করেছেন এবং ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অফ ট্রেড ইউনিয়নেও যুক্ত রয়েছেন। নতুন দায়িত্ব পাওয়ার পর তরুণ বললেন, 'কেন্দ্রীয় সরকার যে শ্রমকোড কার্যকর করতে চাইছে তা বাস্তবায়িত হলে ভারতের শ্রমজীবী মানুষের অধিকার হরণ হবে। এই শ্রমকোডের বিরুদ্ধে আমরা লাগাতার আন্দোলন চালাব।' শ্রমকোড প্রত্যাহারের দাবিতে ১২ ফেব্রুয়ারি দেশজুড়ে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছে বলে সুদীপ জানিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন সংগঠন এই ধর্মঘটের সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।

উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থেও সুদীপ ধারাবাহিক আন্দোলনের কথা বলছেন। তাঁর বক্তব্য, 'উত্তরবঙ্গের চা শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি, বাগানগুলিকে কর্পোরেট সংস্থার হাতে তুলে দেওয়ার প্রতিবাদ সহ বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন হবে।'

- সিটু'র সর্বভারতীয় সম্মেলনে সুদীপকে সংগঠনের সর্বভারতীয় সভাপতি করা হয়েছে
- কলেজ থেকেই শিলিগুড়ির বাসিন্দা সুদীপ এসএফআই করেছেন
- উত্তরবঙ্গের চা শিল্পের শ্রমিকদের স্বার্থে সুদীপ আন্দোলনের কথা বলছেন

বিদেশে চলে গেলে রাজনীতিটা করতে পারতাম না। দেশের শ্রমজীবী মানুষের আন্দোলনকে নতুনভাবে তুলে ধরার লক্ষ্য নিয়েই আমি রাজনীতির সঙ্গে জুড়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিই।

সুদীপ দত্ত

সফল শিকার।। *ভরতপুর বার্ড স্যাংচুয়ারিতে সোমবার। -পিটিআই*

বাংলাদেশি তরুণীর

প্রথম পাতার পর

তরুণী বাংলাদেশে ফিরতেই নাকি দেখেন, 'প্রেমিক' তাঁকে সমাজমাধ্যমে ব্লক করে দিয়েছেন।

এদিকে, ততদিনে ওপার বাংলার পরিস্থিতি অস্থির হতে শুরু করে। নতুন ভিসা পাওয়া কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তবুও, নিজের ভালোবাসার করুণ পরিণতি মেনে নিতে চাননি তিনি। বহু চেষ্টার পর গতবছরের শেষদিকে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে এপারে আসেন। শিলিগুড়ির লিম্বুবস্তির সেই ভাড়াবাড়িতে গিয়ে জানতে পারেন, রাকেশ আর সেখানে থাকেন না। মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ে তাঁর। এরপর শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত 'প্রেমিক'-এর খোঁজে ঘুরে বেড়িয়েছেন। রাস্তাঘাটে যাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাঁকেই রাকেশের ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন।

শেষমেশ রবিবার বিচারের আশায় ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। তরুণীর কথায়, 'আমার দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন ভালো নয়। তাই, ঘোরাফেরার পথে একটু ভয় লাগছিল। তবে, কেউ ক্ষতি করার চেষ্টা করেনি। শিলিগুড়িতে হোটেলে থাকছি। কিন্তু প্রেমের নামে যে প্রতারণা করলেন, তাঁকে ছাড়ব না।'

মিহিরের দেখা নেই, রবির কাঁটা কোন্দল

প্রথম পাতার পর

তেমন না পাওয়ার ফর্দটা কম দীর্ঘ নয়। রবির মতো নেতার হেরে যাওয়ার পিছনে সেটা একটা কারণ ছিল বৈকি।

নাটাবাড়িতে বেশ কয়েকটি হাইস্কুল থাকলেও কোনও কলেজ নেই। কলেজের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জিতেছিলেন মিহির। কলেজের ইট গাঁথা দূরের কথা, অনুমোদন পর্যন্ত আনেননি তিনি। নাটাবাড়ি বাজার ও আশপাশের এলাকায় আগুন লাগলে বড় বিপদ। সেই তুফানগঞ্জ বা কোচবিহার ছাড়া দমকলকেন্দ্র নেই। রাজ আমলের বলরাম মন্দির রয়েছে নাটাবাড়ি এলাকায়। পাশাপাশি ইতিহাসবিজড়িত শালবাড়ি বনাঞ্চলকে কেন্দ্র করে ভালো সম্ভাবনা থাকলেও সরকারি প্রচার ও উদ্যোগের অভাবে পর্যটন সম্ভাবনা দানা বাঁধেনি।

কিংবদন্তি ভাওয়াইয়াশিল্পী আব্বাসউদ্দিনের বাড়ি সংরক্ষণেও কোনও উদ্যোগ নেয়নি সরকার। তবে মিহির গোস্বামীর গ্রহণযোগ্যতা কমে যাওয়া দলের দুর্বল দিক হলেও স্থানীয় স্তরে ভালো সংগঠন বিজেপির প্রধান 'অ্যাডভান্টেজ'। একসময় বসে যাওয়া এখানকার বিজেপি নেতা সঞ্জয় চক্রবর্তী ফের সংগঠনে সক্রিয় হয়েছেন। মুখ পরিবর্তন হলে তাই বিজেপি এখনও লড়াই দিতে পারবে বলে মনে করেন অনেকে।

তবে কোচবিহার-১ ব্লকের ছয়টি ও তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের ১০টি গ্রাম পঞ্চায়েত নিয়ে নাটাবাড়ি কেন্দ্রটিতে এবার মরিয়া ঘাসফুল শিবিরও। সংগঠন গোছানোর পাশাপাশি প্রশাসন ও পঞ্চায়েত ব্যবস্থার তত্ত্বাবধানে প্রচুর রাস্তাঘাট, পথবাতি, নদীবাঁধ ইত্যাদি তৈরি করানো হয়েছে। তাতে সুবিধাজনক অবস্থায় থাকা যাবে বলে শাসকদল আশা করছে।

প্রাক্তন বিধায়ক রবীন্দ্রনাথ ঘোষকেই এই কেন্দ্রে দলের কোঅর্ডিনেটর করেছে তৃণমূল। এই কেন্দ্রে মনোনয়ন পাওয়ার জন্য তিনি মরিয়াও বটে। কিন্তু উন্নয়ন দিয়ে ভোট টানার চেষ্টা করা হলেও শাসকদলের বড় কাঁটা গোষ্ঠীকোন্দল। তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিকের সঙ্গে রবির কোন্দল এখন গোটা রাজ্য জানে। দুজন আলাদা আলাদাভাবে নাটাবাড়িতে সংগঠন গুছিয়েছেন। এই সমান্তরাল সংগঠনই আবার কাঁটা হয়ে উঠতে পারে।

তবে এলাকায় কান পেতে এই বার্তা স্পষ্ট বোঝা গেল গোষ্ঠীকোন্দল মিটিয়ে নিলে নাটাবাড়িতে ঘাসফুলের দাপট আটকানো কঠিন। জাঁকিয়ে শীত পড়েছে ক'দিন ধরে। ডাউয়াগুড়ির এক চায়ের দোকানের আড্ডায় স্থানীয় এক তরুণের কথায় সবাই সায় দিলেন। তরুণের কথায়, 'নাটাবাড়ি কেন্দ্রে তৃণমূল বনাম বিজেপি'র লড়াই নয় মশাই, এখানে তৃণমূলের সঙ্গে তৃণমূলের লড়াই। যাকে বলে ভোট কাটার লড়াই।'

ডাউয়াগুড়ির প্রধানের ছেলে অমর রায় কয়েকমাস আগে খুন হয়েছেন। যা নিয়ে দলেরই একটি অংশের, এমনকি রবির দিকে আঙুল তুলেছে নিহতের পরিবার। বাম, কংগ্রেস এখানে অপ্রাসঙ্গিক। ফলে আব্বাসউদ্দিনের এলাকায় হাড্ডাহাড্ডি লড়াই এখন দুই ফুলের।

গরম কাপড়

প্রথম পাতার পর

রাত ন'টার পরে জংশন স্টেশনের বাইরে একাধিক ভবঘুরের সঙ্গে যাত্রীদেরও শুয়েবসে থাকতে দেখা গিয়েছে। কম্বল মুড়ি দিয়ে বসে থাকা এক যাত্রী বললেন, 'ভোরে ট্রেন রয়েছে। হোটেলে থাকলে অন্তত ৫০০ টাকা ভাড়া দিতে হবে। তাই ২০০ টাকায় একটা কম্বল কিনে সেটা জড়িয়ে স্টেশনের বাইরেই বসে রয়েছি। দেখতে দেখতে ভোর হয়ে যাবে।' তবে, অন্যদিনের মতো যাত্রী ভিড় এদিন রাতে জংশন স্টেশনে দেখা যায়নি। ঠান্ডার মধ্যেই তেনজিং নোরগে বাস টার্মিনাসে রাত পর্যন্ত ভালো ভিড় ছিল।

রাত পর্যন্ত বিধান মার্কেট, শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, ভুটিয়া মার্কেটের মতো শীতবস্ত্রের বাজারগুলিতে কেনাকাটার ভালো ভিড় ছিল। শেঠ শ্রীলাল মার্কেটের ফুটপাথ ব্যবসায়ীরা ভিড় দেখে খুশি। দুধ মোড় এলাকার বাসিন্দা অমিত মণ্ডল নামে এক ব্যবসায়ীর কথায়, 'এবার একটু বেশিই জাঁকিয়ে শীত পড়েছে। প্রতিদিন ভালো জ্যাকেট বিক্রি হচ্ছে।' একই বক্তব্য হিলকার্ট রোডের ফুটপাথ ব্যবসায়ী নরোত্তম দাসের। তিনি সোয়েটার, মোজা থেকে শুরু করে উইন্ডচিটার, জ্যাকেট নিয়ে ফুটপাথে সাজিয়ে বসেছেন। তিনি বলেন, 'মাঝে আমাদের দোকান পুলিশ তুলে দিয়েছিল। তারপর কোনও রকমে ফুটপাথে বসেছি। অন্যবারের তুলনায় এবার কেনাকাটার ভিড় বেশি। বিক্রিও ভালোই হচ্ছে।' রাত ১০টার পরেও ভুটিয়া মার্কেটে শীতবস্ত্র কেনাকাটার ভিড় চোখে পড়েছে। সেখানে সোয়েটার বাছাইয়ের ফাঁকে সোমা মুখোপাধ্যায় নামে এক ক্রেতা বললেন, 'গত ৭-৮ বছর শিলিগুড়িতে এত শীত পড়েনি। এবার মারাত্মক পরিস্থিতি। তাঁর কথায়, সংবাদপত্রে দেখছি আরও ঠান্ডা বাড়বে। তাই বাড়তি শীতবস্ত্র কিনতেই হচ্ছে।'

ঠান্ডায় মেঝেতে ক্লাস

প্রথম পাতার পর

কোনওমতে বলল, 'বাড়ি থেকে পাটের বস্তা দেয় না। স্কুলেও দেওয়া হয় না। প্রচণ্ড ঠান্ডা লাগলেও মাটিতে বসেই পড়াশোনা করতে হয়।' প্রধান শিক্ষক ইন্তাজার আলমকে এদিন স্কুলে পাওয়া যায়নি। সহ শিক্ষক ভাস্কর রায় বললেন, 'বেঞ্চের জন্য দীর্ঘদিন ধরে টাকা চেয়েও পাইনি। সবকিছু ওপরমহলকে আবার জানানো হয়েছে।' বলঞ্চা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও খারাপ। ৪৪৩ জন পড়ুয়ার জন্য মাত্র চারটি বেঞ্চ রয়েছে। অভিভাবক আনারুল হক বললেন, 'ছেলে সাজিদ হোসেন তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। কনকনে ঠান্ডায় মেঝেতে বসে ক্লাস করে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। বর্তমানে শয্যাশায়ী। সমস্যার বিষয়ে শিক্ষকদের বলা হলেও তাঁরা কিছুই শুনছেন না।' এই পরিস্থিতিতে অভিভাবকদের অনেকেই সন্তানদের স্কুলে পাঠাতে চাইছেন না। প্রধান শিক্ষক সম্বিত দাস দীর্ঘদিন ধরে অসুস্থ। সহকারী শিক্ষক পিঙ্কু শেখ বললেন, 'সমস্যার বিষয়টি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানকে জানানো হয়েছে। তিনি সমাধানের আশ্বাস দিয়েছেন।'

ঘোরধাপ্পা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৪৫০ জন পড়ুয়ার জন্য ৩৮টি বেঞ্চ, বেররাণ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২৫ জনের জন্য সাতটি, কারিয়াত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২২৩ জনের জন্য ১৫টি, হাটোয়ার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২০০ জনের জন্য পাঁচটি, বাক্কা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১১৮ জনের জন্য ২৭টি এবং পশ্চিম বিনারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ১০০ জনের জন্য মাত্র চারটি বেঞ্চ রয়েছে। পশ্চিম বিনারদহ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইফতেখার আহমেদ বললেন, 'পড়ুয়াদের দেখে কষ্ট হয়। কিন্তু শিক্ষকরাও অসহায়। মুখ খুললে সমস্যা হতে পারে। তবুও কিছু কথা বলার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সমস্যার বিষয়টি বারবার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদে জানিয়েছি। কিন্তু সমস্যা মেটেনি।' স্কুলগুলিতে পানীয় জল, শৌচাগার সংক্রান্ত সমস্যাও রয়েছে। এসব সমাধানের দাবিও জোরালো হয়েছে।

ঘি ঢালতে বাধা নেই

প্রথম পাতার পর

সাংবাদিকদের সহজ ব্যাখ্যাও দিয়ে গিয়েছেন। সেটা হল, ২০১৯ সালে লোকসভার ভোটে বিজেপি ৪১ পার্সেন্ট ভোট পেয়ে ১৮টা সিট জিতেছিল। ২০২১ সালে বিধানসভার ভোটে ৩৮ পার্সেন্ট পেয়ে জিতেছিল ৭৭টা সিট। যে পার্টি ২০১৬ সালের ভোটে ৩টে সিট জিতেছিল, পাঁচ বছরের মধ্যে তারা পেয়েছে ৭৭। এইসব হিসেব নিয়ে আগে বিস্তর কাটাছেঁড়া হয়েছে, পরেও হবে।

তবে কতগুলো শুকনো অঙ্কে যে রাজনীতি আটকে থাকে না, সেকথা কে না জানে! অমিতবাবু না বললেও সব্বাই জানে, গত পাঁচ বছরে কী কী হয়েছে। কত এমএলএ ওপাশ থেকে জোড়াফুলে ভিড়ে গিয়েছেন, সে হিসেব কোথায় যাবে! পাঁচ বছরে যে ক'টা উপনির্বাচন হয়েছে, তার একটাতেও জিততে পারেনি পদ্ম শিবির। বিরোধী দলনেতার পরিষদীয় দল কমতে কমতে এখন ষাটের ঘরে।

গতবার বিধানসভার ভোটে তৃণমূল পেয়েছিল ২১৩টা সিট। এযাবৎ সেটা তাদের সর্বোচ্চ স্কোর। তখন ভোট ছিল ৪৭.৯ পার্সেন্ট। তার আগে ২০১৬ সালে জিতেছিল ২১১টা সিটে। ভোটের শেয়ার ছিল ৪৪.৯ পার্সেন্ট। গত লোকসভা ভোটে বিজেপির ভোট ছিল ৩৯.১ পার্সেন্ট, তৃণমূলের ৪৬.২ পার্সেন্ট। তারও পাঁচ বছর আগে ২০১৯ সালের লোকসভায় বলতে গেলে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল দিলীপ ঘোষের বিজেপি। ১৬টা সিট বাড়িয়ে ৪২-এ ১৮ জন এমপি। তৃণমূল খুইয়েছিল ১২টা।

বিজেপি ৪০.৬৪ পার্সেন্ট আর তৃণমূল ৪৩। ব্যাস, ওইখানেই আটকে গেল বিজেপি। আর এগোল না। ঘোর করোনাকালে আট দফায় ভোটের সময়ও সভায় সভায় দুই গুজরাটি নেতা 'আব কি বার, দোশো পার' বলে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। সবাই মানবেন, রাজনীতির অঙ্ক সবসময় ঠান্ডা পাটিগণিতে হয় না। কষতে হয় আরও নানারকম হিসেবনিকেশ, মাপতে হয় হাওয়ার গতি। ফলে নিছক কিছু সংখ্যা দিয়ে ভোট বুঝতে গেলে হাতে বেশিরভাগ সময় পেন্সিলও থাকে না।

এবারের ভোটে বিজেপির হাতে ইস্যু কি কম? চাকরিতে দুর্নীতি থেকে খুনোখুনি, পঞ্চায়েতের পুকুরচুরি, মন্ত্রীদের জেল... কী আর বাকি! কিন্তু সেসব নিয়ে বাজার গরম করবে কে? ভোটের মুখে এখন এসআইআর নিয়ে বরং বিজেপির মহামান্যরা নাকানিচোবানি খাচ্ছেন। যার পুরোটাই বরং বিজেপির বুমেরাং হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। এক কোটি, দেড় কোটি ঘুসপেটিয়া, রোহিঙ্গা নিয়ে প্রচারটা এখন তাদের বিড়ম্বনা বাড়াচ্ছে।

তাই এখন আর ওসব নিয়ে তেমন উচ্চবাচ্য শোনা যাচ্ছে না আগুনখোর গেরুয়া নেতাদের। উলটে নাগরিকদের হয়রানি থেকে ভোটকর্মীদের দুর্গতি আর মৃত্যু নিয়ে আসর জমিয়ে দিয়েছে তৃণমূল। অন্যদিকে, বঙ্গ বিজেপির ঘরের কোন্দল তীব্র। শুভেন্দু একদিকে, শমীক আরেকদিকে। সুকান্ত আবার নিজের তালে। এর মধ্যে দিলীপ ঘোষকে ফিরিয়ে এনে দাঁড় করানো হল শুভেন্দুর মুখোমুখি।

কাঁথির হেভিওয়েট আর মেদিনীপুরের দাবাং নেতার মধ্যে পপুলারিটির লড়াই এখন বেশ জমজমাট। তৃণমূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামার আগে এদিকেই তাঁদের নজর দিতে হচ্ছে বেশি। এমনিতেই আদি, নব্য, আরএসএসপন্থী ইত্যাদি নানা ভাগ রয়েছে বিজেপিতে। ফলে শাহি টোটকায় কাজ কতটা হবে, তা নিয়ে চর্চা রয়েছে দলের ভিতরেও।

তৃণমূলে অবশ্য নেত্রীই সবকিছু। তিনিই শুরু, তিনিই শেষ। তিনিই জেতান, তিনিই ভাসান। মাঝে মাঝে তাঁর সঙ্গে তাঁর ভাইপোর ঝামেলা নিয়ে নানা খোশগল্প শোনা গেলেও তা ধোপে টেকে না। বরং ক্রমে অভিষেকের চেয়ার মজবুত হচ্ছে দলে। এবারের ভোটে সামনের সারিতে তিনিই। প্রচারের আলোর অনেকটা পিসির সঙ্গে ভাগাভাগি করে নিয়েছেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ থাকলেও এসআইআর নিয়ে তর্কাতর্কিতে বাকি সব চলে গিয়েছে পিছনে। হাতে রইল হিন্দুত্ব নিয়ে বিজেপির খোলাখুলি গলাবাজি। ওতে কতটা চিঁড়ে ভিজবে, পরপর ভোটে তা বেশ বোঝা যাচ্ছে। এখন 'রাষ্ট্রবাদী মুসলিম'দের ভোটও চাইতে হচ্ছে আগমার্কা সনাতনী নেতাকে। এর মধ্যে জগন্নাথ মন্দির, দুর্গা অঙ্গন, মহাকাল মন্দির নিয়ে বাজারে নেমে মুসলিম তোষণের সাবেক অস্ত্রটাকে অনেকটা ভোঁতা করে দিয়েছে শাসকদল।

আরএসএস-এর শতবর্ষে বঙ্গবিজয়ের স্বপ্নপূরণ নাগালের মধ্যে বলার সময় কিন্তু আসেনি।

পৃথিবীর পাঠশালা

লটারিতে কুবেরের ধৈর্য পরীক্ষা

হাতেগরম সাত কোটি টাকা নাকি প্রতি সপ্তাহে সত্তর হাজার? লটারি জিতে এমন অদ্ভুত প্রশ্নের মুখে পড়েছিলেন কানাডার এক তরুণী। সাধারণ বুদ্ধি বলে, টাকা যখন আসছে, তখন সবটুকু একবারে পকেটে তোলাই ভালো। কিন্তু কুড়ি বছরের ওই তরুণী হাঁটলেন উলটো পথে। 'গ্যাগনেন্ট আ ভি' লটারি জিতে তিনি একলপ্তে মোটা টাকা না নিয়ে, বেছে নিলেন আজীবন সাপ্তাহিক কিস্তির সুবিধা। তাঁর সোজাসাপটা হিসেব, একবারে টাকা পেলে হয়তো ফুরিয়ে যাবে, কিন্তু সপ্তাহে সপ্তাহে এলে জীবনটা অনেক বেশি নিরাপদ। এই সিদ্ধান্ত নিয়ে নেটপাড়ায় এখন জোর তর্জা। কেউ বলছেন, অল্প বয়সে অত টাকা হাতে পেলে ব্যবসায় খাটিয়ে দ্বিগুণ করা যেত। আবার হিসেব বলছে, মেয়েটি যদি আর ত্রিশ-চল্লিশ বছর বাঁচেন, তবে কিস্তিতে নেওয়া টাকার অঙ্ক আসল পুরস্কারের চেয়ে অনেক বেশি হবে। একেই বলে, লোভে পাপ আর ধীরস্থিরে বাপ! তরুণীর এই 'সেফ গেম' এখন অর্থনীতির ছাত্রদের নতুন সিলেবাস।

মায়ের দয়ায় একা

নয় বছরের একরত্তি ছেলে, অথচ টানা দু'বছর ফ্ল্যাটে একা! মা তাকে ছেড়ে প্রেমিকের সঙ্গে থাকতে চলে গেলেন পাঁচ কিলোমিটার দূরে। মাঝে মাঝে এসে ছেলের জন্য কিছু খাবার রেখে যাওয়া ছাড়া আর কোনও দায়িত্বই নেননি তিনি। ফ্রান্সের নেরসাক শহরের এই ঘটনায় শিউরে উঠছে গোটা বিশ্ব। হাড়হিম করা ঠান্ডায় ফ্ল্যাটে বিদ্যুৎ ছিল না, হিটার চলত না। কনকনে শীতে কম্বল মুড়ি দিয়ে, টিনজাত খাবার খেয়ে দিন কাটিয়েছে ওইটুকু বাচ্চা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল, এই চরম অনাদরে থেকেও ছেলেটি স্কুল কামাই করেনি। দিনের পর দিন সেজেগুজে স্কুলে গেছে, পড়াশোনায় ভালো ফলও করেছে। তার পরিপাটি জামাকাপড় আর হাসিমুখ দেখে ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়নি যে সে অনাথের মতো দিন কাটাচ্ছে। প্রতিবেশীরাও ভেবেছিলেন সব ঠিকই আছে। শেষমেশ পুলিশি তদন্তে মায়ের কীর্তি ফাঁস হতেই তাকে জেলে পাঠানো হয়েছে। ছেলেটির মনের জোর দেখে কুর্নিশ জানাচ্ছে সবাই।

ইঁদুরের হাতেই বিজ্ঞানের চাবি

মানুষের প্রাণ বাঁচাতে কত ইঁদুর যে ল্যাবরেটরিতে প্রাণ দিয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। সেইসব নাম না জানা শহিদ ইঁদুরদের সম্মান জানাতে রাশিয়ায় তৈরি হয়েছে এক আজব মূর্তি। সাইবেরিয়ার নভোসিবিরস্ক শহরে ইনস্টিটিউট অফ সাইটোলজি অ্যান্ড জেনেটিক্সের সামনে দাঁড়ালে চোখে পড়বে এক চশমা পরা ইঁদুর। তার পরনে আবার ছোট্ট একটা কেপ, যেন সুপারহিরো! তবে তার হাতে কোনও অস্ত্র নেই, বরং সে ব্যস্ত ডিএনএ-র ডাবল হেলিক্স বুনতে। ২০১৩ সালে তৈরি এই ব্রোঞ্জ মূর্তিটি আসলে বিজ্ঞান আর প্রাণীজগতের এক গভীর সম্পর্কের প্রতীক। বিজ্ঞানীরা মানেন, জেনেটিক্স থেকে শুরু করে দুরারোগ্য ব্যাধির ওষুধ আবিষ্কার— সব ক্ষেত্রেই এই ইঁদুরকুলের অবদান অনস্বীকার্য। তাদের আত্মত্যাগ ছাড়া চিকিৎসাবিজ্ঞানের চাকা গড়ানো অসম্ভব ছিল। তাই ল্যাবের খাঁচায় বন্দি থাকা সেইসব ছোট্ট বন্ধুদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই অভিনব উদ্যোগ। এমন 'মাউস মনুমেন্ট' বিশ্বে বিরল বললেই চলে।

মশার পেটে চোরের হদিস

শার্লক হোমস বা ফেলুদা হলে হয়তো আতশকাচ দিয়ে দেখতেন, কিন্তু ফিনল্যান্ডের পুলিশ যা করল, তা কল্পবিজ্ঞানের গল্পকেও হার মানাবে। ২০০৮ সালের ঘটনা। ফিনল্যান্ডের এক শহর থেকে চুরি গেল আস্ত একটা গাড়ি। পুলিশ গাড়িটি উদ্ধার করল বটে, কিন্তু চোরের কোনও টিকিটি খুঁজে পাওয়া গেল না। স্টিয়ারিং বা সিটে নেই কোনও আঙুলের ছাপ, নেই কোনও প্রত্যক্ষদর্শী। তদন্ত যখন প্রায় বিশল্যকরণী, তখন এক পুলিশ অফিসারের নজরে পড়ল গাড়ির ভেতর মরে পড়ে থাকা একটা মশা। মশাটির পেট রক্তে টুসটুসে। ব্যাস, ওইটুকুই ক্লু! মশাটিকে সোজা পাঠানো হল ফরেন্সিক ল্যাবে। বিজ্ঞানীরা সেই মশার পেট থেকে রক্ত বের করে ডিএনএ পরীক্ষা করতেই বেরিয়ে এল চোরের নাম। পুলিশের খাতায় আগে থেকেই নাম ছিল ওই ব্যক্তির। জেরার মুখে সে স্বীকারও করল চুরির কথা। তুচ্ছ মশার এক কামড় যে জেলহাজত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারে, তা কে জানত!

মোষ সহ ধৃত

চোপড়া, ৫ জানুয়ারি : মোষ নিয়ে পালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন এক ব্যক্তি। রবিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটে চোপড়া থানার দলুয়া এলাকায়। ধৃতকে ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। জাতীয় সড়ক দিয়ে কনটেনারে করে মোষ পাচারের খবর পেয়ে হানা দেয় চোপড়া থানার পুলিশ। তবে পুলিশ পৌঁছানোর আগেই কনটেনার ফেলে চম্পট দেয় চালক। পুলিশের দাবি, সেসময়ে একটি মোষ নিয়ে পালাচ্ছিলেন মাজহারুল আলম নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ওই গাড়ি থেকে ২৭টি মোষ উদ্ধার হয়েছে। মোষগুলোকে এদিন খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

ভার্চুয়াল সুখের ফাঁদে ডিজিটাল অবসাদ

প্রথম পাতার পর

তবে, সোশ্যাল মিডিয়া যে জীবনে অপরিহার্য- সেকথাও স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন তিনি।

লেখাটা পড়তে পড়তে হয়তো মনে প্রশ্ন জাগছে, আপনিও এই ফাঁদে জড়িয়েছেন কি না। কি তাই তো? আসুন একটা ছোট্ট পরীক্ষা করে দেখা যাক। ধরুন, ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রামে আপনি একটা ছবি পোস্ট করেছেন। তারপর কি বুকের ভেতর কেমন একটা ধুকপুকুনি হয়? কিংবা বারবার নোটিফিকেশন প্যানেল টেনে দেখেন, ক'টা লাইক পড়ল? কে কী কমেন্ট করল? মনোবিদরা বলছেন, এখানেই লুকিয়ে অবসাদের বীজ। তাঁদের ব্যাখ্যা, বর্তমান প্রজন্ম এখন এক অদ্ভুত 'ডোপামিন লুপ'-এ আটকে পড়েছে। মস্তিষ্কের যে অংশটি আমাদের আনন্দ বা পুরস্কার পাওয়ার অনুভূতি দেয়, সোশ্যাল মিডিয়ার 'লাইক' বা 'লাভ রিঅ্যাক্ট' ঠিক সেই অংশটিকেই উদ্দীপিত করে। অনেকটা নেশার মতো। ফলে যখনই আমরা কোনও পোস্টে প্রচুর লাইক পাই, তখন ক্ষণিকের জন্য নিজেকে রাজাধিরাজ মনে হয়। কিন্তু মুশকিল হল, এই আনন্দ অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী।

উত্তমের কথায়, 'সবচেয়ে ভয়ের বিষয় হল, এই আসক্তি বাস্তব সম্পর্কগুলো থেকে দূরে ঠেলে দিচ্ছে। পাশে বসে থাকা মানুষটির চোখের ভাষা পড়ার সময় আমাদের নেই, অথচ হাজার মাইল দূরের কোনও অচেনা ব্যক্তির কমেন্টের রিপ্লাই দিতে ব্যস্ত সবাই। ফলে সমস্যা বেড়েই চলেছে।'

পেশার তাগিদে রোজ বহু অচেনা মানুষের সঙ্গে আলাপ জমে আরজে প্রিয়াংকার। প্রিয়াংকা বলছেন, 'প্রায়শই এমন মানুষের ফোন পাই, যাঁরা নিজেদের দুঃখের কথা, কষ্টের কথা শোনান। নাম প্রকাশ করতে চান না ঠিকই। কিন্তু বুঝতে পারি, আসলে তাঁদের মন খারাপগুলো শোনার কেউ নেই। তাই কেউ যদি অন্তত আমাদের দুঃখের কথা শুনিয়ে হালকা হতে চায় হোক!'

দীর্ঘদিন ফেসবুকে একটি কনফেশন পেজ চালান নীহার আচার্য। তাঁর সেই পেজের ইনবক্সে নাকি রোজ মন খারাপেরা ভিড় করে। নীহার বলছেন, 'চাকরি না পাওয়ার যন্ত্রণা, পড়াশোনায় পিছিয়ে পড়া- এসবকিছুকে ছাপিয়ে যাচ্ছে প্রেমে ধোঁকা, সংসারের আর্থিক চাপ, গার্হস্থ্য হিংসা। আমিও অনেকসময় উৎসুক হয়ে যাঁরা মেসেজ পাঠান, তাঁদের প্রোফাইল খুলে দেখি। কিন্তু খুব অবাক হই, তাঁরা সোশ্যাল মিডিয়ায় হাসছেন, একসঙ্গে ছবি তুলছেন। অর্থাৎ তাহলে সবটাই অভিনয়। কিন্তু এই অভিনয়টার সত্যিই কি খুব দরকার?'

মনোবিদ কিংবা মনোরোগ বিশেষজ্ঞরা কিন্তু বলছেন, এই ডিজিটাল চক্রব্যূহ থেকে বের হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। এর জন্য প্রয়োজন নিজের ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং সচেতনতা। উত্তমের কথায়, 'প্রথমেই বুঝতে হবে, সোশ্যাল মিডিয়া জীবনের একটা ক্ষুদ্র অংশমাত্র, পুরো জীবন নয়। ভার্চুয়াল জগতের প্রশংসা বা নিন্দা- কোনওটাই চিরস্থায়ী নয়। আমাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকা যেন কোনও অ্যাপের অ্যালগরিদমের ওপর নির্ভর না করে। দিনের কিছুটা সময় ফোন থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে প্রকৃতির সঙ্গে, পরিবারের সঙ্গে কাটানো জরুরি। সবুজের যত কাছাকাছি থাকা যাবে, ততই মন ভালো হবে।'

শুধুই কি তাই! এর পাশাপাশি প্রয়োজন নিজের ভালো লাগার কাজগুলো আবার নতুন করে শুরু করা। যেখানে কোনও দর্শকের হাততালির প্রয়োজন নেই। প্রয়োজন নেই লাইক বা কমেন্টের। তাহলেই জীবন হয়ে উঠবে মধুময়।

টেস্ট সিরিজের পূর্বে চান ১৫ দিনের শিবির

বোর্ডের কাছে প্রস্তাব শুভমানের

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : রঙিন ফরম্যাটে দল বিন্দাস মেজাজে।

টেস্টে ছবিটা যদিও বিপরীত। লাল বলের ক্রিকেটে রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি জমানা শেষে ভারতীয় দলের গ্রাফ নিম্নমুখী। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকার হাতে হোয়াইটওয়াশের লজ্জা হজম করতে হয়েছে। টেস্ট আঙিনায় ভারতের হাল ফেরাতে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে নতুন প্রস্তাব দিয়েছেন শুভমান গিল। টেস্ট অধিনায়ক চাইছেন, প্রতিটি টেস্ট সিরিজের আগে দিন পনেরোর প্রস্তুতি শিবির হোক।

অতীতে টেস্ট সিরিজের আগে প্রস্তুতি শিবিরের চল ছিল ভারতীয় ক্রিকেটে। কিন্তু টি২০ ফরম্যাটের আগমনের পর ক্রীড়াসূচিতে ব্যস্ততার ফলে পরিস্থিতি বদলেছে। অধিনায়ক শুভমানের মতে, টেস্টে সাফল্য পেতে হলে পুরোনো পন্থাতেই ফেরা উচিত। জোড়া হোম সিরিজে হোয়াইটওয়াশের পর নির্বাচক কমিটি, জাতীয় দলের লিডারশিপ গ্রুপকে নিয়ে বৈঠকে বসেছিল বোর্ডকর্তারা। যেখানে প্রস্তুতি শিবিরের প্রস্তাব দেন শুভমান।

এমনই দাবি বোর্ডের এক শীর্ষ আধিকারিকের। তিনি বলেছেন, ‘প্রতিটি টেস্ট সিরিজের আগে যথাযথ প্রস্তুতির প্রয়োজন বলে মনে করেন শুভমান। ব্যস্ত সূচির কারণে এই মরশুমে টেস্ট সিরিজের জন্য যথাযথ প্রস্তুতির সময় পায়নি দল। যা নিয়ে বৈঠকে গুরুত্ব সহকারে আলোচনাও হয়। বৈঠকে শুভমান টেস্ট সিরিজের আগে ১৫ দিনের জন্য লাল বলের শিবিরের প্রস্তাব দিয়েছে।’

> **বোর্ড, নির্বাচকদের সামনে নিজের পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন শুভমান। বাইশ গজে সাফল্য ধরে রাখতে রোহিত শর্মার পর একজন শক্তিশালী অধিনায়ক প্রয়োজন। বর্তমানে টেস্ট ও ওডিআই দলের দায়িত্বে শুভমান। ফলে ওর বক্তব্য বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।**
>
> -বিসিসিআই আধিকারিক

গত ইংল্যান্ড সফরে অধিনায়ক হিসেবে রোহিত শর্মার স্থলাভিষিক্ত হন শুভমান। সিরিজ ২-২ ড্র করে দারুণভাবে শুরুও করেন। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে গত টেস্ট সিরিজে ঘরের মাঠে সাফল্য ধরে রাখতে ব্যর্থ দল। চূড়ান্ত ব্যাটিং ব্যর্থতায় জোড়া ম্যাচেই হারে। তার আগে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দল নিউজিল্যান্ডের কাছে ৩-০ হারে।

প্রশ্ন এখন, ভারত সারা বছর যে পরিমাণ ক্রিকেট খেলে তাতে টেস্ট সিরিজের আগে ১৫ দিনের প্রস্তুতি শিবির করা কার্যত অসম্ভব। রয়েছে দুইটি সফরের মাঝে ক্রিকেটারদের বিশ্রামের বিষয়ও। তবে ভারতীয় বোর্ড শুভমানের প্রস্তাবকে গুরুত্ব সহকারেই বিবেচনা করছে বলে খবর। বৈঠকে শুভমান যেভাবে নিজের ভাবনা, পরিকল্পনা তুলে ধরেছেন, তাতে বোর্ডকর্তারা প্রভাবিত।

বিজয় হাজারে ট্রফির জন্য অনুশীলনে শুভমান গিল।

সংশ্লিষ্ট বোর্ড আধিকারিক আরও বলেছেন, ‘বোর্ড, নির্বাচকদের সামনে নিজের পরিকল্পনা পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন শুভমান। বাইশ গজে সাফল্য ধরে রাখতে রোহিত শর্মার পর একজন শক্তিশালী অধিনায়ক প্রয়োজন। বর্তমানে টেস্ট ও ওডিআই দলের দায়িত্বে শুভমান। ফলে ওর বক্তব্য বাড়তি গুরুত্ব পাচ্ছে।’

প্রস্তুতি শিবির হিসেবে বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্সের পরিকাঠামো, কোচিং স্টাফদের ব্যবহার করা যেতে পারে। বিশেষত যখন গৌতম গম্ভীর সাদা বলের সিরিজ নিয়ে ব্যস্ত থাকবেন তখন সিইওতে টেস্ট প্লেয়াররা ভিভিএস লক্ষ্মণের দায়িত্বে প্রস্তুতি সারলে লাভবান হবে দল। শুভমানের প্রস্তাবকে গুরুত্ব দিয়ে যে ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে বোর্ডের অন্দরে।

রেলের বিরুদ্ধে নেই বিরাট

নয়াদিল্লি, ৫ জানুয়ারি : মঙ্গলবার বিজয় হাজারে ট্রফিতে রেলওয়ের বিরুদ্ধে খেলছে না বিরাট কোহলি। প্রাথমিকভাবে খেলার সিদ্ধান্ত নিলেও শেষ মুহূর্তে সরে দাঁড়িয়েছেন। দেড় দশক পর বিজয় হাজারে ফিরে প্রথম দুই ম্যাচে (অন্ধ্রপ্রদেশ ও গুজরাট) রান পেয়েছেন। একাধিক নজিরও গড়েছেন। ভক্তরা তাঁকিয়ে ছিল রেলের বিরুদ্ধে বিরাটের থেকে আরও একটা দুর্দান্ত ইনিংসের দিকে। কিন্তু সেই সম্ভাবনায় জল ঢেলে রেল-ম্যাচে নেই কোহলি। তবে কী কারণে বিরাটের এই পদক্ষেপ, সেই সম্পর্কে কিছু জানায়নি দিল্লি।

মুম্বই অধিনায়ক শ্রেয়স

এদিকে, চোট সারিয়ে বিজয় হাজারে প্রত্যাবর্তনের অপেক্ষায় শ্রেয়স আইয়ার। ১১ জানুয়ারি শুরু নিউজিল্যান্ড ওডিআই সিরিজের দলে থাকলেও ফিটনেস শর্ত জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ফিটনেস প্রমাণে মুম্বইয়ের হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ফিরছেন শ্রেয়স। শুধু ব্যাটিং নয়, অধিনায়ক হিসেবে প্রত্যাবর্তন ঘটছে। প্রথম পাঁচ ম্যাচে শার্দূল নেতৃত্ব দিয়েছেন। কিন্তু চোট পেয়ে শার্দূল আপাতত মাঠের বাইরে। বদলি হিসেবে গ্রুপ লিগের বাকি দুই ম্যাচে নেতৃত্ব দেবেন শ্রেয়স।

গোয়া ম্যাচের আগে মুম্বই দলের সঙ্গে ফিল্ডিং প্র্যাকটিসে শ্রেয়স আইয়ার।

অ্যামোরিমকে ছেঁটে ফেলল ম্যান ইউ

ম্যাঞ্চেস্টার, ৫ জানুয়ারি : অবশেষে ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড থেকে বরখাস্ত করা হল পর্তুগিজ কোচ রুবেন অ্যামোরিমকে।

রবিবার লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ম্যান ইউ ড্র করার পরেই অ্যামোরিমের বিদায় একপ্রকার নিশ্চিত হয়ে যায়। পর্তুগিজ কোচ নিজেও ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, চুক্তির মেয়াদ শেষ হলেও ওল্ড ট্র্যাফোর্ড ত্যাগ করবেন তিনি। কিন্তু তাঁর সঙ্গে চুক্তি শেষ হওয়া পর্যন্ত আর অপেক্ষা করতে চাননি ম্যান ইউ কর্তারা। তারা সোমবারই পর্তুগিজ কোচকে আনুষ্ঠানিকভাবে বিদায় জানিয়ে দেন।

লিডস ইউনাইটেডের বিরুদ্ধে ড্র করার পরদিনই চাকরি গেল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড কোচ রুবেন অ্যামোরিমের।

রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে চলতি মরশুমে বেশ খুব ভালো খেলতে পারেনি ম্যান ইউ। ইপিএলে ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে তারা রয়েছে ষষ্ঠ স্থানে। এই পর্তুগিজ কোচের অধীনে গত ১৪ মাসে ৬৩টি ম্যাচ খেলে জয় পেয়েছে ২৫টিতে। গত কয়েকদিনে ক্লাবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক একদম তলানিতে এসে ঠেকেছিল।

আপাতত ম্যান ইউয়ের অন্তবর্তীকালীন কোচ হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে প্রাক্তন স্কটিশ মিডিও ড্যারেন ফ্লেচারকে। তিনি বর্তমানে রেড ডেভিলসের অনূর্ধ্ব ১৮ দলের কোচ হিসেবে কাজ করেছেন। বার্নলি ম্যাচ থেকেঅ ডাগআউটে দেখা যাবে ফ্লেচারকে।

এদিকে ইপিএলের ম্যাচে চেলসির কাছে পয়েন্ট নষ্ট করেছে ম্যান সিটি। রবিবার ঘরের মাঠে ৪২ মিনিটে টিজ্জানি রেইন্ডার্সের গোলে এগিয়ে যায় পেপ গুয়ার্দিওলার দল। সংযোজিত সময়ে গোল করে চেলসির হার বাঁচান আর্জেন্টাইন মিডিও এনজো ফার্নান্ডেজ। আপাতত ২০ ম্যাচে ৪২ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলে দ্বিতীয়স্থানে রয়েছে ম্যান সিটি। শীর্ষে থাকা আর্সেনালের থেকে ৬ পয়েন্টে পিছিয়ে তারা। চেলসি ২০ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের পঞ্চম স্থানে রয়েছে।

প্রাক্তন বিশ্বচ্যাম্পিয়ন মনোজ কোঠারি প্রয়াত

নিজস্বপ্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি: ভারতীয় ক্রীড়া আকাশে নক্ষত্রপতন। প্রয়াত হলেন প্রাক্তন বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ন এবং ভারতীয় কিউ স্পোর্টসের প্রধান কোচ মনোজ কোঠারি।

সোমবার সকালে তামিলনাড়ুর তিরুনেলভেলির একটি হাসপাতালে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন মনোজ। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৭ বছর। গত কয়েকদিন ধরেই তিনি অসুস্থ ছিলেন। তাঁর প্রয়াণে শোকস্তব্ধ গোটা ক্রীড়ামহল। মৃত্যুকালে তিনি রেখে গেলেন স্ত্রী ও পুত্র তথা দুইবারের বিশ্ব বিলিয়ার্ডস চ্যাম্পিয়ন সৌরভ কোঠারিকে। বাবার মৃত্যুতে ভেঙে পড়া সৌরভ বলেছেন, ‘আমি আমার সব কিছু হারালাম, তিনিই ছিলেন আমার হিরো।’

১৯৯০ সালে বিশ্ব বিলিয়ার্ডস খেতাব জিতে প্রথমবার শিরোনামে এসেছিলেন মনোজ। এরপর ১৯৯৭ সালে তিনি বিশ্ব ডাবলস চ্যাম্পিয়নশিপেও সোনা জেতেন। খেলোয়াড় হিসেবে সাফল্যের পাশাপাশি গত দেড় দশক ধরে জাতীয় দলের প্রধান কোচ হিসেবে ভারতের কিউ স্পোর্টসকে এক অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। তাঁর অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০০৫ সালে তিনি ভারত সরকারের সম্মানজনক ‘ধ্যানচাঁদ’ পুরস্কারে ভূষিত হন।

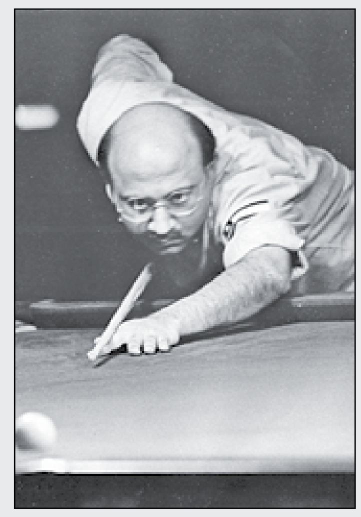

২৮ বার বিশ্ব খেতাব জয়ী পঙ্কজ আদবানি মনোজের স্মৃতিচারণায় বলেছেন, ‘মনোজ কোঠারি শুধু একজন দক্ষ কোচই ছিলেন না, তিনি ছিলেন এক অসাধারণ মানুষ। তাঁর হাত ধরেই তরুণ খেলোয়াড়রা বিশ্বমঞ্চে লড়াই করার সাহস পেয়েছে।’ তাঁর প্রয়াণে ভারতীয় বিলিয়ার্ডস ও স্নুকার জগতে একটি সোনালি যুগের অবসান ঘটল।

এড়ালেন হাজিরা

এসআইআর-এ ডাক সামির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : তিনি বাংলার অন্যতম সেরা বোলার। বাংলার হয়ে তিনি দীর্ঘদিন খেলছেন। বাংলার হয়ে খেলেই টিম ইন্ডিয়ায় সুযোগ পাওয়া মহম্মদ সামির।

আপাতত জাতীয় দলের বাইরে থাকা সামি এখন বাংলার হয়ে বিজয় হাজারে ট্রফি খেলতে রাজকোটে। দলের সঙ্গেই রয়েছেন তিনি। আর তার মাঝেই এসআইআর-এর জন্য হাজির হওয়ার

নির্দেশ পেয়েছেন তিনি। আজ তাঁর হাজির হওয়ার কথা ছিল কলকাতায়। কিন্তু তিনি রাজকোটে থাকায় এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিতে পারেননি। কেন তিনি হাজিরা দিতে পারেননি, নির্বাচন কমিশনকে ই-মেল করে সেই কথা জানিয়েছেন সামি নিজেও। পরবর্তী কোনও সময়ে কলকাতা ফিরে তিনি হয়তো হাজির হতে পারেন বলে খবর।

কিন্তু কেন সামির মতো জাতীয় দলের তারকা ক্রিকেটারের ডাক পড়ল এসআইআর শুনানিতে? খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, ২০০২-’০৩ সালে প্রথম কলকাতায় হাজির হওয়ার সময় তাঁর নাম ভিন্ন ছিল। সামি আহমেদ নাম নিয়ে কলকাতায় এসেছিলেন তিনি। পরবর্তী সময়ে তিনি নাম বদল করেন। ভোটও দিয়েছেন কলকাতায়। যে কোনও কারণেই হোক, নির্বাচনের তালিকায় সামি আহমেদ নামটাই রয়ে গিয়েছে এখনও। সেই নাম কীভাবে সংশোধন করা সম্ভব, তা নিয়ে সামি আইনি পরামর্শও নিয়েছেন বলে খবর। কিন্তু আপাতত কলকাতার বাইরে বাংলা দলের সঙ্গে থাকার কারণে এসআইআর-এর হাজিরা এড়িয়েছেন। সূত্রের খবর, সময় মতো তিনি হাজির হবেন। সন্ধ্যার দিকে রাজকোটে থাকা সামির সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

তিলকদের বিরুদ্ধে বাঁচার যুদ্ধে বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : পরিস্থিতি কঠিন। লড়াই বেঁচে থাকার।

মঙ্গলবার হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে সেই বেঁচে থাকার লড়াইয়ের আগে সমস্যার শেষ নেই বাংলার ক্রিকেট সংসারে। কাঁধে চোট পেয়ে আগেই চলতি বিজয় হাজারে ট্রফি থেকে ছিটকে গিয়েছেন উইকেটকিপার ব্যাটার অভিষেক পোড়েল। তাঁর চোট প্রশ্ন তুলে দিয়েছে বাংলার ওপেনিং জুটি নিয়েও।

বিজয় হাজারে ট্রফি

এমন অবস্থায় আগামীকাল তিলক ভার্মাদের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে রীতিমতো সতর্ক টিম বাংলা। বিকেলের দিকে রাজকোটে বাংলার ক্রিকেট সংসারে খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আহত অভিষেকের বদলে অভিষেক হতে চলেছে উইকেটকিপার ব্যাটার সুমিত নাথের। চন্দননগরের সুমিতই আগামীকাল অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে বাংলার ইনিংস ওপেন করতে পারেন বলে খবর। বাংলার বাকি দলে পরিবর্তনের সম্ভাবনা প্রায় নেই। যদিও জাতীয় দলে বারবার উপেক্ষিত থেকে যাওয়া মহম্মদ সামি বেশ মনমরা হয়ে রয়েছেন বলে খবর। কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, ‘আমাদের কাছে সব ম্যাচই এখন ফাইনালের মতো। জিততেই হবে পরিস্থিতি। তাই কে আছে, কে নেই, ভেবে লাভ নেই। দল হিসেবে মাঠে নেমে সেরাটা দিতে হবে আমাদের।’

৫ ম্যাচে পয়েন্ট এখন ১৬ বাংলার। লিগ টেবিলে তিন নম্বরে থাকা অভিমন্যুদের জিততেই হবে। হার মানেই এবারের মতো বিজয় হাজারে অভিযান শেষ। বাকি থাকা শেষ ম্যাচ তখন নিয়মরক্ষার হয়ে দাঁড়াবে। এমন অবস্থায় প্রতিযোগিতা থেকে প্রায় বিদায় নিয়ে ফেলা হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে ম্যাচের আগে বাংলা শিবিরের মন্ত্র হল, জয় বাংলা। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, ‘বিপক্ষ দল কেমন, কত বড় তারকা রয়েছে, সেই সব ভেবে কিছু হবে না। খেলা হবে মাঠে। আর সেখানে আমাদের বিপক্ষ দলের তুলনায় ভালো খেলে জিততে হবে।’ হায়দরাবাদ দলে থাকলেও জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজের মঙ্গলবার খেলার সম্ভাবনা কম। তিনি না খেললে সামি বনাম সিরাজও হচ্ছে না। তিলক অবশ্য খেলবেন। তিনি খেলা মানে নিশ্চিতভাবেই হায়দরাবাদের ব্যাটিং শক্তি বাড়বে। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট অবশ্য বিপক্ষের শক্তি নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করতে বদ্ধপরিকর।

এখন দেখার, বেঁচে থাকার যুদ্ধে বাংলা সফল হয় কিনা।

মুম্বইয়ে একটি অনুষ্ঠানে স্ত্রী রীতিকার সঙ্গে রোহিত শর্মা। হাজির ছিলেন হরমনপ্রীত কাউরও। সোমবার।

রুট-হেডের টক্করে জমজমাট টেস্ট

ইংল্যান্ড-৩৮৪ অস্ট্রেলিয়া-১৬৬/২
(দ্বিতীয় দিনের শেষে)

সিডনি, ৫ জানুয়ারি : নিউ ইয়ার টেস্টে জমাটি টক্কর।

জো রুটের ম্যারাথন ইনিংসের জবাবে ট্রাভিস হেডের ঝোড়ো ব্যাটিং। দুই শিবিরের দুই তারকার ব্যাটিং দাপটের ফল, দ্বিতীয় দিনের শেষে সেয়ানে সেয়ানে টক্কর। প্রথমে ব্যাটিং করে ইংল্যান্ড প্রথম ইনিংসে ৩৮৪ রান করে রুটের সেঞ্চুরির দৌলতে। জবাবে অস্ট্রেলিয়া ১৬৬/২।

লাবুশেন-স্টোকস ঝামেলা

৮৭ বলে অপরাজিত ৯১ রানের ইনিংসে বেন স্টোকসদের মাথাব্যথা বাড়াচ্ছেন হেড। জেক ওয়াদারাল্ডের সঙ্গে ওপেনিং জুটিতে ৫৭ রান যোগ করেন। জুটি ভাঙেন স্টোকস। রিভিউ নিয়েও আউটের হাত থেকে নিস্তার পাননি নবাগত ওপেনার জেক (২১)। এরপর মার্নাস লাবুশেন-হেড ক্রিজে জাঁকিয়ে বসেন।

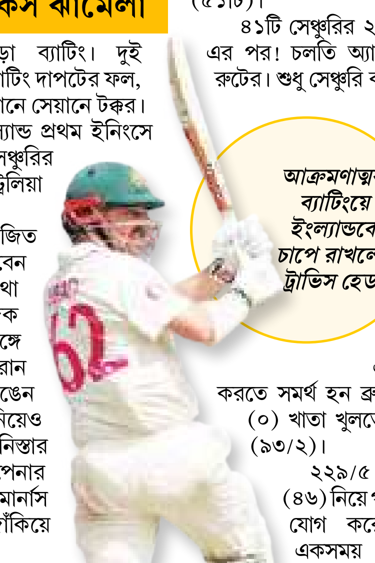

আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে ইংল্যান্ডকে চাপে রাখলেন ট্রাভিস হেড।

হেড আগাগোড়া ওডিআই মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন। ১৫ বাউন্ডারির সাহায্যে ৯১ রানে পৌঁছে যান। যখন মনে হচ্ছিল, এদিনই শতরান সেরে ফিরবেন, তখনই বৃষ্টি এবং দ্বিতীয় দিনের খেলা বন্ধ হয়ে যায়। খেলা বন্ধের আগে অবশ্য লাবুশেনকে (৪৮) আউট করে দলকে দ্বিতীয় উইকেট এনে দেন অধিনায়ক স্টোকস। দিনের শেষে হেডের সঙ্গে ক্রিজে আছেন মাইকেল নেসের (১)। অজি ইনিংসের মাঝে উত্তাপ ছড়ায় স্টোকস-লাবুশেন মেঠো ঝামেলা। দুইজনের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্যবিনিময় হয়।

দিনটা অবশ্য একান্তভাবেই রুটের। সিডনি টেস্টের বৃষ্টিবিঘ্নিত প্রথম দিনের শেষে ৭২ রানে অপরাজিত ছিলেন। আজ ৪১তম সেঞ্চুরি থেকে ২৮ রানের দূরত্ব ঘোচাতে খুব বেশি ঘাম ঝরাতে হয়নি। যার সুবাদে টেস্ট শতরানে তালিকায় তৃতীয় স্থানে থাকা রিকি পন্টিংকে ছুঁয়ে ফেললেন রুট। সামনে শুধু জ্যাক কালিস (৪৫টি) ও শচীন তেন্ডুলকার (৫১টি)।

৪১টি সেঞ্চুরির ২৪টিই এসেছে ২০২১-এর পর! চলতি অ্যাসেজে দ্বিতীয় শতরান রুটের। শুধু সেঞ্চুরি করেই থেমে থাকেননি। ১৭ নম্বর দেড়শো প্লাস স্কোরে দলকে আরও ভালো জায়গায় পৌঁছে দেন। হ্যারি ব্রুক অবশ্য তিন অঙ্কের স্কোর মিস করেন। গতকালের ৭৮-এর সঙ্গে মাত্র ৬ রান করতে সমর্থ হন ব্রুক (৮৪)। স্টোকসকে (০) খাতা খুলতে দেননি মিচেল স্টার্ক (৯৩/২)।

২২৯/৫ থেকে জেমি স্মিথকে (৪৬) নিয়ে পঞ্চম উইকেটে ৯৪ রান যোগ করেন রুট। একসময় স্কোর পৌঁছে যায় ৩২৩/৫। সাড়ে চারশো স্কোরের হাতছানি। কিন্তু নেসেরের দুরন্ত অন্তিম স্পেলে ৩৮৪-তে আটকে যায় ইংল্যান্ড। রুটের (১৬০) ম্যারাথন ইনিংসে ব্রেক লাগানোর পাশাপাশি উইল জ্যাকস (২৭), জোশ টাঙ্গকে (০) আউট করেন নেসের (৬০/৪)।

৪১তম টেস্ট শতরানের পর জো রুট।

রান পেলেও লাবুশেনের বলে দৃষ্টিকটু আউটের সৌজন্যে দিনভর চর্চায় থাকলেন জেমি স্মিথ। কারও কারও দাবি, চলতি অ্যাসেজে সবচেয়ে জঘন্য আউট এটা। আপাত নিরীহ বল অফের দিকে চালাতে গিয়ে উইকেট উপহার দেন। সবমিলিয়ে শেষ ৯ রানে ৪ উইকেট হারিয়ে চারশোর আগে থমকে যায় ইংল্যান্ড।

দেহসৌষ্ঠবের জাতীয় টুর্নামেন্ট কলকাতায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : প্রায় ১৬ বছর পর জাতীয় স্তরের দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতার আসর কলকাতায়। আগামী ১৩ ও ১৪ জানুয়ারি ফেডারেশন কাপ অনুষ্ঠিত হতে চলেছে নজরুল মঞ্চে। রাজ্য বডিবিল্ডিং ও ফিজিক অ্যাসোসিয়েশনের সঙ্গে একযোগে যা আয়োজন করতে চলেছে হ্যাবিট স্পোর্টস ফেস্টিভাল। এদিন এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই খবর জানান সংস্থার সচিব স্বপন (বাবুন) বন্দ্যোপাধ্যায়। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন বিশ্ব বডি বিল্ডিং সংস্থার সচিব চেতন পাটার ও বিখ্যাত বডি বিল্ডার তুষার শীল সহ আরও অনেকে।

জয়ের ধারা বজায় রাখতে চায় ইস্টবেঙ্গল

কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : আজ ইন্ডিয়ান ওমেন্স লিগে টানা পঞ্চম ম্যাচ জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নামছে ইস্টবেঙ্গল। তাদের প্রতিপক্ষ কিক স্টার্ট এফসি। টানা চার ম্যাচ জিতে লিগশীর্ষে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের মেয়েরা। দুরন্ত ছন্দে রয়েছেন সৌম্যা গুগুলথ ও ফাজিলা ইকওয়াপুটে। এই দুই ফুটবলারের দাপটে গোলের বন্যায় প্রতিপক্ষকে ভাসিয়েছে লাল-হলুদ। মঙ্গলবারও এই ফাজিলা-সৌম্যা জুটি তুরুপের তাস হতে চলেছে ইস্টবেঙ্গলের।

সিরাজের না থাকা দুর্ভাগ্যজনক : এবি

জোহানেসবার্গ, ৫ জানুয়ারি : অপেক্ষা আর এক মাসের। ফেব্রুয়ারির ৭ থেকে শুরু হতে চলেছে টি২০ বিশ্বকাপ। অংশগ্রহণকারী সব দলই তাদের স্কোয়াড ঘোষণা করে দিয়েছে। দল ঘোষণা হয়ে গিয়েছে ভারতেরও।

কুড়ির বিশ্বকাপের ভারতীয় স্কোয়াডে জায়গা হয়নি জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজের। তাঁর অনুপস্থিতি অনেককেই অবাক করেছে। তার মধ্যে অন্যতম দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বকালের অন্যতম সেরা ক্রিকেটার এবি ডিভিলিয়ার্স। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে বিস্ময় গোপন করেননি তিনি। একইসঙ্গে ভারতীয় দলের ভারসাম্য ও শক্তির বিষয়টিও তুলে ধরেছেন তিনি। জসপ্রীত বুমরাহ, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানারা টিম ইন্ডিয়ার বিশ্বকাপ স্কোয়াডে থাকলেও জায়গা হয়নি সিরাজের। এমন ঘটনাকে দুর্ভাগ্যজনক আখ্যা দিয়ে ডিভিলিয়ার্স আজ বলেছেন, ‘কুড়ির বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সিরাজের না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। থাকা উচিত ছিল ওর। কিন্তু একইসঙ্গে ভারতীয় দলের শক্তি ও ভারসাম্যের দিকটাও দেখতে হবে।’

টি২০ বিশ্বকাপ

> **কুড়ির বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সিরাজের না থাকা দুর্ভাগ্যজনক। কিন্তু একইসঙ্গে দলের শক্তি ও ভারসাম্যের দিকটাও দেখতে হবে।** -এবি ডিভিলিয়ার্স

কেন এমন মন্তব্য করেছেন এবিডি? নিজেই তার ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। ডিভিলিয়ার্সের কথায়, ‘ভারতীয় দলের শক্তি ও ভারসাম্য দুর্দান্ত। একইসঙ্গে এই দল নির্বাচন প্রমাণ করে টিম ইন্ডিয়ার রিজার্ভ বেঞ্চ কতটা শক্তিশালী। বুমরাহ-অর্শদীপ-হর্ষিতরা রয়েছে। নতুন বলে দায়িত্ব পালনের জন্য হার্দিক পান্ডিয়াও রয়েছে। সিরাজ দলে সুযোগ পেলেও হয়তো প্রথম একাদশে সুযোগ পেত না। কিন্তু তারপরও বলব, সিরাজের জন্য বিষয়টা দুর্ভাগ্যজনক।’ এখানেই থামেননি ডিভিলিয়ার্স। তাঁর মতে, ঘরের মাঠে খেতাব ধরে রাখার লক্ষ্যে টিম ইন্ডিয়া নিশ্চিতভাবেই ফেভারিট।

শুভেচ্ছা
জন্মদিন

মনিলাল মজুমদার : দাদুর জন্মদিনে জানাই প্রণাম। - মেঘ ও বৃষ্টি, 'মনিরেখা', নবগ্রাম, শিলিগুড়ি।

আজ ঘোষণা হতে পারে আইএসএল শুরুর তারিখ

শুরু হয়নি আইএসএল। স্ত্রী ও সন্তানের সঙ্গে অবসর সময় কাটাচ্ছেন সুনীল ছেত্রী।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : এএফসি-র কাছে অনুমতি চাওয়া এবং ফরম্যাট ঠিক করার জন্য ৫ জানুয়ারি অবধি সময় চেয়েছিল অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। সেই সব হয়তো এই সপ্তাহেই ঠিক হয়ে যাবে। তবে তার আগে ফেডারেশনের এদিন ফিনান্স কমিটি ৭ কোটি টাকা খরচের অনুমোদন দিল।

একের পর এক বিদেশি ফুটবলাররা দল ছাড়ছেন। বোরহা হেরেরা, নোয়া সাদাউ, অ্যাড্রিয়ান লুনার পর এবার সবথেকে লম্বা সময় ভারতে খেলা তিরিও ছাড়লেন মুম্বই সিটি এফসি। এদিন ইস্টবেঙ্গল থেকে চলে গেলেন হামিদ আহদাদও। সবমিলিয়ে চিন্তায় ক্লাবগুলোও। তবে এরইমধ্যে সুখবরও আছে। চেন্নাইয়ান এফসি-র মতো যাদের দলে বিদেশি নেই, তারা বিদেশি ফুটবলারদের বাজিয়ে দেখা শুরু করেছে। ওড়িশা এফসি-ও দল গড়ার কাজে নেমে পড়েছে বলে খবর। ফলে লিগ হওয়া নিয়ে হয়তো সংশয় অনেকটাই কেটেছে। কিন্তু কীভাবে লিগটা হবে, তা নিয়ে এখনও সেভাবে কোনও পক্ষই এগোয়নি। তবে এরইমধ্যে আগামী মঙ্গলবার কার্যনির্বাহী সমিতির বিশেষ সভা ডেকেছে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন। এখানেই আইএসএল এবং আই লিগের ফরম্যাট ও অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা হওয়ার কথা। আর তারপরেই সম্ভবত ক্লাবগুলির কাছে চিঠি যাবে। এর আগে অফিস আধিকারিকরা বৈঠকে বসে ৫ কোটি টাকার কথা বললেও এদিনের সভায় তা বাড়ানো হল। মঙ্গলবারের কার্যনির্বাহী সমিতির সভায় আইএসএল শুরুর তারিখ ঘোষণা হওয়ার কথা। তার আগে আশা করা হচ্ছে আগামী ১০ তারিখের মধ্যে ক্লাবগুলির কাছ থেকে সম্মতি চলে আসবে এবং ফরম্যাটও তৈরি হয়ে যাবে।

আগামী ১৫ জানুয়ারি নির্দিষ্ট করা হয়েছে নতুন বিপণন সঙ্গী চেয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য। ফলে অনেকেরই আশা, জানুয়ারির মাঝামাঝির মধ্যেই যাবতীয় জটিলতা কেটে এই মরশুমের লিগ শুরু করার কাজ এগনো সম্ভব হবে। যা খবর তাতে হয়তো বিপণন সঙ্গী হিসাবে শেষপর্যন্ত এফএসডিএল-ই এগিয়ে আসবে পরবর্তী ২০ বছরের জন্য। তবে তার আগে এই মরশুমে লিগ আয়োজনের জন্য কোনও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাকে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক অনুরোধ করতে পারে, শোনা যাচ্ছে এমন কথাও।

বাংলাদেশে নিষিদ্ধ আইপিএল সম্প্রচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ঢাকা ও নয়াদিল্লি ৫ জানুয়ারি : মুস্তাফিজুর রহমান বিতর্কে একের পর এক তোপ দাগছে বাংলাদেশ। পদ্মাপারে হিন্দু হত্যা, হিন্দু নিপীড়নের প্রেক্ষিতে তৈরি হওয়া পরিস্থিতিতে আইপিএল থেকে শনিবার বাতিল করা হয় মুস্তাফিজুরকে। পালটা জবাবে ভারতে বিশ্বকাপ না খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলাদেশ। এদিন আইপিএলের জন্য বাংলাদেশের দরজা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিল সেদেশের সরকার।

বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রকের তরফে বলা হয়েছে, মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাতিলের কোনও কারণ দেখানো হয়নি। বিসিসিআইয়ের যে সিদ্ধান্ত আঘাত করেছে সেদেশের মানুষের ভাবাবেগে। পালটা প্রতিক্রিয়ায় অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল, সম্প্রচার সংস্থাকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কোনও নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যা বলবৎ থাকবে।

২০০৮-এর উদ্বোধনী আইপিএল থেকেই বাংলাদেশে আইপিএলের সম্প্রচার হচ্ছে। প্রথমবার বাংলাদেশের ক্রিকেটপ্রেমীরা বঞ্চিত হবেন মেগা লিগের স্বাদ থেকে। পাশাপাশি প্রথমবার কোনও ক্রিকেট টুর্নামেন্টের সম্প্রচারে নিষেধাজ্ঞা জারি করল বাংলাদেশ সরকার। গত শনিবার সেদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা ডঃ আসিফ নজরুল আইপিএল সম্প্রচার বন্ধের ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এদিন সেই ইঙ্গিতে সরকারি সিলমোহর।

চলতি ঘটনার জের ক্রিকেটের গণ্ডি ছাড়িয়ে অন্যান্য খেলার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ায় (পিজিটিআই) একাধিক বাংলাদেশি গলফার অংশগ্রহণ করেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তাঁদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা বাড়ছে। পিজিটিআই-এর সভাপতি কপিল দেব অবশ্য জানিয়েছেন, এখনও পর্যন্ত এই রকম কোনও সিদ্ধান্ত (বাংলাদেশ গলফারদের বাতিল করা) হয়নি। তবে আগামী দিনে বাতিল করা হবে না, তার নিশ্চয়তা দিতে পারেনি।

প্রফেশনাল গলফ ট্যুর অফ ইন্ডিয়ায় বর্তমানে বাংলাদেশের তিনজন গলফার জামাল হোসেন, মহম্মদ সিদ্দিকুর রহমান, মহম্মদ আকবর হোসেন অংশ নেন। যাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে করা এক প্রশ্নের জবাবে ১৯৮৩-র বিশ্বজয়ী অধিনায়ক তথা পিজিটিআইয়ের সভাপতি কপিল দেব বলেছেন, 'চলতি পরিস্থিতি, ইস্যু নিয়ে আমরা আলোচনায় বসব। এখনও পর্যন্ত অবশ্য কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি।'

বাংলাদেশের পদক্ষেপকে বাড়তি গুরুত্ব দিতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেটমহল। পদ্মাপারে আইপিএল সম্প্রচার না হলে আর্থিকভাবে সামান্যই ক্ষতি হবে। বিদেশে সম্প্রচার বাবদ আয়ের খুব কমই আসে বাংলাদেশ থেকে। পাশাপাশি বাংলাদেশ বিশ্বকাপের ম্যাচ ভারতে না খেললে আর্থিকভাবে কিছু যায় আসবে না বলে মনে করছে তথ্যাভিজ্ঞ মহল। তবে বিশ্বকাপের সূচি বদল, সেই অনুযায়ী লজিস্টিক দিকগুলি রাতারাতি বদলে ফেলা সহজ হবে না।

আজ জরুরি বৈঠকে আইসিসি

আইসিসি সূত্রের খবর, বাংলাদেশের আবেদন মেনে নিয়ে তাদের ম্যাচ সম্ভবত শ্রীলঙ্কাতে সরানো হচ্ছে। চলতি পরিস্থিতিতে আগামীকাল জরুরি বৈঠকে বসছে জয় শা'র নেতৃত্বাধীন ক্রিকেট বিশ্বের নিয়ামক সংস্থা। আপৎকালীন বৈঠকে কি পদক্ষেপ নেওয়া হয়, সেদিকে চোখ থাকবে। বাংলাদেশের দাবি মেনে নিলে কলকাতা, মুম্বইয়ে গ্রুপ লিগের ম্যাচ খেলতে হবে না মুস্তাফিজুরদের। পরিবর্ত হিসেবে অন্য কিছু ম্যাচ পেতে পারে এই দুই কেন্দ্র। অন্যথা হলে যে আর্থিক ক্ষতি হবে, তা সামলাতে সমস্যা হবে না বিশ্বের সবচেয়ে বিত্তবান ক্রিকেট বোর্ডের।

এদিকে বাংলাদেশে বিশ্বকাপ-সিদ্ধান্ত নিয়ে হরভজন সিং বলেছেন, 'গত কিছুদিন ধরে নানান ঘটনা ঘটছে। বাংলাদেশে যা চলছে, মোটেই তা ঠিক নয়। এখন ওরা ভারতে খেলতে চাইছে না। কে আসবে নাকি আসবে না, সিদ্ধান্তটা একান্তভাবে তাদের। আইসিসি দেখে ব্যবস্থা নিক। তবে আমরা অতিথিদের স্বাগত জানাতে সবসময় প্রস্তুত।'

মুস্তাফিজুরকে আইপিএল থেকে বাতিলের কোনও কারণ দেখানো হয়নি। বিসিসিআইয়ের যে সিদ্ধান্ত আঘাত করেছে সেদেশের মানুষের ভাবাবেগে। পালটা প্রতিক্রিয়ায় অনির্দিষ্ট কারণের জন্য আইপিএল সম্প্রচার নিষিদ্ধ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্ট চ্যানেল, সম্প্রচার সংস্থাকে এই মর্মে নির্দেশিকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। পরবর্তী কোনও নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত যা বলবৎ থাকবে।

-বাংলাদেশের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের নির্দেশ

রেলের বিরুদ্ধে নেই বিরাট
-খবর এগারোর পাতায়

বৈভবের দাপটে সিরিজ জয়

বেনোনি, ৫ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৯ দক্ষিণ আফ্রিকা দলের বিরুদ্ধে ৩ ম্যাচের ওডিআই সিরিজ জিতে নিল বৈভব সূর্যবংশীর দল। দ্বিতীয় ম্যাচে ডিএলএস নিয়মে ৮ উইকেটে জয়ের সুবাদে সিরিজে অনতিক্রম্য ২-০ ব্যবধানে এগিয়ে যায় অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দল। রানতাড়া করতে নেমে বৈভবের ৬৮ রান ভারতের কাজ সহজ করে দেয়। মাত্র ২৪ বলের ইনিংসে বৈভব ১০টি ছক্কা হাঁকান। টসে জিতে দক্ষিণ আফ্রিকা ৪৯.৩ ওভারে ২৪৫ রানে অল আউট হয়। চার নম্বরে নেমে জেসন রাউলস ১১৪ রান করলেও বাকিরা তাঁকে সহায়তা দিতে পারেননি। কিষান সিং ৪৬ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভারত ব্যাট করতে নামার পর বজ্রপাত ও বৃষ্টিতে বারবার ইনিংস থমকায়। শেষপর্যন্ত ডিএলএস নিয়মে ২৭ ওভারে ভারতের টার্গেট দাঁড়ায় ১৭৬ রান। যা বৈভবরা ২৩.৩ ওভারে ২ উইকেট হারিয়ে তুলে নেন। অভিজ্ঞান কুণ্ডু ৪৮ ও বেদান্ত ত্রিবেদী ৩১ রানে অপরাজিত থাকেন।

গার্সিয়াতে মুগ্ধ জাভি অলন্সো

মাদ্রিদ, ৫ জানুয়ারি : দলের প্রাণভোমরা কিলিয়ান এমবাপে ছিলেন না। আরেক তারকা ভিনিসিয়াস জুনিয়রও নিজের ছন্দে নেই। তাতেও রিয়াল মাদ্রিদের জয়রথ থামানো গেল না।

রবিবার রিয়াল বেতিসকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করেছে রিয়াল মাদ্রিদ। দুরন্ত হ্যাটট্রিক করে প্রচারের আলোয় গঞ্জালো গার্সিয়া। আপাতত কিলিয়ান এমবাপের অনুপস্থিতিতে এই স্প্যানিশ স্ট্রাইকারই তুরুপের তাস রিয়াল কোচ জাভি অলন্সোর।

রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে হ্যাটট্রিকের পর গঞ্জালো গার্সিয়া।

রিয়াল বেতিসের বিরুদ্ধে গার্সিয়ার পারফরমেন্সে মুগ্ধ কোচ জাভি অলন্সো। তিনি বলেছেন, 'সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম মরশুমেই দুরন্ত হ্যাটট্রিক। রিয়াল বেতিস ম্যাচটা গঞ্জালোর স্বপ্নের ম্যাচ। ও সব ম্যাচেই গোল করতে চায়। আমি গার্সিয়ার পারফরমেন্সে খুশি।'

এদিকে, হ্যাটট্রিক করে আবেগে ভাসছেন স্বয়ং গঞ্জালো গার্সিয়া। তিনি বলেছেন, 'আমি ছোট থেকেই রিয়াল মাদ্রিদের সমর্থক। এই ম্যাচে হ্যাটট্রিক করার পর সমর্থকরা যেভাবে উঠে দাঁড়িয়ে আমাকে অভিবাদন জানিয়েছেন, তা ভোলা যাবে না। আমি চেষ্টা করব রিয়ালের জার্সিতে আরও গোল করে দলকে জয় এনে দিতে।'

গোলের পর লতিফ কিয়েম্বেকে নিয়ে উচ্ছ্বাস বর্ধমান ব্লাস্টার্সের ফুটবলারদের।

বিএসএলে আরও নামল নর্থবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : শুরুর ধাক্কা সামলে ছন্দে ফিরছে বর্ধমান ব্লাস্টার্স। আর ক্রমশ আঁধারে তলিয়ে যাচ্ছে নর্থবেঙ্গল ইউনাইটেড এফসি। সোমবার তাদের ঘর কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে এসে নর্থবেঙ্গলকে ০-১ গোলে হারিয়ে দিল বর্ধমান। ঘরের মাঠে নর্থবেঙ্গলের এটি তৃতীয় হার। একইসঙ্গে বেঙ্গল সুপার লিগে জয়ের হ্যাটট্রিক করে ফেলল সন্দীপ নন্দীর দল। ২৮ মিনিটে লতিফ কিয়েম্বে গোল করেন। লিগের প্রথম ৫ ম্যাচে মাত্র ১ পয়েন্টে থাকা বর্ধমান উঠে এসেছে পঞ্চম স্থানে। যেখান থেকে সরে গিয়ে ৬ নম্বরে নামল নর্থবেঙ্গল। যদিও ৮ ম্যাচ শেষে তাদেরও সংগ্রহে ১০ পয়েন্ট। তবে প্রতিযোগিতায় বেশি গোল করার সুবাদে এগিয়ে রয়েছে সন্দীপের দল।

ফের শীর্ষে রয়্যাল সিটি

এদিন জিতে শীর্ষস্থান পুনরুদ্ধার করেছে জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। ৮ ম্যাচ খেলে তারা পেয়েছে ১৭ পয়েন্ট। দ্বিতীয় স্থানে থাকা সুন্দরবন বেঙ্গল অটো এফসি-র থেকে ১ পয়েন্টে এগিয়ে। এদিন নৈহাটি স্টেডিয়ামে রয়্যাল সিটি ২-০ গোলে নর্থ ২৪ পরগনা এফসি-র বিরুদ্ধে জয় পায়। ২১ মিনিটে খাতা খোলেন রবি হাঁসদা। ৬ গোল করে রবি এই মুহূর্তে প্রতিযোগিতার সর্বাধিক গোলস্কোরার। ৫১ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রিজওয়ান শৌকত।

এদিকে, বিএসএল নিয়ে গড়াপেটার অভিযোগ ওঠায় এই বিষয়ে পুলিশি তদন্ত করাবে আইএফএ। ইতিমধ্যে আইএফএ সচিব মৌখিকভাবে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছেন। মঙ্গলবার কলকাতায় 'ময়দান সাথি' নামের একটি সংগঠন বিএসএলে গড়াপেটা নিয়ে প্রতিবাদ জানাতে চলেছে।

ইস্টবেঙ্গল ছাড়লেন হামিদ আহাদাদ

ইস্টবেঙ্গলের বছরের প্রথম অনুশীলনে মহম্মদ বসিম রশিদ। সোমবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জানুয়ারি : কেভিন সিবলের ইস্টবেঙ্গল ছাড়ার কথা শোনা গেলেও বাস্তবে দেখা গেল, বছরের শুরুতেই ক্লাব ছাড়লেন হামিদ আহাদাদ।

সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে ইস্টবেঙ্গলের পক্ষ থেকে হামিদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করা হয়। গত সুপার কাপে লাল-হলুদ জার্সিতে নিজেকে একদমই মেলে ধরতে পারেননি তিনি। তার ওপর বর্তমানে ভারতীয় ফুটবলের পরিস্থিতি নিয়ে কমবেশি সব বিদেশি ফুটবলারই শঙ্কায় রয়েছেন। সব মিলিয়ে হামিদ ইস্টবেঙ্গলে থাকতে চাননি। ক্লাবও তাঁকে রেখে দেওয়ার চেষ্টা করেনি। খুব শীঘ্রই তাঁর বিকল্প ফুটবলার সই করাবে লাল-হলুদ শিবির।

ছুটি কাটিয়ে সোমবার থেকে ইস্টবেঙ্গলের অনুশীলন শুরু হয়। প্রথমদিন অনুশীলনে উপস্থিত ছিলেন ১৭ জন ফুটবলার। বিদেশিদের মধ্যে হিরোশি ইবুসুকি, সাউল ক্রেসপো ও রশিদ অনুশীলনে যোগ দিয়েছেন। তবে কেভিন ও মিগুয়েল ফিগুয়েইরা এখনও কলকাতায় আসেননি। সূত্রের খবর, মঙ্গলবার কেভিন ও বুধবার মিগুয়েল কলকাতায় পা রাখবেন। ভারতীয় ফুটবলারদের মধ্যে ডেভিড লালহালানসাঙ্গা, নাওরেম মহেশ সিং, জিকসন সিংদের অনুশীলনে দেখা গিয়েছে। কয়েকদিনের মধ্যে বাকিরা অনুশীলনে যোগ দেবেন। প্রথমদিন অনুশীলনে ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা ছিলেন হালকা মেজাজে। কোচ অস্কার ব্রুজোঁর তত্ত্বাবধানে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনের ট্রেনিং গ্রাউন্ডে ঘণ্টাদেড়েক গা ঘামান তাঁরা।

এদিন যুবভারতীর অপর ট্রেনিং গ্রাউন্ডে অনুশীলন করেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ফুটবলাররা। কোচ লোবেরোর তত্ত্বাবধানে কড়া অনুশীলন করেন তাঁরা। আইএসএল কবে শুরু হবে কেউ জানে না। এই পরিস্থিতিতে পরিবারের কথা ভেবেই নিজেদের চাঙ্গা রাখছেন ব্রাজিলীয় ফুটবলার রবসন রবিনহো। তিনি বলেছেন, 'আমার পরিবার এখানে রয়েছে। তাদের কথা ভেবে নিজেকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করছি।' ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেড জানিয়ে গিয়েছেন, আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া কোনও রাস্তা নেই তাঁদের কাছে।

সেরা বাবান-পাপান

চ্যাংরাবান্ধা, ৫ জানুয়ারি : দক্ষিণপাড়ার দক্ষিণায়ন ক্লাবের ১৮ দলীয় নৈশ ব্যাডমিন্টনে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন ফালাকাটার বাবান দাস-পাপান সাহা। রবিবার ফাইনালে তাঁরা ২-১ সেটে হারিয়েছেন গয়েরকাটার সুদীপ দাস-বিবেক রায়কে। তৃতীয় বানারহাটের বিশাল দাস-প্রীতম মণ্ডল। চ্যাম্পিয়ন ও রানার্সরা ট্রফির সঙ্গে পেয়েছেন আর্থিক পুরস্কার।

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

অনুজ ভৌমিক
জন্ম : ০৫/০৩/১৯৯২ মৃত্যু : ০৬/০১/২০১৬
"তোমারি নাম
সকল তারার মাঝে।"
শোকাহত পরিবারবর্গ :-
'অমলযূথী' নবগ্রাম, শিলিগুড়ি-৭

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে দিব্যাংশ সিং।

জাগরণীকে হারাল ডিপিএস

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৫ ছেলেদের অম্বর রায় ট্রফি ক্রিকেটে সোমবার শিলিগুড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) ডিএলএস নিয়মে ১৪ রানে হারিয়েছে জাগরণী সংঘকে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে ডিপিএস ২৭.৩ ওভারে ১১৯ রানে সব উইকেট হারায়। দিব্যাংশ সিং ৩২ ও গুলাম আহমদ রাজা ২৫ রান করে। ঋক গোবিন্দ দেব ৩ রানে পেয়েছে ৩ উইকেট। জবাবে জাগরণী ৩৪.২ ওভারে ১০৫ রানে অল আউট হয়। রুদ্র দেব ১২ রান করে। এস সাহা ২৪ রানে নিয়েছে ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছে দিব্যাংশও (১৩/২)।

জয়ী বয়েজ, মুরালিগঞ্জ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস) শিলিগুড়ির ২০তম সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি আন্তঃস্কুল ক্রিকেটে সোমবার ফুলবাড়ির নারায়ণা স্কুল ৮ উইকেটে জিতেছে অলিভিয়া ই ইংলিশ স্কুলের বিরুদ্ধে।

সুরেন্দ্র ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট কলেজ মাঠে শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুল ৮ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী বিদ্যানিকেতনকে।

একই জায়গায় মুরালিগঞ্জ হাইস্কুল ২ রানে হারিয়েছে দার্জিলিং পাবলিক স্কুলকে।

ফুলবাড়ি ডিপিএস মাঠে বেলাকোবা হাইস্কুল ৯১ রানে বাণীমন্দির রেলওয়ে হাইস্কুলকে হারিয়ে দেয়।

একই মাঠে মোদি পাবলিক স্কুল ৯ রানে জিতেছে নির্মাণ বিদ্যা জ্যোতি স্কুলের বিরুদ্ধে।

আয়েশা মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিচ্ছেদের পর আবার বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন শিখর ধাওয়ান। ফেব্রুয়ারি মাসের তৃতীয় সপ্তাহে দিল্লির এনসিআর-এ সোফি সাইনের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হবে বলে জানা গিয়েছে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন দলসিংপাড়া স্পোর্টসের প্রাদিম লামা।

সেমিফাইনালে দলসিংপাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : মধুর মিলন সংঘের মিলন মোড় গোল্ড কাপ ফুটবলে সেমিফাইনালে উঠল দলসিংপাড়া স্পোর্টস অ্যাকাডেমি। সোমবার চতুর্থ কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ২-১ গোলে হারিয়েছে কালিম্পংয়ের জর্জিয়ান এফসি-কে। মিলন মোড় মাঠে ৭ ও ৬৯ মিনিটে হেমরাজ ভুজেল জোড়া গোল করেন। ২৩ মিনিটে জর্জিয়ানের গোলটি করেন কন্টি। ম্যাচের সেরা দলসিংপাড়ার প্রাদিম লামা। মঙ্গলবার প্রথম সেমিফাইনালে তরঙ্গাবাড়ি এফসি মুখোমুখি হবে দার্জিলিং পুলিশের।

বড় জয় মিলনপল্লির

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সোমবার মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাব ১৬১ রানে বিধ্বস্ত করে বান্ধব সংঘকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে টসে জিতে মিলনপল্লি ৩২.৩ ওভারে ১৯২ রানে অল আউট হয়। আদিত্য ঝাঁ ৬৯ রান করেন। আকাশ রায় ৩৭ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেছেন মহম্মদ অখিলও (২৬/২)। জবাবে বান্ধব ২৩.৩ ওভারে ৩১ রানে গুটিয়ে যায়। তাদের একমাত্র দুই অঙ্কের রান অভি মণ্ডলের (১১)। অরবিন্দকুমার যাদব ৬ রানে ফেলে দেন ৫ উইকেট। দুইটি করে উইকেট নেন সপ্তর্ষি নাগ (৩/২) ও প্রোজ্জ্বল ঠাকুর (৯/২)। মঙ্গলবার খেলবে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও রবীন্দ্র সংঘ।

প্রথম রুনি, অর্চনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৫ জানুয়ারি : রাজ্য শ্রম দপ্তরের পরিচালনায় ও পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক কল্যাণ পর্ষদের উদ্যোগে মাদাতি মডেল লেবার ওয়েলফেয়ার সেন্টারের ব্যবস্থাপনায় মাদাতি হাইস্কুলে আয়োজিত আন্তঃ বাগান ক্রীড়ায় ২৭০ জন অংশ নেয়। ৯ থেকে ১৪ বছরের ছেলেদের ১০০ মিটার দৌড়ে বিধাননগরের আরডি টি কোম্পানির রুনি পাহান প্রথম হয়। একই বয়স বিভাগে মেয়েদের ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম হয়েছে কমলা বাগানের অর্চনা মিনজ। ১৪ থেকে ১৮ বছরের ছেলেদের ২০০ মিটার দৌড়ে বিজলিমণি চা বাগানের রোহন মিনজ প্রথম স্থানে থাকে। একই বয়স বিভাগে মেয়েদের ২০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থান পেয়েছে আরডি টি কোম্পানির চলন্তিকা পাহান।

প্রবেশ অবাধ
রাজ্য হস্ততাঁত প্রদর্শনী
(হস্ততাঁত মেলা)
STATE HANDLOOM EXPO
(HATHKARGHA MELA)
স্থান : শিলিগুড়ি YMA মাঠ, বাবুপাড়া, শিলিগুড়ি
তারিখ : ৬ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি, ২০২৬
সময় : দুপুর ১টা থেকে রাত্রি ৯টা পর্যন্ত
পৃষ্ঠপোষকতায় :
ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুম), বস্ত্র মন্ত্রক, ভারত সরকার

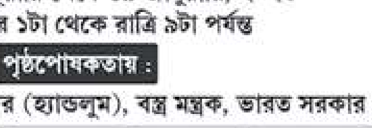

আয়োজক
ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি শিল্প এবং বস্ত্র দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে বস্ত্রশিল্প অধিকারের উপ-অধিকর্তা (হস্ততাঁত ও বস্ত্র শিল্প), উত্তরবঙ্গ বিভাগ, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা সইদুল বৈদ্য - কে 06.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 76C 64250 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বলেছেন "ডিয়ার লটারির মাধ্যমে এক কোটি টাকা জয় আমাকে আনন্দ এবং দায়িত্ব দুটোই দিয়েছে। এই সুযোগটা আমি আমার পরিবারের ভবিষ্যৎ আরও ভালো করে গড়ে তোলার জন্যই কাজে লাগাতে চাই। আমাকে এই সুবর্ণ সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারির প্রতি খুবই কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।